গো-পালন ও চিকিৎসা

বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজের এসিষ্ট্যাণ্ট প্রিন্সিপ্যাল

রায়সাহেব ডাঃ শ্রীদিবাকর [illegible] জি-বি-ভি-সি

প্রণীত

৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ হইতে

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৩৮।

মূল্য বারো আনা মাত্র।

Go-Palan-O-Chikitsa

(Care & Treatment of Cattle.)

By

Rai Sahib Dr. Dibakar Dey G. B. V. C.

Asst. Principal, Bengal Veterinary College.

Price As. -/12/- only.

Printed by K. C. Bose.
at the Standard Drug Press
Calcutta

প্রকাশকের নিবেদন।

গোপালন বা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বাজারে অনেকগুলি পুস্তক গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে ; এবং এই জাতীয় পুস্তকের সমাদর দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। ঐ সকল পুস্তকে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতা যথেষ্ট আছে—এ অপ্রিয় আলোচনার ধৃষ্টতা করিতে চাহি না; তবে এই সত্যটুকু প্রকাশে বোধ হয় কোনো বাধা নাই যে, দিবাকর বাবুর ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির হাত হইতে এ সম্বন্ধীয় খুব অল্প পুস্তকই এযাবৎকাল বাহির হইয়াছে।

প্রকাশক ও গ্রন্থকার—উভয়পক্ষেরই গ্রন্থখানিকে যতদূর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার ইচ্ছা ছিল, ঠিক ততখানিই এ সংস্করণে করা সম্ভবপর হয় নাই—যদিও মোটামুটি পূর্ব-কল্পিত বিষয়গুলি সমস্তই সুপ্রণালীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কপি লিখিয়া ও অনুলিপিকার দ্বারা লিখাইয়া দিয়াই কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। এখনও তিনি বিদেশে ; সুতরাং কপি পরিশোধন বা প্রুফ সংশোধন করিবার সুযোগ তিনি আদৌ পান নাই।

বর্ত্তমান সংস্করণে যাহা কিছু প্রমাদ বা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইবে, তাহার জন্য আমরাই প্রধানতঃ দোষী, সেজন্য গ্রন্থকার বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন। আগামী সংস্করণে গো-পালন অংশটি বিস্তৃততর করিবার ও আরও কয়েকখানি চিত্র সংযোজন করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৩৪।

প্রকাশক।

গো-পালন ও চিকিৎসা।

বিষয়-সূচী।

প্রথম খণ্ড—গো-পালন।

দ্বিতীয় খণ্ড—গো-চিকিৎসা।

চিত্র, নং ১।

গাভীর কঙ্কাল।

a. ঊর্দ্ধ হন্বস্থি
b. নাসাস্থি
c. অশ্রুপীঠাস্থি
d. গণ্ডাস্থি
e. পুরঃ কপাল
f. শঙ্খ
g. শঙ্খাস্থি
h. পার্শ্ব কপাল
i. পশ্চাৎ কপাল
j. অধঃ হন্বস্থি
k. স্ফেনক
l. ছেদক
m. স্কন্ধ-স্নায়ুবন্ধনী
n. চূড়াবলয়া
o. অক্ষি-কোটর
p. স্কন্ধ কশেরুকা
q. পৃষ্ঠাস্থি
r. অধি শ্রোণিকাস্থি
s. ত্রিকাস্থি
t. লাঙ্গুলাস্থি
u. শ্রোণিকাস্থি (বাং)
v. বস্তি
w. পঞ্জরাস্থি
x. উপপঞ্জরাস্থি
y. বক্ষাস্থি
z. অংস-ফলকাস্থি
1. বাহুর বৃহত্তর অস্থি
2. বহিঃ প্রকোষ্ঠাস্থি
3. অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থি
4. জানুর ক্ষুদ্রাস্থি
5. পদাস্থি
6. শলাকাস্থি
7. গুল্ফাস্থি
8. গুল্ফ
9. গুল্ফ-ক্ষুদ্রাস্থি
10. পদ-মধ্যাস্থি
11. নৌকাকৃতি অস্থি
12. ঊর্বস্থি
13. জান্বস্থি
14. জঙ্ঘাস্থি
15. জানু সন্ধির বহিরস্থি
16. জানু সন্ধির ক্ষুদ্রাস্থি
17. পশ্চাৎ পদাস্থি
18. গুল্ফ ও পদ

চিত্র—নং

গাভীর পাকস্থলী (বহির্ভাগ যেরূপ দেখায়)

চিত্র—নং ২।

ক—অন্ননালী ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া প্রথম পাকস্থলীতে প্রবেশ করিতেছে।

খ, খ—প্রথম পাকস্থলী, গো বা মেষদিগের মধ্যে বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটী অসমান অংশে বিভক্ত। "জ" চিহ্নিত স্থান ইহারই অংশ বিশেষ ; ৩নং চিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে।

গ—দ্বিতীয় পাকস্থলী ; চারিটি পাকস্থলীর মধ্যে ইহা ক্ষুদ্রতম।

ঘ—তৃতীয় পাকস্থলী।

ঙ—চতুর্থ পাকস্থলী।

চ—অন্ত্রের প্রথম অংশ।

চিত্র—নং ৩।

চিত্র—নং ৬।
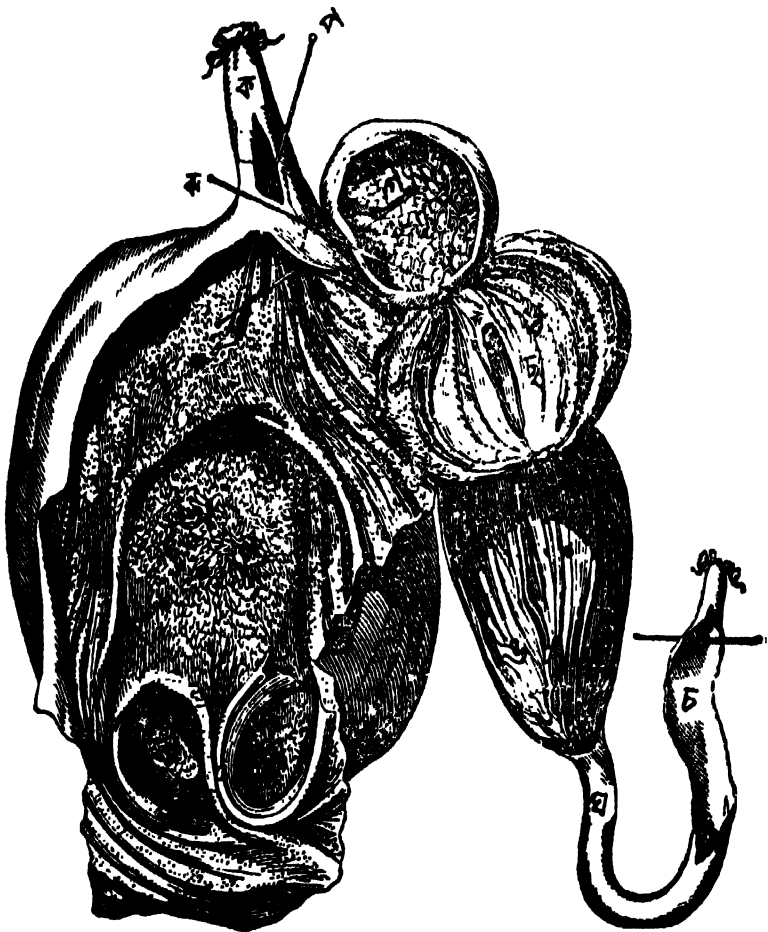
গরুর পাকস্থলী মধ্য হইতে ছেদন করিয়া ভিতরকার বিভিন্ন অংশ দেখান হইতেছে :—

ক—অন্ননালী।

খ—প্রথম পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশ।

ত, থ চিহ্নিত স্থান দ্বিতীয় বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ।

গ—দ্বিতীয় পাকস্থলী।

ঠ—তৃতীয় পাকস্থলী।

ঙ—চতুর্থ পাকস্থলী।

ঘ—ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ (গ্রহণী)।

চ—পিত্তনালী ও ক্লোমনালিকার গ্রহণীতে সংযুক্ত হইবার স্থান।

ঝ—তৃতীয় পাকস্থলীর মধ্যে অন্ন প্রবেশের পথ।

প—প্রথম পাকস্থলীতে অন্ন প্রবেশের পথ।

গো-পালন ও চিকিৎসা।

প্রথম খণ্ড—গোপালন।

(১)

গাভী ভগবতী কেন?

বহু পুরাকাল হইতে গাভী তথা গো-জাতি ভারতবর্ষে দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া আসিতেছে। মানুষের যত্নে, বহু গাভী মানুষের বহু উপকারে আসিয়া এবং স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিয়া, সাহিত্যে ও লোকমুখে তাহারা নিজ নাম বজায় রাখিয়া আসিতেছে। সুরভী, নন্দিনী, কপিলা প্রভৃতি গাভী সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়, কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহারা যে গো-জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য বলিয়াই আজ সকলের নিকট পরিচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গো-সেবা মানুষের ধর্ম্ম ছিল এবং বহু সংখ্যক গাভী পালন করিবার শক্তি রাখা, "গো-ধনের" অধিকারী হওয়া সৌভাগ্যের পরিচায়ক ছিল। গো-জাতি যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা বহু ক্ষেত্রে মানবের যত্ন সাপেক্ষ ছিল। বশিষ্ঠ নিজেই তাঁহার গাভীর যত্ন করিতেন, জনক প্রভৃতি নৃপতিগণের গাভীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতেন। দিলীপ নন্দিনীকে চরাইয়া তাঁহার বরে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। অধিক কি আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ "রাখাল বালক" ছিলেন। বিরাট রাজার বহু গাভী ছিল, গোশালার স্বতন্ত্র নাম ছিল, এবং দুর্য্যোধনের উত্তর গোগৃহ আক্রমণের বিবরণ আমরা মহাভারত হইতে পাইয়া থাকি।

এখন আমাদের দেশ হইতে লক্ষ্মী ইউরোপে গিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত দেশের সমৃদ্ধি সকলই চলিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের সুরভি কপিলা প্রভৃতি এখন আয়ারসায়ার "ফ্লোরা" সর্টহর্ণ "রেড্ চেরী" প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। জার্সি, গরণসি, ডিভন গাভী এখন জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

সে যত্ন গিয়াছে, সে সেবা শুশ্রূষা গিয়াছে, তাই এখন আর "গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা দুধের নদীতে "বাণ তুলে না, সবই লোপ পাইয়াছে।

তাহা হইলেও হিন্দুর নিকট গাভী দেবতা, এখনও বৈশাখ মাসে হিন্দু বালিকারা গোয়াল পূজা ভগবতী পূজা করিয়া থাকে; এবং কার্ত্তিক মাসে গোষ্ঠাষ্টমীর দিন নিষ্ঠাবান গৃহস্থ গোয়ালাগণ স্বহস্তে গাভীর গলায় মালা পরাইয়া তাহার অর্চ্চনা ও সেবা করিয়া থাকে।

গোজাতি মানবের বহু উপকারে আসে বলিয়াই তাহার এত আদর এত ভক্তি। হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সকল রকম ক্রিয়া কর্ম্মে গো দুগ্ধ, গোময়, গোমূত্র যে নানা রকমে ব্যবহারে আসে। গোদুগ্ধ এবং গো দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ঘৃত, ছানা, দধি, মাখন প্রভৃতি মনুষ্য-দেহের সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য। মাতৃ দুগ্ধের স্থান অধিকার করিবার পক্ষে গোদুগ্ধই এক মাত্র উপযোগী খাদ্য, অপর দুগ্ধ যাহা উপযোগী বলিয়া জানা আছে, তাহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

গৃহস্থ গাভী পালন করিলে বিশেষ লাভবান্ হয়। আজকাল বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে শিশুর অকাল মৃত্যুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে, জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। দূষিত দুগ্ধ নানারূপ রোগ বিস্তারের সুবিধা করিয়া দিতেছে। গৃহে গোপালন করিলে কেবল মাত্র যে সুলভে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যায় তাহা নহে, হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে গাভীর দুগ্ধ হইতে গোপালনের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। উপরন্তু গোময় প্রভৃতি সার গৃহস্থকে লাভবান্ করে।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ বলিয়া চাষের জন্য বলদের একান্ত প্রয়োজন। বিদেশে চাষের জন্য বাষ্প চালিত যে সকল যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে কতদূর উপযোগী হইবে তাহার স্থিরতা নাই। ঐরূপ বাষ্প চালিত হালের আমাদের দেশে প্রচলনেরও নানারূপ অন্তরায় আছে।

আমাদের এই দরিদ্র দেশে গোশকট একটী অতি প্রয়োজনীয় যান। যে সকল পথে কোনও রকম যানের যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা আছে, সে সকল স্থানে গোশকটের যাতায়াতের সুবিধা হইয়া থাকে এবং অপেক্ষাকৃত সুলভে হয়। কোন কোন জাতীয় গরু অত্যন্ত দ্রুত গমনে ও সমর্থ। মান্দ্রাজে গোযান কলিকাতা ও মফঃস্বল সহরের তৃতীয় শ্রেণীর অশ্বযানের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধে মাল টানিবার জন্য ভারবাহী পশুদিগের মধ্যে গো অন্যতম।

গোময় ও গোমূত্র মানবের পক্ষে বিশেষ উপকারী বস্তু। কথিত আছে, লক্ষ্মী গো-দেহে আশ্রয় লাভের বাসনা জ্ঞাপন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে গোময় ও গোমূত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলেন। লক্ষ্মী তথাস্তু বলিয়া তথায় আশ্রয় লন। বাস্তবিকই গোময় ও গোমূত্র যে জমিতে পড়ে তাহা লক্ষ্মীর আবাস ভূমি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সার হিসাবে গোময় অতি মূল্যবান্ দ্রব্য। গোমূত্র ও গোশালা ধোয়া ময়লা জল ও উৎকৃষ্ট সার। দাম অত্যন্ত অল্প হইলেও, জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে কোনও মূল্যবান্ সার অপেক্ষা হীন নহে।

জ্বালানি রূপে ঘুঁটের বহু প্রচলন বিদ্যমান আছে। "গোবরের" ভাত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

গরু মরিয়া গেলে হিন্দুরা তাহা ফেলিয়া দেয়, আর কোন কাযে ব্যবহার করে না। কিন্তু বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে, ঐ মৃত গরু হিন্দু গৃহের সকল স্থানেই নানা ভাবে আদরে স্থান পায়, তখন তাহাদের অস্পৃশ্যতা দোষ থাকে না। যাহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দ্রব্যেরই মূল্য বোঝে,

তাহারা অন্যান্য বহু জিনিষের মধ্যে জুতা, ব্যাগ, ছুরির বাঁট, বোতাম শিশুর খেলনা, তাঁত, শিরীষ, চর্ব্বি, ঔষধ প্রভৃতি পাঠাইয়া আমাদের দেশ হইতে অর্থ লইয়া যায়। অধিক কি, গোহাড়ের কয়লা, চিনি পরিষ্কার করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। সেই পরিষ্কার চিনি না হইলে আমাদের দিন চলা দায় হইয়া পড়িয়াছে। মৃত গরুর হাড় যে কত অর্থ দান করিতে পারে তাহা—চিংড়িহাটা হাড়ের কল বা সওয়ালেস কোম্পানীর বেলিয়াঘাটাতে হাড়ের কল দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

গরু যে নানা উপায়ে আমাদের হিতসাধন করিতেছে তাহা দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। গো-জাতির যে অবনতি ঘটিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গো-জাতির অবনতি যে হিন্দুর জাতি হিসাবে অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা সেই অবনতির গতি রোধ করিয়া, অধঃপতন হইতে কি করিয়া রক্ষা করিতে পারি, তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সুস্থ সবল দেহ না হইলে তাহাতে একটী সুস্থ কার্য্যক্ষম মন ধারণ করিবার শক্তি থাকে না। সুস্থ দেহের জন্য বলকারক ও দেহের পুষ্টিকারক খাদ্য প্রয়োজন। খাঁটী দুগ্ধই শরীরের সকল অভাব দূর করিয়া দেহ পুষ্ট করিতে বিশেষ উপযোগী। স্বাস্থ্যোন্নতির কথা বলিতে গেলে শিশুকাল হইতে যাহাতে বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ পান করিতে পারা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

গোজাতির অবনতির কারণ।

গোজাতির অবনতির সহিত গোসংখ্যারও যে হ্রাস হইতেছে সে বিষয় সুনিশ্চিত। বিদেশে রপ্তানি, দেশে গোহত্যা, মহামারী দ্বারা সংখ্যার হ্রাস সংঘটিত হইতেছে।

এই সকলের প্রত্যেকটীর বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে ভবিষ্যতে সংখ্যার হ্রাসের গতি প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইবে না।

গো-জাতির যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। তাহা যে কতগুলি নিবার্য্য কারণে ঘটিতেছে, তাহারও স্থূল কারণগুলি এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে।

যে দেশে গোজাতির এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল সে দেশে এত অবনতি হওয়াতে বিচারশীল মানুষ মাত্রেরই নিকট ইহা একটী সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সকল প্রকার দ্রব্যেরই মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রচুর ও উত্তম খাদ্য দ্রব্যের অভাব, গোজাতির অবনতির একটী প্রধান কারণ। গোচারণ ভূমি সকল আবাদ জমিতে পরিণত হওয়াতে গোজাতির যে সামান্য ব্যায়াম করিবার ও প্রচুর কাঁচা ঘাস জন্মাইবার সুবিধা ছিল তাহা একেবারে লোপ পাইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাধা থাকিবার জন্য স্বাস্থ্য হানি ঘটিতেছে, গৃহস্থকে গোসেবার জন্য অধিকতর পরিশ্রম ও সময় ক্ষেপণ করিতে হইতেছে। গোচারণ মাঠের অভাবে গরুর খাদ্যের অনটন হেতু গৃহস্থকে তাহাদের জন্য ব্যয়ভার অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইতেছে।

জমিদার এবং অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণের গো-রক্ষা সম্বন্ধে এখনই বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে নচেৎ পুস্তকের পাতায় গাভীর

প্রতিকৃতি দেখিয়া গোজাতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইবে। দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধিপাওয়াতে লোক নিজেই বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, এবং গরুর প্রতি যতটা যত্ন লইতে পারিত সে বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। এ দেশে লোকে নিজেদের স্বাস্থ্য-রক্ষাতেই বিশেষ অমনোযোগী, এবং গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যের প্রতি একেবারে উদাসীন থাকে। চাষীর মধ্যে অজ্ঞতা এবং তাহাদের অবনতি, চাষের গরুরও অবনতি ঘটাইতেছে। একটী সুস্থ সবল বলদ আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না। গোজাতির উন্নতি বিষয়ে অমনো-যোগিতা ও অজ্ঞতা তাহাদের অবনতির একটী বিশেষ কারণ। সুপ্রজনন বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই, সাধারণতঃ বলহীন রুগ্ন বৃষ দ্বারা যে গোবৎস উৎপন্ন হয়, তাহাও বলহীন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। প্রজননের উপযুক্ত বৃষের অভাবে গোজাতির সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে।

অনুপযুক্ত নিকৃষ্ট যণ্ডের দ্বারা বার বার গর্ভোৎপাদনে উৎকৃষ্ট বহুক্ষীরা গাভীও হীন জাতি হইয়া পড়ে। দুগ্ধের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়ে। ফলে অতি যত্নের গাভী হতাদরে নষ্ট হইয়া যায় পিঁজরা-পোলে আশ্রয় পায় অথবা কসাই হস্তে পতিত হইয়া অকালে প্রাণ হারায়।

সহর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ফুঁকা ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ দুগ্ধ পাইবার আশায় গোয়ালারা গাভীর সর্ব্বনাশ করে। ঐ সকল গাভী ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়ে ও গর্ভ ধারণের অনুপযোগী হইয়া যায়, তখন তাহারা কসাইকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। ফলে অনেক ভাল গাভী অকালে নিহত হয়।

ফুকা ব্যবহার আইনের চক্ষে অপরাধ, কিন্তু তাহা নিবারণের পক্ষে আইনই যথেষ্ট নহে; যে সকল স্থানে গোয়ালারা গাভী রাখে সেখানকার লোকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, এবং প্রয়োজন হইলে পুলীশের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দোষীকে সাজা দিবার ব্যবস্থা করা ভাল।

কলিকাতা বা অন্যান্য সহরে যে সকল গোয়ালারা দুগ্ধ বিক্রয় করে তাহারা গোসংখ্যার হ্রাস ও তাহাদের হীনজাতীয় করিবার পক্ষে বিশেষ দায়ী। তাহারা সবৎসা গাভী বিক্রয় করিয়া বৎসকে বিনা আহারে মারিয়া ফেলে। তাহাতে তাহাদের বৎসকে খাইতে দিবার খরচ বাঁচিয়া যায়। একটী মরা বাছুর গাছে তুলিয়া রাখিয়া দোহনের সময় সেইটীকে দেখাইয়া দোহন করিয়া থাকে। অনতিকাল পরে সে ব্যবসা চালাইবার জন্য পুনরায় গাভী ক্রয় করে, এবং পুর্ব্বোক্ত ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহা ব্যবসা নহে, ইহা গাভীর এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সর্ব্বনাশের মূল। মূক পশু গুলির অভিশাপ তাহাদিগকে ক্রমশঃই সর্ব্বনাশের দিকে লইয়া যায়, এবং গোয়ালারাও দেনার দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহলোকে নানারূপ দুর্দ্দশা এবং পরলোকে অনন্ত নরক ভোগ করিয়া থাকে।

গোরক্ষার উপায়।

গোজাতিকে অবনতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা একটী গুরুতর বিষয়। ব্যষ্টির চেষ্টায় তাহা হইবার নহে; এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার একটী প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঐ জ্ঞান বিস্তারের সহায়তার জন্য প্রত্যেক জেলাতে শিক্ষিত গোচিকিৎসক রাখার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঐ সকল চিকিৎসকগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া গোপালন, রক্ষণ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় সাধারণের মধ্যে সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিবেন। অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীদের সাহায্যে সুলভ সহজ প্রাপ্য গরুর খাদ্য উৎপাদন করিবেন এবং কোন গরুর কি খাদ্য অধিক মাত্রায় প্রয়োজন, খাদ্যাদির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ এই সকল বিষয়ে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান দান করিবেন। সংক্রামক রোগের বিস্তার নিবারণ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন এবং কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস স্থিত সরকারী গোচিকিৎসকের সাহায্যে এই সকল জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা করিবেন।

গোহত্যা ভারতের গোজাতির সংখ্যা হ্রাস করিতেছে। সেজন্য যে সকল গাভী সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা আছে, সুস্থ সবল কায় বৃষ ও বলদ প্রভৃতি হত্যা নিবারণের জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে এক পক্ষে যেমন সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, অপর পক্ষে সাধারণের মধ্যে ঐ প্রকার গোহত্যার কুফল বুঝাইয়া দিয়া, ঐ সকল গোবিক্রয় যাহাতে না হয়, সে দিকে চেষ্টা করিতে হইবে।

সাধারণের মধ্যে চেষ্টা করিয়া গোচারণ ভূমি সংগ্রহ করিতে হইবে। এ বিষয়ে ভূস্বামী এবং রাজপুরুষদের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা গোচারণ ভূমি পাইবার আশা করা বৃথা। গোচারণ ভূমির উপকারিতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই, তথাপি ঐ বিষয়ের আরও জ্ঞান

বিস্তার করা প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদ মতে, দিবারাত্র যে গাভী বাঁধা থাকে, তাহা অপেক্ষা স্বেচ্ছাবিহারী গাভীর দুগ্ধ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এমন কি তাহার গোময় ও বহু প্রকারে গুণশালী হয়।

গোচারণের জন্য অধিক পরিমাণ জমি ফেলিয়া রাখা সম্ভব না হইতে পারে, কারণ সেই পরিমাণ জমিতে ধান্য, পাট বা অন্য প্রকার শস্যাদি উৎপাদন করিয়া অতিরিক্ত লাভবান্ হওয়া অসম্ভব নহে। তথাপি গোচারণের জন্য কতকটা জমি নির্দ্দিষ্ট রাখা একান্ত প্রয়োজন। সে জন্য যদি জমির পরিমাণ অল্প হয়, তাহাও করা উচিত। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে আবাদ জমির ১।১৬ অংশ জমি গোচারণের জন্য ফেলিয়া রাখে।

গৃহে গরু পালন করিলে তাহার প্রতি বিশেষ যত্নশীল হইতে হয়। অধিকাংশ গো অযত্নে অনাদরে নষ্ট হইয়া যায়। সামান্য মাত্র লক্ষ্য রাখিলে প্রত্যেক গাভীরই কিছু না কিছু দুগ্ধ বৃদ্ধি করা যায়, বলদ সুস্থ ও বলশালী হয়। অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে গোজাতি যে কোন রকমে নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। যদি কোন বিশেষ লোকের বাড়ী গাভী রাখিবার পক্ষে অসুবিধা থাকে আপন বাড়ীতে গোপালন করা অপেক্ষা পরিচিতের মধ্যে একটী সাধারণ গোশালা স্থাপন করিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করিয়া সে স্থান হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই প্রকার সমবায় প্রথায় গোপালন করিলে, গাভীর দুগ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে, পালকের উপর বিশেষ ভার পড়েনা, অনেকগুলি গাভী রাখার পক্ষে ইহা একটী বিশেষ সুবিধা। পক্ষান্তরে, গাভীর দুগ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে যাহাতে কেবল মাত্র ঐ প্রকার গাভী পালন করা যাইতে পারে, এমত গোশালা স্থাপন করা সম্ভব হইলে, সমাজের বিশেষ উপকার হয়। একটী নির্দ্দিষ্ট হারে ব্যয় গ্রহণ করিয়া, বৎস প্রসব করিলে গাভীকে গোস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলে তাহাতে উভয়েই লাভবান হন।

গোজাতির পীড়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। অধিকাংশ সময় সামান্য সামান্য রোগের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, মহামারীর হাত হইতেও রক্ষা করা যাইতে পারে। অনেক স্থলে সামান্য সামান্য পীড়ার কারণে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়, এবং বহুদিন পালককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। চাষের গরু, অসুস্থ দেহের উপর হাল টানিয়া বহুদিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে।

গোজাতির পীড়া ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান গোপালকের জানা আবশ্যক, এবং ঐ রূপ শিক্ষা বিস্তার গোজাতি রক্ষা করিবার একটী উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে বহু প্রবীণ লোক পাওয়া যাইত যাঁহারা মানুষের চিকিৎসার সহিত গোচিকিৎসার জন্য সাধারণ গাছ গাছড়ার ঔষধ বিলক্ষণ জানিতেন। সে সকল লোক এখন দেখা যায় না, কাজেই এই শিক্ষার বিস্তার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সুপ্রজনন দ্বারা গোজাতির উন্নতি সাধন করা বিশেষ কষ্ট বা ব্যয় সাধ্য নহে। সেবিষয়ে সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত। পূর্ব্বে আমাদের দেশে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে ধর্ম্মের ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তাহাতে প্রজননকারী ষণ্ডের অভাব সুন্দর রূপ দূর হইত। ধর্ম্মের ষাঁড় নির্ব্বাচনে সে কালের লোকের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে বলিষ্ঠ সুলক্ষণযুক্ত বৎসকে নির্ব্বাচন করিয়া মৃতের আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত ও সমাজের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তাহাতেই সমস্ত গ্রামের গোজননের অভাব মিটিয়া যাইত। এখন ঐ সকল ষাঁড়কে রক্ষা করিবার কোন উপায় না থাকাতে তাহারা লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদি কেহ তাহাদের লইয়া আবশ্যকমত কর্ম্মে নিযুক্ত করে আইনের চক্ষে সে দোষী নহে। ইহাতে সমাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

যখন পুনরায় ধর্ম্মের-ষাঁড় রক্ষা করিবার উপায় নাই, তখন এক

স্থানের লোক মিলিয়া যাহাতে গ্রামের সমস্ত গাভীর প্রয়োজনানুঃ এক বা ততোধিক বৃষ কেবল প্রজননের নিমিত্ত ব্যবহার করিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা অচিরে করা উচিত। প্রত্যেক জননের নিমিত্ত একটী মূল্য নির্দ্ধারণ করা ভাল, নচেৎ ঐ প্রকার ষণ্ড পালন বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। মূল্য লইয়া জননের জন্য বৃষ ব্যবহার করিতে দেওয়া আপাত পক্ষে রুচিবিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু গোজাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে এ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গো-পরিচর্য্যা

আমাদের দেশে যে সংখ্যক বৃষ, বলদ ও গাভী আছে, তাহাদের উন্নতি-বিধান করিতে পারিলেও অনেকটা কাজ অগ্রসর হয়। সংখ্যাধিক্যই অধিকতর লাভের নহে। তাহাতে কয়েকটী অসুবিধা ঘটে। অল্প সংখ্যক হইলেও বলদ বা গাভী যদি উৎকৃষ্ট জাতীয় হয়, তাহা বহুসংখ্যক দুর্ব্বল নিকৃষ্ট জাতীয় বলদ বা গাভীর সহিত তুলনায় এক ক্ষেত্রে পরিশ্রম ও অপর ক্ষেত্রে দুগ্ধ দান করিতে সক্ষম। অল্প সংখ্যক পশু হইলে স্থান অল্প লাগে, আহার পরিমাণে কম হইলে চলে, এবং সেবার জন্য অল্প সময় ও পরিশ্রম লাগে। মহামারী প্রভৃতি রোগ হইলে অল্প সংখ্যক পশু স্থানান্তর করিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

জাতির উন্নতি করিতে হইলে বৎসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, কারণ শিশুই জাতির জীবন, জাতির শক্তি। সমাজের কল্যাণ, ও অকল্যাণ তাহাদেরই ক্ষতি বৃদ্ধির দিক দিয়া আঘাত করে।

প্রথম হইতেই বৎস রক্ষার দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। সেজন্য গাভী প্রসব হইবার পর হইতে যাহাতে বৎস কোন ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রসব হইবার পর দশ দিন গৃহের শিশু বালক বালিকার জন্য ঐ দুগ্ধ ব্যবহার না করাই ভাল, সে সময় দুগ্ধ অত্যন্ত গাঢ় থাকে। কিন্তু সমস্ত দুগ্ধ বৎসকে পান করিতে দিবে না, তাহাতে দুগ্ধ পরিপাক না হইলে অজীর্ণ রোগ আনয়ন করে।

প্রসবের পরে বৎস উঠিয়া দাঁড়াইবার পর, তাহার দেহ হইতে এক ইঞ্চি পরিমাণ রাখিয়া নাভীতে একটী সুতা বাঁধিয়া ধারাল (জলে পূর্ব্বেসিদ্ধ করা) কাঁচি দিয়া নাভিচ্ছেদ করিয়া টিংচার আয়োডিন দিয়া দিবে

নাভি বিশেষ বড় থাকিলে তাহার দ্বারা শরীরে বহুপ্রকার রোগ প্রবেশলাভ করিতে পারে।

বৎস দেড় মাসের হইলে, তাহাকে অন্যান্য খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। দুইমাস পর্য্যন্ত গাভীর একটী বাঁটের দুধ বৎসকে পান করিতে দিতে হয়, তাহার পর উপযুক্ত পরিমাণে ফেন বা ক্ষুদ সিদ্ধ, কাঁচা কচি ঘাস প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে দেওয়া যাইতে পারে। পুরাকালে ঋষিগণ, বৎস যথেষ্ট পান করিবার পর যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিত তাহাই ব্যবহার করিতেন।

গোবৎসকে দৌড়াদৌড়ি করিতে দিবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। একমাস পর্য্যন্ত বাছুরকে বাঁধিয়া রাখিতে নাই, শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য জন্ম হইতেই সংস্কার তাহাদিগকে লাফালাফি করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছে।

গাভীর জন্য পালককে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, তাহার জন্য যতটা যত্ন লইতে হয়, অন্য পক্ষে ততটা না হইলেও চলে। অল্প অযত্নে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে।

যাহাতে স্বচ্ছন্দে আহার ও ভ্রমণের সুযোগ পায়, সেই প্রকার ব্যবস্থাই করা বিধেয়। গাভী যত কম বাধা থাকে ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল।

গর্ভাবস্থায় গাভীর যত্ন একটু বিশিষ্ট প্রকারের হওয়া উচিত। যাহাতে প্রসব বিনাকষ্টে সম্পন্ন হয়, সেজন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, তাহাতেই অধিকাংশ সময়, প্রসবের আনুষঙ্গিক বিপদের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। সেজন্য গাভীর প্রতি অতিরিক্ত যত্ন লইবার কারণ নাই; ইহাতে তাহাদের স্বাভাবিক সুবিধাগুলি অন্তর্হিত হইয়া যাইলে অধিকমাত্রায় মানুষের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

প্রথম ছয় মাস সাধারণ ভাবেই আহারাদি চলিবে, এবং সাধারণ পরিশ্রম হইতে বিরত করিবার প্রয়োজন হয় না। গর্ভাবস্থা যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই গাভী যাহাতে শান্ত ভাবে থাকিতে পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। গর্ভবতী গাভীকে যাহাতে অন্য কোন গাভী বা বৃষ বিরক্ত

না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। বৃষসঙ্গ এ অবস্থায় একেবারে নিষিদ্ধ। ছয়মাস গর্ভাবস্থা হইতে প্রসব কাল পর্য্যন্ত গাভীকে আর গোচারণে না পাঠানই ভাল। তবে ব্যায়াম একেবারেই বন্ধ করা ভাল নহে; বস্তুতঃ অধিক মাত্রায় যত্ন বা একেবারে অযত্ন, উভয়ই গর্ভস্রাব ঘটাইতে পারে।

আহারাদি বিষয়ে প্রথম কয়েক মাস বিশেষ যত্ন না লইলেও চলে। এমন কি, অতি সাধারণ আহারই উপযুক্ত। এ অবস্থায় গাভীর জন্য বিশেষ ব্যয় করার কোন প্রয়োজন হয় না, তাহাতে মোটের উপর পালককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু গর্ভাবস্থা যতই অগ্রসর হইতে থাকে আহারাদি বিষয়েও দৃষ্টি প্রখর ততই রাখিতে হয়। "ছাতাধরা" বা অধিক তৈলযুক্ত খাদ্য একেবারে অনুপযোগী। যতদূর সম্ভব টাট্‌কা সহজপাচ্য খাদ্য দেওয়া বিধেয়। অধিকমাত্রায় আহার হেতু গাভীর দেহ স্থূল হইতে থাকে, তাহাতে প্রসবের বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে। নির্ম্মল পানীয় জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া উচিত, এবং প্রখর রৌদ্রে বা হিমে থাকিতে দিবে না।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় স্থানে থাকিতে দিবে এবং লোক তামাসা দেখিবার জন্য আসিয়া যেন ভিড় না করে, এবং কোন রকমে যাহাতে বিরক্ত না করে; সে বিষয়ে লক্ষ্য দরকার।

ফুল না পড়া পর্য্যন্ত কোন রকমে বিরক্ত করিবে না। যদি ফুল পড়িতে বিলম্ব হয়, তবে অল্প ওজনের একখণ্ড ইট বা অন্য দ্রব্য নাড়ীতে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিতে হয়, বিলাতে মেয়েদের নূতন জুতা বাঁধিয়া দেয়। ওজন যেন খুব বেশী না হয়। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুল না পড়ে তবে গোচিকিৎসককে সংবাদ দিয়া আনাইয়া ব্যবস্থা করিবে।

প্রসবের পর গুড় একসের, দেশী মদ ৪ আউন্স, ম্যাগ সলফ আধ পাউণ্ড, শুঁঠ আধ আউন্স, ৮ পাঁইট গরম জলে সিদ্ধ করিয়া দুই বারে

খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। গাভীর প্রসূতি অবস্থায় কোনরূপ রোগ আসিতে পারে না অথবা গুড়, ধান ও বাঁশপাতা সিদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

যদি গর্ভস্রাব ঘটে, তাহা হইলে ফুল প্রভৃতি স্থানান্তরে লইয়া গিয়া পুতিয়া ফেলা ভাল। গাভীর যোনিদ্বার প্রভৃতি বিশেষ ভাবে ধোয়াইয়া দিবে। পুনরায় গর্ভ ধারণের সময় উপস্থিত হইলে যাহাতে উপযুক্ত বৃষ দ্বারা গর্ভোৎপাদন হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অনেকের ধারণা আছে, জননকারী ষণ্ডের আহারাদি বিষয়ে লক্ষ্য করিবার কিছুই নাই, কিন্তু সেটী একটী ভ্রান্ত ধারণা। একটী বৃষই প্রকৃত পক্ষে পালের অর্দ্ধেক। পেশী ও অস্থি যাহাতে সবল হয়, তাহাদের সেই রকম আহার দেওয়াই যুক্তি যুক্ত।

স্বেচ্ছা বিচরণ ষণ্ডের স্বাস্থ্য রক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। সকল সময়ে তাহা সুবিধা হইয়া উঠে না। সে ক্ষেত্রে খুব লম্বা রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া তাহার যথাসম্ভব বিচরণের সুবিধা করিয়া দিবে।

বৃষের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাহার দেহের বাহ্যতঃ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে, কারণ নির্দ্ধারণে যত্নবান হইতে হইবে। রোগী বা অসমর্থ ষণ্ড দ্বারা গর্ভোৎপাদনে তাহা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং বৎসও দুর্ব্বল হয়।

ষণ্ড পালনে একটী বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যাহাতে সে তাহার পালককে বিশেষ ভয় করে। অধিক মাত্রায় শাসনের বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও, প্রয়োজন মত শাসন, অন্যান্য পশুর ন্যায়, সেও মনে রাখে। এ বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, তাহা না হইলে একটী বলবান্ বৃষ পালনা করা বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া পড়িতে পারে।

চাষের জন্য বলদ প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অল্পসংখ্যক হইলেও যদি সুস্থ ও সতেজ বলদ হয়, তাহাতে বহু সুবিধা আছে। বাছিয়া হলবার

সময় উপযুক্ত পুংবৎস লইয়া তাহাকে বলদ করিয়া লওয়া ভাল। বাজারে কেনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় গোবৎস সংগ্রহ করিয়া বলদ করিয়া লওয়া বিশেষ লাভজনক।

বলদ করিতে হইলে তিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে করাই উচিত। যদি কোন কারণে বৃষ দ্বারা হল চালনা করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহার নাকের মধ্যে ফুটা করিয়া একটী তামার আংটা পরাইয়া লইবে, তাহাতে পশু বেশ কর্ম্মঠ থাকে।

সবল রাখিবার জন্য নিয়ম মত আহার বিশেষ প্রয়োজন। পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া, বলদের ব্যায়ামের আর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রয়োজন করেনা, তাহার বিশ্রামেরই প্রয়োজন সুবিধা করিয়া দিতে হয়। মাঠে পরিশ্রম কালে মুক্ত বায়ুর আর অভাব থাকেনা, বিশ্রামের স্থান যাহাতে সুপরিষ্কৃত হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। অন্যান্য পশু অপেক্ষা বলদের পানীয় জল আরও প্রয়োজন।

ভারতের গো-জাতি ও গো-নির্ব্বাচন।

ভারতের নানা প্রদেশে নানা প্রকার গরু দৃষ্ট হয়। আকৃতি গত বৈষম্য স্থানের বিভিন্নতা হেতু সকল দেশেরই গরুতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গাভীতে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের যথেষ্ট তারতম্য আছে কোন কোন গাভীর দুগ্ধে মানবদেহের পুষ্টিকর অংশ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে অথচ দুগ্ধের পরিমাণও বিশেষ অল্প নহে, পালনের পক্ষে সেই রূপ গাভীই প্রশস্ত। হাল চালান প্রভৃতি পরিশ্রম সিদ্ধ কার্য্যের জন্য বলশালী বলদ প্রয়োজন। সংখ্যায় অনেগুলি গাভী অপেক্ষা অল্প সংখ্যক গাভী যাহারা পরিমাণে অধিক এবং গুণশালী দুগ্ধ দান করে সেইরূপ গাভী পালন করা বিধেয়। গো নির্ব্বাচনের উপর গৃহস্থের লাভ লোকসান্ নির্ভর করে। নিকৃষ্ট জাতীয় গাভী পালনের ব্যয় ভার গুরু হইয়া পড়ে। সে জন্য অধিক মল্যের উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী সংগ্রহ করা উচিত।

পালক লাভবান্ হইতে ইচ্ছুক হইলে, বাঙ্গলা দেশের নিজস্ব গাভী বা বলদ দ্বারা কোন প্রকারেই তাহা সম্ভব হইতে পারে না। ইহারা আকারে ক্ষুদ্র ও জল হাওয়ার গুণে অপেক্ষাকৃত শীর্ণ হয়। পালকের যত্নে অবশ্য কোন কোন গাভী বা বলদ সুশ্রী হয়, কিন্তু তাহা দ্বারা বাঙ্গলার গোজাতির বিচার করা চলেনা। বাঙ্গালীর গাভীর সহিত ভিন্ন প্রদেশীয় ষণ্ডের সংযোগে যে সন্তান হয় তাহা বিশেষ উপযোগী। উপযুক্ত জননের ফলে যে জাতির উন্নতি হয় তাহা পরে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইবে।

রেল প্রভৃতি যানের দ্বারা যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে এখন বাঙ্গলা দেশে নানা প্রদেশীয় গো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গলার জল হাওয়া বেশ সহ্য করিতে পারিতেছে এবং বাঙ্গলার

উপযোগী হইতেছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত গো-সকল সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে আশ্রয় লাভ করিতেছে ইহা ক্রমশঃ পল্লীর দিকেও ছড়াইয়া পড়া বাঞ্ছনীয়।

বিলাতী গরু যথা ডারহাম্, সর্টহর্ণ, সফোক জাতীয় গাভী এদেশের একেবারেই অনুপযোগী। অনেকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ জাতীয় গো এখানে পালন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কেহ লাভবান্ হইতে পারেন নাই। ইহারা সামান্য কারণেই অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং দু একটী সন্তান প্রসব করিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গাভী বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে; যথা নাগপুর হইতে নাগোরা, পাঞ্জাবের স্থান বিশেষের নামে হান্সি ও হিসার মূলতানী মণ্টগোমেরী, বোম্বাই গুজরাট হইতে গুজরাটী ও মান্দ্রাজের নেলোর মহীশূরী প্রভৃতি গো বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

দুগ্ধ প্রদান শক্তি হিসাবে মণ্টগোমেরী গাভী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য তৎপরে আমরা হিসার গাভীর উল্লেখ করিতে পারি। দুগ্ধের গুণ সম্বন্ধে ও ইহাদের স্থান প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়া উচিত। নাগোরা গাভী দুগ্ধের পরিমাণ হিসাবে মন্দ নহে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম গুণশালী। নেলোর গাভী মণ্টগোমেরী প্রভৃতি গাভীর ন্যায় অধিক পরিমাণে দুগ্ধ না দিলেও ইহার দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর।

এই সকল গাভীরই বাঙ্গলায় আসিয়া এখানকার জল হাওয়ায় স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বিশেষতঃ উপযুক্ত ষণ্ডের অভাবে তাহাদের গর্ভধারণের অসুবিধা ঘটে। বাঙ্গলার ষণ্ড খর্ব্বাকৃতি কিন্তু উপরোক্ত গো-সকল দীর্ঘাকৃতি, বিশেষতঃ মণ্টগোমেরী, হান্সি, নাগোরা, মহীশূরী গাভীর পক্ষে এদেশীয় ষণ্ড একান্ত অনুপযোগী। ঐ সকল গাভী পালন করিতে গেলে তত্তৎ প্রদেশীয় ষণ্ড আমদানি করা চাই, তাহাতে বঙ্গ দেশীয় গোজাতিরও উন্নতি ঘটিবার সুবিধা হয়।

ভার বাহী পশু হিসাবে নাগোরা ও মহীশূরী বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য, ইহারা বলশালী ও দ্রুতগামী সে জন্য কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। হান্‌সি হিসার ও নেলোর বলদ কষ্টসহিষ্ণু এবং একাদিক্রমে বহুক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে। মূলতানী ও গুজরাটী বলদের প্রয়োজন উপরোক্ত পশুগুলির পরে।

দুগ্ধের জন্য যে গাভী পালন করিতে হইবে, তাহা দেখিয়া বাছিয়া লওয়া ভাল। যাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে গাভী আছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহারা নূতন গাভী পালনের বাসনা করেন, তাঁহারা অধিক দুগ্ধবতী গাভী দেখিয়া লইবেন।

গাভীর কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, যাহা দ্বারা জাতি বিষয়ে স্থূলতঃ একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক গাভীরই নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে, কিন্তু সে বিচারের এখানে প্রয়োজন নাই।

গাভী ক্রয় করিতে হইলে "এক বেয়ানে" অর্থাৎ যে গাভীর একটী বাছুর হইয়া গিয়াছে সেই প্রকার গাভী নির্ব্বাচন করা উচিত। তাহা দ্বারা প্রথম প্রসবের বিঘ্নগুলি দূর হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এবং এ সময়ে তাহার দুগ্ধ প্রদানের শক্তির একটা ধারণা করা যাইতে পারিবে। চারিটী স্থায়ী দন্তযুক্ত গাভীই প্রশস্ত।

গাভীর বহিরাকৃতি হইতে তাহার গুণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মস্তক লম্বা, বিস্তৃত কপাল, পাতলা অসমতল উপরোষ্ঠ, দীর্ঘ চক্ষু, গলদেশ সরু ও লম্বা, ভিতরদিকে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের ছাল ঢাকা পাতলা কর্ণ, পশ্চাদ্ভাগে হেলা শিং। মস্তক হইতে দেহের পশ্চাৎ দিক ক্রমশঃ বিস্তৃত (wedge like) সম্মুখ বা পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় অপর দুই পদ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষস্থল বিস্তৃত, পঞ্জরের অস্থিগুলি গোলাকার, উদর বৃহৎ (ঝুড়িপেটা), গাত্রত্বক মসৃণ ও সূক্ষ্ম চক্‌চকে রেশমের মত রোম বিশিষ্ট, ভূতলস্পর্শী দীর্ঘপুচ্ছ এবং শেষভাগে পশমের মত চুলের গুচ্ছ প্রভৃতি দেহ লক্ষণ গাভীর

সদ্‌গুণের পরিচায়ক ; ইহার সহিত নরম, ভারি পালান, বাঁটগুলি সমদূরবর্ত্তী ; সম্মুখের বাঁট দুইটী পশ্চাৎদিকে অল্প ঝুঁকিয়া থাকা বিশেষ সুলক্ষণ। যদি "দুগ্ধবহা" শিরা, উদরের নিম্নভাগে স্ফীত ও এঁকাবেঁকা হইয়া থাকে, তাহা তাহার দুগ্ধ প্রদান শক্তি প্রকাশ করে।

আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে "গোষ্ কৃষ্ণা বহুক্ষীরা" বলিয়াই ধরা হয়। এ কথার মধ্যে অনেকটা সত্য পাওয়া যায়। অবশ্য কেবল মাত্র বর্ণের জন্য বিশেষ কোন গুণ নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন।

শান্ত ও কোমল প্রকৃতির গাভী পালনের উপযুক্ত। গাভীর ধীর গমন ও অলসভাবাপন্ন গতি হইতে সদ্‌গুণের ধারণা করা যাইতে পারে। রুক্ষভাবাপন্ন গাভী সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।

গাভী বা বলদ অধিকাঙ্গ যুক্ত হইলে পালন করিবে না।

বলদ করিবার বৎস যাহাতে বেশ সুস্থ ও সবল হয়, তাহা দেখিতে হইবে। দেহ পুষ্ট হইয়াছে, এবং সে দেহ যে শক্তির পরিচায়ক, তাহা লক্ষ্য করিও। হীন দুর্ব্বল পশুর প্রয়োজন নাই।

জননকারী পশুর আকৃতিক লক্ষণের বিষয় বিশেষ কিছু বলিবার নাই ; সুস্থ, সবল দেহ ও শিং বেশী বড় না হয়। মোটেই না থাকিলে ভাল হয়। মুখ বিশেষ লম্বা না হওয়া ভাল। চক্ষু ও নাসা বিস্তৃত, কপাল বেশ চওড়া, এবং উপরের ঠোঁট কালো ও বিস্তৃত। বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, দেহ নিটোল, এবং পিঠ চওড়া হওয়া লক্ষণ ভাল। পাগুলি বেশ মোটা অথচ লম্বা না হয় এবং একটী পুষ্ট দেহ ধারণের জন্য যেন দূরে দূরে সন্নিবিষ্ট। ঘাড় ছোট ও স্থূল, (বৃষস্কন্ধ) এবং ক্রমে একটী বড় ঝুঁটীতে শেষ হইয়াছে। গলকম্বল কোমল ও গভীর। লম্বমান পুচ্ছ, দেহের গঠন ও আকৃতিতে যেন গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করে। তাহার প্রকৃতি যেন শান্ত ও মৃদু হয় ;

গোশালা

গোশালা নির্ম্মাণে প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পশুগুলি অঙ্গ সঞ্চালনের ও শয়নের উপযুক্ত স্থান পায়। একস্থানে কতকগুলি গরু আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহাদের ইচ্ছামত অঙ্গসঞ্চালনের অসুবিধা হওয়ায়, গরুর স্বাস্থ্য, মানুষের স্বাস্থ্যের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে অনেকগুলি আবদ্ধ রাখা অপেক্ষা মাত্র যে কয়টী রাখিবার স্থান ভাল হয়, সেই সংখ্যক গরু রাখাই মঙ্গল।

কিন্তু সেইজন্য বহুবিস্তৃত স্থান দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা হইলে গরু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আহারের পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া জাব্ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

গোশালায় আলো ও হাওয়া যাতায়াত করিবার সুবন্দোবস্ত করা বিধেয়। মাটী হইতে ৪ হাত উচ্চে জানালা বা বায়ু চলাচলের "ফুকর" রাখিবে। ঘর একেবারে চতুর্দ্দিকে মাটির দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা যদি সকল দিক খোলা থাকে, তাহা হইলে মন্দ হয় না। তবে রাত্রিকালে (বিশেষ করিয়া শীত ও বর্ষাকালে) পর্দ্দা প্রভৃতি ফেলিয়া ঘিরিয়া দেওয়া উচিত। যাহাদের তাহাতে অসুবিধা আছে, ঝাঁপ দিয়া বন্ধ রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। শীতকালে যাহাতে উত্তর দিক হইতে বাতাস না আসিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিবে।

মেঝে ইট বা মাটিরই হউক, প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, তাহা অপরিষ্কার ও পিচ্ছিল হইয়া না থাকে। যদি প্রত্যহ ছাই প্রভৃতি দিয়া শক্ত করিয়া পিটাইয়া মূত্র বাহিরে গড়াইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইট দিয়া মেঝে করিবার প্রয়োজন নাই।

তবে পশুর শয়নের কোন অসুবিধা না হয়, শরীরে ময়লা লাগিয়া অস্বস্তি বোধ না করে, ইহার জন্য যদি ইট বা রাবিশ দিয়া মেঝে নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় তাহাও করা বিধেয়।

(ক্রম-ঢালুতাযুক্ত) সমতল মেঝে হইলে গোশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিশেষ সুবিধা হয়। মাঝে মাঝে মেঝে বেশ করিয়া ফিনাইল প্রভৃতি দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া দোষশূন্য করিয়া লওয়া দরকার ; তাহাতে অনেক সংক্রামক রোগের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

মূত্র যাহাতে ঘরের মধ্যে জমিয়া থাকিতে না পায়, এমন ভাবে নালা কাটিয়া দূরে লইয়া যাওয়া ভাল। গোমূত্র একটি অতি উৎকৃষ্ট সার, তাহা কোন মতে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। গোশালা হইতে অন্ততঃ বিশ গজ দূরে, একটা বাঁধান গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোমূত্র ও গোশালা-ধোওয়া জল পড়িবার বন্দোবস্ত করিবে। যে কোন জিনিষ দ্বারা গর্ত্তটীর একটা আবরণের বন্দোবস্ত করিবে এবং সপ্তাহে এক বা দুইবার গর্ত্ত হইতে ঐ সার স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যদি নিকটে চাষ করিবার মত জমি থাকে, নালা কাটিয়া একেবারে সেখানে লইয়া যাইতে পারিলে ব্যয়ের লাঘব হয়। গোময় গোয়ালের মধ্যে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে বেশী দিন জমা হইতে দেওয়া উচিত নহে। ঘুঁটে প্রভৃতির জন্য যতটা পরিমাণ দরকার, তাহা লইয়া সারের জন্য তাহা একটী গর্ত্তে ফেলিয়া রাখা দরকার।

গোশালার মধ্যে জাবনার পাত্রগুলি, একটু দূরে দূরে সন্নিবিষ্ট হওয়া ভাল ; পাত্রগুলি খুব উঁচু বা নীচু হওয়া ভাল নহে। রাত্রে একটি অপরটীর পাত্র হইতে জাব যাহাতে না খাইতে পারে সেই বন্দোবস্ত করিবে।

গোশালার প্রত্যেক অংশই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার "মেচ্ লার" (আহারের

পাত্রের) উপর। যাহাতে পাত্রে ময়লাজল প্রভৃতি জমিয়া না থাকে, স্বতঃপরতঃ সেই চেষ্টা করিবে। সম্ভব হইলে দিনে দুইবার পাত্র একেবারে ধুইয়া ফেলিয়া, তবে তাহাতে জাব দিবে। প্রত্যেক পশুর জন্য দুইটী পাত্র থাকা দরকার। প্রত্যেক পাত্র ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবে, তাহাতে অনেক উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা করা যায়।

স্থান সঙ্কুলান হইলে বাছুর থাকিবার খোঁয়াড় মাতার নিকটে করা ভাল হয়; বিশেষতঃ বাছুর যখন ছোট থাকে, তখন মাতাকে নিকটে পাইয়া উভয়েই শান্তভাবে থাকিতে পারে।

বড় পরিসর গোশালা হইলে জাব দিবার খড়কুটা, খইল প্রভৃতি ভিজাইবার পাত্র গোশালার এক পাশে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, জাব দিবার সময় অনেক পরিশ্রম ও সময় বাঁচিয়া যায়।

আমরা গোয়াল ঘরে ঝুলানো পর্দা বা ঝাঁপের কথা বলিয়াছি; এ ক্ষেত্রে শীত কালে, তাহাদের পিঠে একখানি ছোট পাতলা কম্বল বা ক্যাম্বিস-কাপড় বা চট চাপা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়।

বলদ ও ষাঁড় পৃথক গোশালায় রাখার বন্দোবস্ত করিতে হয়, বিশেষতঃ ষাঁড়ের জন্য পৃথকস্থান হওয়া একান্ত দরকার। গাভী অতি সন্নিকটে বাঁধা থাকিলে, তাহাদের নানাভাবে বিরক্ত করিতে পারে এবং যদি কোন রকমে বন্ধনমুক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে কেবলমাত্র বিরক্ত করা নয়, গোয়ালের মধ্যে নানা রকম উৎপাত করিয়া গৃহস্থের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে।

আমাদের দেশে, রাত্রে এবং দিনেরও কতক সময় গরুকে একেবারে অনাচ্ছাদিত স্থানে রাখা উচিত নহে। গোশালার চালের জন্য গোলপাতা, খড়, উলু এবং সম্ভব হইলে টিনের ছাদ করা ভাল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধোঁয়া দেওয়া উপলক্ষে গোশালায় মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়া

যায়; সে জন্য উলু ও খড় চালের জন্য অনেকটা অনুপযোগী। গোলপাতা উহাদের মত সহজ-দাহ্য নহে।

এই আগুনলাগা সম্পর্কে আরও একটু সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল। প্রত্যহ দুর্ঘটনা না হইলেও, অনেক সময় ঘটা আশ্চর্য নহে। সেজন্য এক গোশালার মধ্যে অধিক সংখ্যক গরু রাখা সমীচীন নহে, এবং খোঁটাগুলি এমন স্থানে প্রোথিত হইবে ও বাঁধনগুলি এত সহজ হইবে যাহাতে বিপদ উপস্থিত হইলে পশু বাহিরে আনিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা না হয়।

নিয়মিতভাবে গোশালা পরিষ্কার রাখার যেমন প্রয়োজন সেইরূপ যাহাতে ডাঁশ, মশা, মাছি প্রভৃতি বিশেষ উত্ত্যক্ত না করে, সে বিষয়েও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হয়। অবশ্য গোশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে মাছি প্রভৃতির হাত হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। সখের দেশে সৌখীন মানুষ গাভীর জন্য মশারির ব্যবস্থা করিয়া দেন, আমাদের হতভাগ্য দেশে মানুষেই মশারি পায় না, সেখানে গাভীর জন্য মশারির কথা বলিলে রহস্য করিবার মত শুনায়। কিন্তু সন্ধ্যার সময় ধোঁয়া করিয়া যাহাতে মশকাদি দূরীভুত হয়, সে ব্যবস্থা প্রত্যহই করা প্রয়োজন; সে বিষয়ে অবহেলা করিলে চলিবে না।

গোশালা শুষ্ক ও উচ্চস্থানে হওয়া দরকার। উহা বাসস্থানের খুব দূরে বা অতি নিকটে না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। পানীয় জলাশয়ের যতদূরে হয় ততই মঙ্গল।

গোশালার সংলগ্ন খোলা জমি খানিকটা যাহাতে পাওয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; মাঠে চরিতে দিবার সুযোগ বা সুবিধা না থাকিলে সেখানে গরু বাঁধিয়া রাখিলেও উপকার হয়। চতুর্দ্দিক যত ফাঁকা হয় ততই মঙ্গলজনক।

গরুর খাদ্য।

যন্ত্র চালাইবার জন্য অগ্নির তাপ প্রয়োজন এবং অগ্নির তাপের জন্য ইন্ধনের প্রয়োজন। রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করিয়া হাল টানিয়া, যাহাকে আমাদের অন্ন উৎপাদন করিতে হয়, দেহের রক্ত হইতে দুগ্ধ উৎপন্ন করিয়া আমাদের শরীর রক্ষার্থ যাহাকে দান করিতে হয়, তাহার দেহ-যন্ত্র চলিবার জন্য ইন্ধনের দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্ত্তব্য।

দেহের শক্তি ও সামর্থ্য আহারের উপরেই নির্ভর করে। প্রত্যেক দেহেরই কার্য্যানুসারে খাদ্যের তারতম্য হয়। অনাহার, অর্দ্ধাহার ও অনুপযুক্ত আহারে তাহার বিপরীত ফল ফলিতে বাধ্য। সকল যন্ত্রের ন্যায় দেহ-যন্ত্রেরও অযত্নে ক্ষতি হয়, ক্রমশঃ তাহা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ তাহার জাতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করিলেও আহারের উপরও বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সেবা যত্ন ও উপযুক্ত আহার তাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত ও যত্নে পালিত পশুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার দৈহিক শক্তি ও দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বিশেষ শক্ত নহে। সকল দিকে সমান দৃষ্টি রাখিতে হয়, তাহা হইলেই অনেক কায করা হয়।

গুণভেদে ও কার্য্যভেদে পশুর খাদ্যের তারতম্য হওয়া উচিত। ষণ্ড বা বলদের জন্য যেমন নাইট্রোজন বহুল অর্থাৎ কড়াই জাতীয় আহার অধিক প্রয়োজন, সেইরূপ গাভীর ক্ষেত্রে তৈল-বহুল অর্থাৎ তিসির বা সরিষার খৈল ভূষি বা নানা রকম চূর্ণ খাদ্য অধিক প্রয়োজন।

কচি দূর্ব্বাঘাস গোজাতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কেবলমাত্র কচি ঘাষ দ্বারাই, তাহাদের শরীরের বহু প্রকার অভাব দূর হয়। ইহাতে দুগ্ধের রং ও গুণ বৃদ্ধি করে।

আমাদের দেশে শুক্‌না খড় গোজাতির একটি বিশেষ চলিত খাদ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র খড় গোজাতির শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকার করে না; জীবন ধারণের সহায়তা করে মাত্র। কিন্তু খৈল, ভূষি প্রভৃতি সংযোগে ইহা বিশেষ উপকার করে।

কলাইজাতীয় খাদ্য দেহ পুষ্ট করিবার পক্ষে উপযোগী, কিন্তু তাহা যদি গরুর পরিপাক-শক্তির ব্যতিক্রম ঘটায়, তাহা হইলে তাহা বন্ধ করা উচিত। যে সকল পশু অল্প আহার করে, তাহাদের খাদ্য-তালিকা হইতে খড় প্রভৃতি খাদ্য কমাইয়া দেওয়া ভাল। যাহাতে দেহ পুষ্ট করে, যথা ভূষি, যব গম প্রভৃতি খাদ্য, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। কলাইজাতীয় আহারে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণ উভয়ই বৃদ্ধি করে। যব চূর্ণ গরুর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। তিসি, সরিষা ও নারিকেলের খৈলের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটীই অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও অধিক পরিমাণ খৈল ভাল নহে। দেখা গিয়াছে, গর্ভাবস্থায় গাভী অত্যধিক খৈল ভক্ষণ হেতু, প্রসবের পর অকালে বৎসটীকে হারাইয়াছে।

আস্ত ছোলা দুগ্ধবতী গাভীকে দেওয়া উচিত নহে। যদি ছোলা খাওয়ান প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে।

প্রত্যেক জাবের সহিত লবণ মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহা দেহের পক্ষে একটী অতি উপকারী বস্তু।

বাটীর সমস্ত তরীতরকারীর খোসা অতি যত্নে সংগ্রহ করিবে। কাঁচা তরকারীর খোসা গাভীর খাদ্যের অত্যন্ত উপযোগী। ভাতের মাড় সকল দেহের পক্ষেই অতি সুন্দর খাদ্য; গরুর পক্ষেও তাহা ভাল। গৃহস্থেরা একটু পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য ভাতের মাড় ফেলিয়া দেন। তাহা একেবারেই উচিত নহে। উঠানের মধ্যে ফেন রাখিবার

জন্য একটী পাত্র থাকা চাই, এবং সেই পাত্র হইতে গরুকে নিয়মিত ভাবে ফেন খাওয়াইয়া লইতে হয়। ফেন শীঘ্র পচিয়া দুর্গন্ধ উৎপন্ন করে, সেজন্য পাত্রটী প্রত্যহই ধুইয়া ফেলা দরকার। ভাতের মাড়ে যে কেবল মাত্র শরীর পুষ্ট করে তাহা নহে, ইহাতে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণ বৃদ্ধি করে, ও অন্য খাদ্য বাঁচাইয়া দেয়।

জল, জাবের একটী অঙ্গ হইলেও, তাহা স্বতন্ত্র পাত্রে দিবে। কেবল মাত্র খড় ভিজাইয়া দিলে জলের অভাব মোচন হয় না। অনেক সময় কেবল মাত্র উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে দুগ্ধ কম হইয়া যায়।

জাব একেবারে বেশী ভিজাইয়া দিতে নাই। ভিজা জাব শীঘ্র পচিয়া উঠে। ভাঙ্গা গুঁড়া কলাই প্রভৃতি মিশাইয়া উপরে জল ছিটাইয়া দিবে। স্বতন্ত্র পাত্রে জল দিতে ভুলিবে না। একটী ছোট পাত্রে পূর্ণবয়স্ক গরুর জন্য এক ছটাক আন্দাজ লবণ দিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়।

খড়, ভুষি, খৈল, দানা লবণ ইহাতেই মোটামুটি গোজাতির খাদ্য ভাণ্ডার সম্পূর্ণ হইল; গাভীকে কদাচ খেঁসারি দিবে না। ইহাতে দুগ্ধের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। উহা অধিক মাত্রায় খাওয়াইলে পশুর পক্ষাঘাত আনয়ন করিতে পারে।

আমাদের দেশীয় প্রচলিত খাদ্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দেখা যায়, গোজাতির আরও কয়েক প্রকার অতি সুলভ ও সহজ, প্রাপ্য খাদ্য উৎপাদিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দুর্মূল্যের দিনে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে গরুর যত্নের আধিক্যে আমরা যেন গোপালনের ব্যয় গোজাত দ্রব্যের মূল্য হইতে অধিক করিয়া না ফেলি। খাদ্য সুলভ হয়, অথচ দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের কোন হানি না করে, উপরন্তু, দুইটীই বৃদ্ধি করিতে পারে, এরূপ কয়েকটী খাদ্যের কথা পরে দিতেছি।

শীতকালে জৈ, বার্লি ও গাজর, বর্ষায় জোয়ার ও ভুট্টা তৈয়ার করিয়া

লইলে বিশেষ সাশ্রয় হয়। যে সকল জমিতে চাষ আবাদ হইয়া গিয়াছে, বা চাষ করার বড় অসুবিধা, সে সকল স্থানে ইহাদের কোন কোনটী তৈয়ার করিয়া লইবার বিশেষ সুবিধা। যতদিন জোয়ার প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, ততদিন অন্য প্রকার খাদ্য স্বচ্ছন্দে কমাইয়া দেওয়া যায়, কারণ এই সকল খাদ্যে গো-জাতির উপযুক্ত খাদ্যের সকল উপাদান বর্ত্তমান থাকে। জোয়ারের দানা গোলা হইতে একবার সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলে বরাবর চলে।

গিনি ও দূর্ব্বাঘাস উৎপাদিত করিয়া লইলে অতি উপাদেয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল। ইহারা বৎসরের সকল সময়েই বাঁচিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে কাটিয়া লইলে ইহারা ক্রমশঃই ঝাড় হইয়া গজাইয়া উঠে। গিনি ঘাসের মূল বর্ষার প্রারম্ভে Bengal Veterinary College, বেলগাছিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়; কোন মূল্য লাগে না।

দূর্ব্বা চাষ করিয়া লওয়া ভাল, ইহাতে ঘাসের পরিমাণ সাধারণ ঘাস অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। দূর্ব্বার বীজ কিনিতে পাওয়া যায়, এবং চাষ করা জমিতে ছড়াইয়া দিলে, সুন্দরভাবে গজাইয়া উঠে।

দুগ্ধবতী গাভীর দৈনিক খাদ্য, তিন বারে দেয়।

ভিজান ভূষি	১ সের
সম গম দিঃ	১ ,,
কলাই প্রভৃতি গুঁড়ান	৩ ,,
খড় প্রভৃতি	৭।৮ ,,
কাঁচা ঘাস	৮।১০ ,,
লবণ	১ ছটাক
তৈল, তিসির বা সরিষার	অর্দ্ধসের
ছাতু ও গুড়	প্রত্যেকটী অর্দ্ধসের
ক্ষুদ সিদ্ধ	অর্দ্ধসের

উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্য যে দিতেই হইবে এ কথা বলা যায় না। তবে একটী ৮।১০ সের দুগ্ধ প্রদানক্ষম গাভীর খাদ্য তাহার দেহ পুষ্টির উপযুক্ত হয়, সেইরূপ করিতে হইবে। যে সকল গাভীকে অধিক পরিমাণে ভাতের মাড় বা জোয়ারি প্রভৃতি দেওয়া যায়, তাহাদের অন্যান্য মূল্যবান আহার্য্য স্বচ্ছন্দে কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

গো-সেবা

মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া এবং বহুদিন মানুষের সেবায় বাঁচিয়া গো-জাতি এখন সম্পূর্ণই আমাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। বন্য পশু নিজেদের আহার সংগ্রহ করিয়া স্বেচ্ছা বিচরণে সুস্থ শরীরে থাকিতে সক্ষম হয়, কিন্তু যাহারা কেবলমাত্র পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এবং আমাদের প্রাণধারণের প্রধান উপাদান গুলি সংগ্রহ করিয়া দেয় তাহাদের প্রতিপালনের জন্য আমাদেরও একটী বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। কেবলমাত্র দিনে তুইবার "খড় দেখাইয়া" রাখিলে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না। তদ্ব্যতিরেকে তাহাতে আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই। সামান্য অযত্ন হইলেও গরুতে বলিতে পারে। তাহাদের খাদ্য ও বাসস্থান কিরূপ হইলে কষ্ট দূর হয় ও তাহারা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে পারে, সেদিকেও পালকের লক্ষ্য রাখা উচিত। কেবলমাত্র মনে মনে ভগবতী জ্ঞান করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, ভগবতীর ন্যায় বাস্তব পূজারও ব্যবস্থা করিতে হয়।

পালিত পশুটীর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিও। মানুষের ন্যায় ইহাদেরও পীড়া হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে; যাহাদের সম্পূর্ণরূপে অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে, তাহারা রোগে চিকিৎসার দাবী করিতে পারে। সামান্য সামান্য রোগে সামান্য সামান্য ঔষধ প্রত্যেকেরই জানা উচিত।

পালিত পশুটীর দেহের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। গাত্রে এঁটুলি ধরিয়া অনেক সময় বড়ই কষ্ট দেয় ও সময় সময় গরুকে মারিয়া ফেলে; ইহারা কালাজ্বরের ন্যায় একপ্রকার রোগ সৃষ্টি করিতেও সক্ষম। অনেকেরই শরীরে হয়ত একটী মাত্র এঁটুলি ধরার যন্ত্রণার জ্ঞান আছে।

ইহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা ঘটায়, সে বিষয় মনে রাখিয়া পশুর দেহ হইতে সর্ব্বদা এই উপদ্রব দূর করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাহাদের শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। গায়ে এবং গলকম্বলে হাত বুলাইয়া দিলে, তাহারা বিশেষ আরাম অনুভব করে এবং সেই লোককে বিশেষভাবে চিনিয়া রাখে। যখনই দূর হইতে দেখিতে পায়, তখনই নিকটে আসিয়া আনন্দ দান করে।

গরুর দেহের কোন স্থানে ময়লা জমিয়া থাকিতে দিতে নাই, তাহারা বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করে। সাধারণতঃ দেখা যায়—গোশালা অপরিষ্কার থাকা হেতু, মল ও মূত্রের উপর শয়ন করিতে হয় বলিয়া শরীরে ময়লা লাগিয়া শুকাইয়া থাকে। ইহাতে কেবল মাত্র যে স্বাস্থ্যের হানি করে তাহা নহে, গাভীর দোহনকালে বাট হইতে ময়লা পড়িয়া দুধও নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে, উপরন্তু বহু রোগের বিস্তারেরও সুবিধা করিয়া দেয়

গরুর ক্ষুরের ভিতর ময়লা জমিলে পায়ে নানারূপ রোগের সৃষ্টি করে, সেজন্য, বেশী কাদাতে কাজ করাতে হইলে বা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে, তাহার পর তাহাদের ক্ষুরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিলে ভাল হয়।

নিয়মিত ভাবে স্নান করান একান্ত প্রয়োজন, মাসে অন্ততঃ দুইবার যেন তাহা করান হয়। স্নানের পরে শৃঙ্গ দুইটীতে ও তাহার মধ্যে কপালে সরিষা তৈল দিয়া স্নান করাইলে উহাদের শরীর বেশ ভাল থাকে।

গরুর সেবার একটী প্রধান অঙ্গ—তাহাদিগের খাদ্যের বিষয় লক্ষ্য রাখা। জাব দিবার একটী নিয়মিত সময় থাকা ভাল। যে সকল গরু সমস্ত দিন ছাড়া থাকে, তাহাদের দুইবার ভাল করিয়া জাব দিলে চলে। জাব দিবার পাত্র প্রত্যহ পরিষ্কার করা আবশ্যক।

একটী কথা আছে "গরুর মুখে দুধ।" গাভী যাহাতে সমস্ত দিন কোন না কোন রকম খাদ্য পাইয়া, এবং বিশ্রাম কালে সেই আহার

রোমন্থন করিয়া মুখ নাড়িতে পারে, সে বিষয়ে যত্ন লওয়া আবশ্যক। যতই তাহারা চর্ব্বণ করে এবং মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইয়া উদরে যায়, দুগ্ধের পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

দুই বেলা দোহনের পূর্ব্বে জাব দেওয়া ভাল, তাহাতে কেবল মাত্র যে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, গাভী স্বচ্ছন্দে দোহন করিতে দেয়। দোহনের সময় যদি কেহ গলকম্বলে হাত বুলাইয়া দেয় তাহা হইলে অনেক "দুধচোরা" গাভীও দুধ দেয়।

এই প্রসঙ্গে আরও দু'একটী কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি। যদি গাভী নিতান্ত চঞ্চল হয়, এবং দোহন করিতে দিতে না চাহে, তাহাকে শান্ত করিয়া তবে দোহনের চেষ্টা করা উচিত। তাড়না করিলে ও ভয় দেখাইলে দুধ কমিয়া যায়। দোহনের সময় যাহাতে বাঁটে নখ না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া দোহন করিবে।

গরু যতই ছাড়া রাখিতে পারা যায় ততই মঙ্গল, গাভীর পক্ষে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রাত্রি ভিন্ন গোশালায় গাভী বন্ধ রাখা একেবারেই উচিত নহে। ছাড়া থাকিতে পাইলে পশুগুলির স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তাহার দুধের গুণ বৃদ্ধি পায়। রৌদ্রে শীতে বা বর্ষায় যাহাতে কোন রকম আশ্রয় পায়, সে বিষয়ে কোন প্রকার উপায় নিকটে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে যে সময় আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ করিবে সে সময় তাহারা আশ্রয় লইবে। মাঠের মধ্যে বট বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষের তলদেশ, অথবা খড়ের ছাউনী দেওয়া দো-চালা প্রভৃতি স্থান সাময়িক আশ্রয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

গো-জনন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গোপালন হইতে লাভবান্ হইতে হইলে সুপ্রজননের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাতে যে কেবলমাত্র সুস্থ সবল বৎস পাওয়া যায় তাহা নহে, ইহার দ্বারা গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধিও করা যায়।

প্রজনন গোপালনের পক্ষে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, কারণ যদি প্রজননের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে বৎস প্রসবেরও বিলম্ব ঘটে, সময়ে সময়ে গাভী একেবারে বন্ধ্যা হইয়া যায়, তাহাতে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কথা।

গাভীর যখন পুংসঙ্গ লিপ্সা হয়, তাহারা কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ করে ইহা মোটামুটী পালকদিগের জানা আছে; গাভী চঞ্চল হয়, পুনঃ পুনঃ মলমূত্র ত্যাগ করে, চঞ্চল দৃষ্টি হয় এবং ষণ্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ডাকিতে থাকে। যোনিদ্বার হইতে এক প্রকার স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং সময়ে সময়ে একেবারে দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করে। খাদ্য গ্রহণে আর পূর্ব্বের ন্যায় রুচি দেখা যায় না। নিকটে অন্য গাভী থাকিলে তাহার পৃষ্ঠে উঠিতে চেষ্টা করে এবং সময়ে সময়ে পা ও শিং দিয়া মাটী আঁচড়াইতে থাকে।

প্রথম সঙ্গমের স্পৃহা প্রায় দুই বৎসরের গাভীতে দেখা যায় এবং ইহারা সর্ব্বসমেত ১২ হইতে ১৫টী পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করে।

কোন কোন গাভী প্রসবের পর পাঁচ সপ্তাহ (কখনও কখনও তিন সপ্তাহ) মধ্যে পুংসঙ্গের স্পৃহা প্রকাশ করে। সাধারণতঃ তিন মাসের মধ্যে পুনরায় সংসর্গ করিতে দেওয়া বিহিত নহে; বহুক্ষেত্রে গাভী তাহাতে

গর্ভ ধারণ করে না। ইতোমধ্যে যদি গাভী পুনরায় সঙ্গমের জন্য কাতর হয়, তাহা না হইতে দিলে গাভীর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু তিন মাস বাদে "ডাকিলে" আর অবহেলা করিতে নাই। এই সময়ে পালকের একটু সতর্ক থাকা উচিত, কারণ কাহারও কাহারও মতে গাভীর ঋতুকাল মাত্র ২৪ ঘণ্টা, কেহ কেহ আরও কম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

তিন হইতে চারি বৎসরের ষণ্ডই জনন কার্য্যের প্রকৃত উপযোগী হয়। যে গাভীর বহু দুগ্ধ দানের শক্তি আছে তাহার পুংসন্তানকে পালন করিয়া জননকারী ষণ্ডরূপে ব্যবহার করা মঙ্গলজনক। এইরূপ ষণ্ড হইতে যে স্ত্রীবৎস উৎপন্ন হয়, সে তাহার পিতামহীর গুণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার বহু দুগ্ধ দান করিবার ক্ষমতা হয়; একারণে ষণ্ড নির্ব্বাচনে আলস্য ত্যাগ করা উচিত। প্রায়ই দেখা যায়, পরিশ্রম লাঘব হেতু নিযুক্ত লোকগুলি প্রথম যে ষণ্ডই দেখিতে পায়, তাহার দ্বারাই গাভীর গর্ভোৎপাদন করাইয়া লয়। ইহাতে গাভীর সমূহ ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ যাঁহারা অধিক সংখ্যক গাভী পালন করেন, তাঁহারা নিজের পালের মঙ্গলের জন্য একটি উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ পালন করিবেন। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নিকটস্থ কোন ভাল বৃষ সন্ধান করিয়া লইয়া সেই বৃষ দ্বারা গাভীর গর্ভাধান করাইয়া লইলে তাহাতে ক্রমশঃ পালের মধ্যে উৎকৃষ্টতর গাভী প্রস্তুত হইতে থাকে।

লক্ষ্য রাখা উচিত, যে উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ দ্বারা জাতির দ্রুত উন্নতি করিবার আশায়, বৃহদাকার ষণ্ড ব্যবহার করা না হয়। তাহাতে গর্ভের সন্তান ধারণের স্থানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে প্রসবকালে গাভী ভীষণ কষ্ট পাইতে পারে। সময়ে সময়ে মারা যাওয়া অসম্ভব নহে। অনেক স্থলে বিষম ভার হেতু সঙ্গমকালে গাভীর অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বেহারী ষণ্ড বঙ্গদেশীয় গাভীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কোন বৃষকে সপ্তাহে দুইবারের অধিক সংযোজনে ব্যবহার করা উচিত নহে। তাহাতে বৃষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। একটি গাভীর পক্ষে একবার বা দুইবার সঙ্গম গর্ভোৎপাদনের পক্ষেই যথেষ্ট। সেইজন্য গর্ভোৎপাদনের সময় বৃষকে অযথা বারবার সঙ্গমের জন্য একই গাভীতে উপগত হইতে দিতে নাই। এইরূপ করিলে, একই বৃষকে সপ্তাহে তি টি গাভীর সঙ্গমের জন্য ও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ঋতুমতী গাভীর সহিত বৃষকে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের স্বেচ্ছা ও প্রবৃত্তিমত বৃষ যদি গাভীতে উপগত হয়, তাহাই গাভীর গর্ভোৎপাদনের প্রকৃষ্ট উপায়। তবে বৃষকে যদি সেই সপ্তাহে অন্য গাভীর ব্যবহারে লাগাইতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। বহুস্থলে গাভীর চঞ্চলতা হেতু তাহাতে বিশেষ অসুবিধা ঘটে, এবং জননের পূর্ব্বে অত্যধিক পরিশ্রম হেতু বৃষ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেরূপ ক্ষেত্রে ছোট রজ্জু দ্বারা চঞ্চল গাভীকে বাঁধিয়া বৃষকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহাতেও না হইলে গাভীর চঞ্চলতা বন্ধ করিবার জন্য ক্রমশঃ ব্যবস্থা করিতে হয়। মোট কথা, যাহাতে বৃষ ও গাভী উভয়েরই সুবিধামত জননকার্য্য সম্পন্ন হয় সেইরূপ করিবে।

প্রথম ঋতুমতী বৎসতরী বৃষ সংসর্গের ভয়ে মাটিতে শুইয়া পড়ে ও নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি করে, এরূপ ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বৃষকে গর্ভোৎপাদনের সুবিধা করে দিতে হয়, নচেৎ শীঘ্র গর্ভধারণ না করিতে পারিলে গাভী বন্ধ্যা হইয়া যাইতে পারে।

বৎসগণ পুং ও স্ত্রী ভেদে পিতামহ ও পিতামহীর গুণ পায়; সেজন্য কখনও নিকৃষ্ট বৃষ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করাইবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশুদিগের নিকট আত্মীয়ের মধ্যে সঙ্গম দ্বারা গর্ভোৎপাদন করান সুফলপ্রদ নহে। পশুর গুণ নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাতে, কোন রকম উন্নতি লাভ করিতে পারে না ক্রমশই হীন গুণসম্পন্ন হইয়া পড়ে। গোজাতির পক্ষে

সন্তান, ভ্রাতা বা পিতার দ্বারা গর্ভোৎপাদন করিতে দেওয়া অন্যায় ও বিশেষ ক্ষতি কারক। যদি জাতির মধ্যে কোনওরূপে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ আশ্রয় লাভ করিয়া থকে, তাহা হইলে, সেই রোগ জাতির মধ্যেই নিহিত থাকে। অন্যস্থানের বৃষ হইলে এই আশঙ্কা বহুপরিমাণে দূর হয়।

সঙ্গমের পর গাভীকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে দিবে না। তখন তাহারা পূর্ব্বের চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করে। মৈথুনের পর গাভীর শৃঙ্গে ও মস্তকে তৈল দিয়া স্নান করাইয়া দিবে ও কচি দূর্ব্বা আহারের জন্য দিবে। ৪।৫ দিন অতি উগ্র বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া বিধেয় নহে, তাহাতে গর্ভধারণের ব্যাঘাত ঘটে।

বন্ধ্যা গাভী।

সংযোগ মাত্রেই যে গাভী গর্ভবতী হয় তাহা নহে, অনেক গাভী আছে যাহারা আদৌ গর্ভধারণ করেনা। গাভীর দেহে অতিরিক্ত চর্ব্বি জন্মিলে এবং মাংসল হইয়া পড়িলে, জরায়ুতে চর্ব্বি জন্মিয়া গর্ভধারণের উপায় বন্ধ করিয়া দেয়। নানা প্রকার ব্যাধি দ্বারা গর্ভস্থানের নানা প্রকার রোগ, গর্ভোৎপাদক বীজের কোন প্রকারে বিনাশ, যোনির অপরিপুষ্টতা, গর্ভযন্ত্রের কোন অংশের অভাব, বহুদিন গর্ভধারণ না করা বা বার্দ্ধক্য, বহুদিনের সুতিকা এবং প্রদর এই সকল কারণে আক্রান্ত হইয়া গাভী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং সেরূপ কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে তাহাকে দল হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে চেষ্টা করিবে।

সঙ্গম মাত্রেই গাভী গর্ভবতী না হইলে তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণ নাই। সাধারণ নিয়মে একবার সঙ্গমের ফলেই গাভী গর্ভবতী হয়, কিন্তু দুই বা ততোধিক বারে গর্ভবতী হওয়া খুব অস্বাভাবিক নহে।

সাধারণ ক্ষেত্রে, প্রথম সঙ্গমের ফলেই গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে মনে করিয়া যথাসময়ে গাভী ঋতুমতী হইলে, তখন আর বৃষ দ্বারা উপগত করান হয় না। ফলে গাভীর গর্ভধারণে বিলম্ব হইয়া পড়ে বা এককালে আর না "ডাকা" হেতু বন্ধ্যা হইয়া পড়ে!

হিসার, মন্টগোমেরী এবং অন্যান্য স্থান যথা—অষ্ট্রেলীয়া, ইংলণ্ড, কানডা প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত গাভী বিশেষ ডাকে না। তাহাদের চাঞ্চল্য এবং যোনিদ্বার হইতে স্রাব নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য প্রকারে ঋতুকাল প্রকাশ করে না। তাহাদের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

বলিষ্ঠ ও বৃহদাকার গাভী, অনুপযুক্ত ষণ্ড দ্বারা গর্ভ গ্রহণ করে না সে সকল গাভীর একাধিকবার ও উপযুক্ত ষণ্ডের দ্বারা সঙ্গম হওয়া প্রয়োজন হয়। সময় সময় উপযুক্ত বৃষ দ্বারা চার পাঁচবার সঙ্গমের ফলে গর্ভধারণ করিতে দেখা যায়। যদি ক্রমাগত সাময়িক সঙ্গমের ফলেও দুইবৎসর কাল গাভী গর্ভধারণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে বন্ধ্যা বলা যায়।

গাভীর চর্ব্বি অত্যধিক হওয়ায় বন্ধ্যা হইলে তাহার আহার কমাইয়া অত্যন্ত সাধারণ খাদ্য খাইতে দিতে হয়। কেবলমাত্র মাংসক্ষয় হেতু শীর্ণ হইয়া, বৃষ গ্রহণ করিবার পর গর্ভবতী হইতে পারে। তৈলযুক্ত আহার খৈল প্রভৃতি যাহা চর্ব্বি বৃদ্ধি করিবার পক্ষে উপযোগী, তাহা তাহাকে দেওয়া নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থায় ঋতুমতী হইবার কালে গরুর পালের মধ্যে বেড়াইতে দিলে তাহাদের সুবিধা মত সঙ্গমের দ্বারা গর্ভধারণ করিতে পারে। চৈত্র বৈশাখ মাসে বন্ধ্যা গাভীও চঞ্চল হয়: এসময় পালককে সতর্ক থাকিতে হয় এবং ঋতুর কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না থাকিলেও বৃষের নিকট লইয়া যাইতে হয়। যদি যোনিপথের অস্বাভাবিক মাংসবৃদ্ধি হেতু গাভী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে Red Oxide of Mercury Ointment অঙ্গুলি দ্বারা লাগাইয়া দিতে হয়।

বন্ধ্যাত্ব প্রতিকারের বিশেষ কোন নিয়মের কথা বলা বড় কঠিন, শুষ্ক আহারে গাভীকে ঋতুমতী হইতে দেখা যায়। শুষ্ক খড় খৈল প্রভৃতি দেওয়া বিধেয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী স্বতন্ত্র জল দিতে হয়। অল্প পরিশ্রম করান গর্ভধারণের অনুকূল।

বয়স নির্ণয়।

গোজাতির ও অশ্বের সাধারণতঃ লোকে দাঁত দেখিয়া বয়স নির্ণয় করে। গরুর বিষয়ে অনেকে শিং হইতে বয়স নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বয়সের উপরেই গরুর দেহের এবং দুগ্ধ প্রদানের শক্তি নির্ভর করে। ষাঁড়ের পক্ষে বয়স নির্ণয় করিয়া নির্ব্বাচন করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ তিন বৎসরের কম হইলে ষাড় গর্ভোৎপাদনের উপযুক্ত হয় না, এবং আট বা নয় বৎসর পরে তাহাদের ঐ শক্তি হীন হইতে থাকে, এবং অল্পকাল মধ্যেই একেবারে লোপ পায়।

গরুর উপরে ও নীচের মাড়িতে মোট ৩২টী দাঁত থাকে। নীচের চোয়ালে সম্মুখে আটটী ছেদন দন্ত থাকে, উপরের চোয়ালে সম্মুখে কোন দাঁত থাকে না। স্বভাবতঃ তাহা অত্যন্ত শক্ত, এবং তাহাতেই দাঁতের কাগ এক প্রকার সমাধা হয়। উপর ও নীচের চোয়ালে মোট ২৪টী পেষণ দন্ত আছে।

জন্মকালে সম্মুখে দুইটী (দুধে) ছেদনদন্ত থাকে, দুইসপ্তাহ পরে আর দুইটী (internal lateral) ছেদন দন্ত হয়। তৃতীয় সপ্তাহে আর দুইটী এবং একমাসে ৮টী দাঁত দেখা যায়। সকলগুলিই অস্থায়ী দাঁত।

তিন হইতে চার মাসে—সম্মুখে অস্থায়ী ছেদন দন্ত ৮টী ও কসে অস্থায়ী পেষণ দন্ত—১২, মোট ২০টী দাঁত হয়।

ছয় হইতে নয় মাসে—অস্থায়ী ছেদন ৮ ও কসে অস্থায়ী ১২ ও স্থায়ী ৪টী পেষণ দন্ত হয়, মোট ২৪টি।

দেড় বৎসর বয়সে—সম্মুখের স্থায়ী ছেদন—২, অস্থায়ী ছেদন ৬ স্থায়ী (পঞ্চম ও নবম) পেষণ দন্ত—৮, অস্থায়ী ১২, মোট ২৮টি।

আড়াই বৎসর বয়সে—সম্মুখে ৪টি স্থায়ী ও অস্থায়ী ৪টি, মাড়ীতে স্থায়ী ২০ ও অস্থায়ী ৪টী—মোট ৩২টি দাঁত।

সাড়ে তিন বৎসর—সম্মুখে ৬টি স্থায়ী ও অস্থায়ী ২টি এবং মাড়ীর সকল কয়টি স্থায়ী দন্ত হয়; মোট ৩২টি।

সাড়ে চার বৎসর—সকল দাঁতই স্থায়ী হয়।

ছয় বৎসর বয়সে গো ও মহিষপূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়।

স্বাস্থ্য ও রোগ লক্ষণ

পশু পালনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের স্বাস্থ্য ও রোগের লক্ষণ জানিয়া রাখা উচিত। সকল ক্ষেত্রেই যে চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া সম্ভব তাহা নহে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে গো-চিকিৎসকের একান্ত অভাব। চিকিৎসা অধ্যায় দিবার পূর্ব্বে আমরা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে স্বাস্থ্য ও অসুস্থতার লক্ষণ নিম্নে দিলাম।

স্বাস্থ্যের লক্ষণ	অসুস্থতার লক্ষণ
টিপ্ টপ চেহারা এবং চতুর্দ্দিকে ঘটনার বিষয় লক্ষ্য রাখে।	অন্যমনস্কভাব ও কোন দিকে লক্ষ্য রাখে না।
সঙ্গীদিগের সহিত মিলিতে চায়	একলা থাকিতে চাহে।
বিশ্রামের সময় রোমন্থন করে	করে না।
সুস্থভাবে যথাস্থানে পা ফেলিয়া দাঁড়ায়	পা কাছাকাছি টানিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।
পুচ্ছ সঞ্চালন করে ও মশা-মাছি তাড়াইবার চেষ্টা করে।	করে না।
সাধারণতঃ চোখে জল পড়ে না	অন্তরের যন্ত্রণার জন্য চক্ষু দিয়া জল ঝরে। বহু প্রকার আভ্যন্তরিক রোগ লক্ষণ।
পৃষ্ঠদেশে হাত দিলে "গা চোমরায়"	চোমরায় না। যেন কোন লক্ষ্যই করিল না।
উপরোষ্ঠের কাল ভাগ ভিজা	শুষ্ক।

স্বাস্থ্যের লক্ষণ	অসুস্থতার লক্ষণ
গাত্রচর্ম্ম মসৃণ ও লোম দেহে ন্যস্ত	চর্ম্ম খস্‌খসে ও লোম খাড়া হইয়া থাকে।
দেহের পেশী যথাস্থানে থাকে এবং স্থান পরিবর্ত্তন বিনা কম্পন দৃষ্ট হয় না।	দেহের কম্পনের সহিত পেশীর কম্পন দৃষ্ট হয়।
মূত্রের রং ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ	ঘোর হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং অল্পে অল্পে ত্যাগ করে।
গোময় বিশেষ কঠিন বা অত্যন্ত পাতলা নহে।	বিপরীত।
দেহে তাপ অনুভব হয় না	গাত্রতাপ হয়।
মুখ হইতে যে লালা নিঃসৃত হয় তাহা রোমন্থনে ব্যবহৃত হয়।	লালা নিম্নে পড়ে।

এতদ্ব্যতিরেকে বিশেষ বিশেষ রোগ লক্ষণ ও চিকিৎসা পরে দেওয়া রহিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—গোচিকিৎসা

মানব-দেহে সংক্রামণ যোগ্য গো-ব্যাধি।

নিম্নলিখিত রোগগুলি পশুদেহ হইতে মনুষ্য দেহে সংক্রামিত হইয়া ভীষণ অনিষ্ট সাধন করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

(১) তড়কা (Anthrax)।

(২) যক্ষ্মা (Tuberculosis)।

(৩) মুখ ও পা সম্বন্ধীয় পীড়া (Foot & Mouth disease)।

(৪) গ্লাণ্ডারস্ (Glanders)।

(৫) ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)।

(৬) জলাতঙ্ক (Rabies)।

(৭) বসন্ত (Variola)।

এই সাতটী ব্যতীত মাংসাশী লোকের মধ্যে পশুদেহ হইতে এই তিনটী রোগ উৎপন্ন হয়;

গোমাংসাশীদের হাম (Beef measles)

শুকর মাংসাশীদের হাম (Pork measles)

ভেড়ার মাংসাশীদের হাম (Mutton measles)

তড়কা (Anthrax)

তড়কা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এস্থানে মানুষের উপরে কি কাজ করে সেই সম্বন্ধে সামান্য বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

মানুষের শরীরে তড়্কার বিষ দুই প্রকারে প্রবেশ লাভ করে।

(১) নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ; এবং

(২) ক্ষতর দ্বারা।

প্রথম প্রকারের রোগ যাহারা পশম লইয়া কায করে তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। পশম কাচিবার সময় রোগযুক্ত ভেড়ার লোমের গুঁড়া নিশ্বাসের সহিত দেহে প্রবেশ করে। এই জন্য এই রোগকে "Wool Sorters disease" কহে।

দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহা Infectious Pneumonia (সংক্রামক নিউমোনিয়া) রোগের লক্ষণ ও রক্তশূন্যতা আনয়ন করে ; এই রোগের বিষ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশিয়া যায়।

যাহারা গরুর চামড়া লইয়া ব্যবসা করে তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের রোগ হইতে দেখা যায়। তড়কা রোগাক্রান্ত পশুর চর্ম্মে রোগের বীজাণু লাগিয়া থাকে, এবং হস্ত বা দেহের অন্য কোন স্থানের ক্ষতের দ্বারা দেহ মধ্যে প্রবেশ লাভ করে।

তবলার চামড়াতে, দাড়ি কামাইবার ব্রুস হইতে এই রোগ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে।

যে সকল চামড়াতে তড়কার বীজ থাকে তাহার ভিতর পিঠে রক্তের ছাপ ছাপ দাগ থাকে। সে সকল চামড়া বিশেষ দোষঘ্ন ঔষধ দ্বারা রোগ শূন্য করিয়া তবে ব্যবহার করা উচিত।

প্রতিকার—Sclavos serum নামে এক প্রকার ঔষধ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। উহার ইন্‌জেকসন্ লইলে সত্বর উপকার হয়। প্রত্যেক ডাক্তার খানাতে এই ঔষধ আনাইয়া রাখা উচিত। কারণ, তড়কার স্থিতিকাল খুব অধিকক্ষণ নহে। সেজন্য যত শীঘ্র পারা যায়, প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইলে সমস্ত ডাক্তারখানায় ঔষধ পাইবার ব্যবস্থা থাকা মন্দ নহে।

সাধারণের মধ্যে ধারণা যে তড়কা সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু যথার্থ পক্ষে সে কথা ঠিক নহে। অনেক সময় রোগ নির্ণয় করিতে করিতে রোগী মারা পড়ে।

যক্ষ্মা (Tuberculosis)

ভেড়া ও ছাগলে কচিৎ এই রোগ দৃষ্ট হইলেও, অন্য পশুতে যক্ষ্মা বহু পরিমাণে হইতে দেখা যায়।

রোগযুক্ত পশুর দুগ্ধ ও মাংস আহার দ্বারা এই রোগ মনুষ্য দেহে সংক্রামিত হয়।

এই রোগের বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রতিকার—যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার দ্বারা প্রত্যেক পশুটী পরীক্ষা করাইয়া লওয়া দরকার। মাংস ও দুগ্ধ পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। যে সকল পশুতে রোগ বীজাণুর অবস্থিতির লক্ষণ পাওয়া যাইবে তাহাদের অন্য পশু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

মুখ ও পা সংক্রান্ত রোগ
(Foot & Mouth disease)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালানের ফোস্কা গলিয়া গিয়া, এই রোগের রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। পরে ঐ দুগ্ধ পান করিলে এই রোগ মনুষ্য শরীরে বিস্তার লাভ করে।

এই রোগ মনুষ্য দেহে, অত্যন্ত তাপ জন্মায়, গলদেশে ক্ষত প্রকাশ করে। ফ্যারিংস ও ল্যারিংসে ফোস্কা উৎপন্ন করে।

প্রতিকা—রোগ যুক্ত গরুর দুগ্ধ পান করিতে হইলে দুগ্ধ খুব ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

সাধারণতঃ দুগ্ধ বেশী ফুটাইয়া পান করা ভাল নহে। দুগ্ধ একবার

ফুটিতে আরম্ভ করিলে কোন পাত্রে ঢালিয়া সেই পাত্রটী ঠাণ্ডা জলে বসাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে দুগ্ধের গুণ অনেকাংশে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু রোগ যুক্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

Glanders.

এই রোগটী সাধারণতঃ গোজাতীয় পশুর মধ্যে দৃষ্ট হয় না। ইহা অশ্ব এবং মনুষ্য শরীরে প্রকাশ পায়।

সহিস, ক্যোচম্যান, অশ্বব্যবসায়ী এবং অশ্বচিকিৎসকের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগটী দেখিতে পাওয়া যায়।

দুইজন বিখ্যাত অশ্বচিকিৎসক মিঃ সিলিষ্টন ও মিঃ গেজার অশ্বের চিকিৎসা করিতে গিয়া এই রোগাক্রান্ত হয়েন। সিলিষ্টন সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং গেজার সাহেব ক্ষুদ্র বৃহৎ ৭২টী অস্ত্রোপচারের পর একখানি হস্তের বিনিময়ে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। (তিনি এখন বিলাতে কোন বিখ্যাত জীবাণু বিষয়ক আলোচনা গৃহে স্থান পাইয়াছেন)।

রোগ লক্ষণ—এই রোগে বাম নাসিকা হইতে একপ্রকার সিক্‌নির মত চট্‌চটে, কখনও রক্তবর্ণ, অল্প পরিমাণে স্রাব নির্গত হয়। কখনও উভয় নাসিকা হইতে ও নির্গত হইতে দেখা যায়। যে নাসিকা রোগাক্রান্ত হয়, তাহাতে ক্ষত ও ফুস্কুড়ি (nodules) হয়। (Sub-maxilary) অধোহনুলালা-গ্রন্থি সমূহে বেদনা শূন্য (adherent) স্থায়ী আবের ন্যায় গুটিকা সকল হয়। দেহের পশ্চাদ্ভাগে স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠে। উরুর ভিতর দিকে শিরাগ্রন্থি মাঝে মাঝে শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং ঐ ভাবে নামিয়া পায়ের নীচের দিকে আসে। মাঝে মাঝে এই স্ফীত স্থানগুলি ফাটিয়া যায় এবং এক প্রকার হড়হড়ে পূঁযের

স্থায় স্রাব নির্গত হয়। ক্ষতগুলি কিছুতেই সারিতে চাহে না। মনুষ্য শরীরে, মুখ, নাক বা কোন ক্ষতদিয়া এই রোগ প্রবেশ লাভ করে। পরে নাকে সামান্য ক্ষত হয়। Lymphatic Glands (রসবাহী গ্রন্থিগুলি) ফুলিয়া উঠে, সংক্রামক নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, অস্থির ক্ষত ও ক্ষয়, অন্ত্রের স্ফীতি প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে।

এই রোগের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন প্রতিকার নাই।

ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus).

ধনুষ্টঙ্কার রোগের বীজ গো এবং অশ্বের মলে সকল সময়েই পাওয়া যায়। মৃত্তিকার উপরিভাগে পশুমল হইতে উৎপন্ন সারেও ইহার বীজ থাকে।

কেবলমাত্র ক্ষতের দ্বারা এই রোগ মনুষ্য দেহে প্রবেশ লাভ করে এবং রক্তের মধ্যে দেখা যায় না। তাহার পর কিছুকালের জন্য জীবাণু-গুলি ক্রিয়াহীন (dormant) অবস্থায় থাকিয়া পরে আত্মপ্রকাশ করে। ক্ষতের উপর মামড়ি (ছাল) পড়িতে থাকে এবং অম্লজান (oxygen) বাষ্প না পাওয়াতে ক্ষত শীঘ্র সারে না। পরে রোগের জীবাণুগুলি এক প্রকার বাষ্প জন্মাইতে থাকে এবং রোগের ডিম্বগুলি ফুটিয়া জীবাণুতে পরিণত হইয়া রোগের বিষ প্রস্তুত করিতে থাকে। ঐ বিষ শিরা দ্বারা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ধনুষ্টঙ্কারে কখনও কখনও একটী বা একই সময়ে অনেকগুলি মাংস পেশীর কম্পন দৃষ্ট হয়; শেষে দেহের মাংসপেশীগুলি যেন অবিশ্রান্ত নাচিতে থাকে এবং মৃত্যু আনয়ন করে।

প্রতিকার—রাস্তায় পতন প্রভৃতি কারণে দেহে যদি আঘাত লাগে এবং ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ধনুষ্টঙ্কার নিবারক ঔষধ Anti-tetanic serum ইনজেকসন করিয়া দিয়া দিবে। মনুষ্য দেহে ১৫০০ শক্তি ও পশুশরীরে ৩০০০ শক্তির ঔষধ দিবে।

দূষিত হাত, কাঁচি, সূতা, নেকড়া প্রভৃতি ব্যবহারে নবজাত শিশু এই রোগদ্বারা আক্রান্ত হয়।

এই রোগে চোয়াল ধরিয়া যায়, সে কারণে চোয়াল ধরিয়া যাইবার পূর্ব্বে বলকারক এবং সার (Concentrated) বা ঘনীভূত সহজপাচ্য হাল্কা খাদ্য দিয়া শক্তি রক্ষা করিবে। নচেৎ বারবার রোগী চোয়াল পড়িয়া যাওয়া হেতু মৃত্যুমুখে পড়িতে পারে।

রোগীকে কোনরূপে বিরক্ত করা উচিত নহে, সুস্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে দিবে। হঠাৎ চোকে আলোক লাগিয়া বা অন্য কোন প্রকারে চম্‌কাইয়া না ওঠে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। রোগীকে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় স্থানে রাখিবে।

ক্ষতে অক্সিজেন (অম্লজান) লাগে এই ভাবে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড, পারমানগ্যানেট্ অফ পটাস প্রভৃতির দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া দিবে।

ষ্ট্রীকনিন্ বিষে মনুষ্য শরীরে ধনুষ্টঙ্কার রোগের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়; কেবল মাত্র ধনুষ্টঙ্কারের চোয়াল বদ্ধ হওয়া ইহাতে দেখা যায় না। ইহাতে মাঝে মাঝে "টাঁশ" ধরে, কিন্তু ধনুষ্টঙ্কারে সকল সময়ই ইহা হইতে দেখা যায়।

জলাতঙ্ক (Rabies)

এই রোগের সাধারণ নাম জলাতঙ্ক হইলেও, প্রকৃতপক্ষে জল দেখিয়া রোগী ভয় পায় না।

ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় এই রোগের বিষ ক্ষতদ্বারা দেহে প্রবেশ লাভ করে।

ইহার বীজাণু এখনও পাওয়া যায় নাই, লালাতে এই রোগের বীজ দৃষ্ট হয়; সমস্ত শরীরের রক্ত প্রভৃতি রোগের বীজের আশ্রয় স্থল ত্যাগ করিয়া কি ভাবে লালায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এখনও

একটী সমস্যার বিষয়। সর্ব্বশেষে বীজ মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্কে স্থান লাভ করে। (রোগীর মৃত্যুর পর negri body নামে এক প্রকার জলাতঙ্ক রোগোৎপন্ন বস্তু বিশেষ, মস্তিষ্কের (Ammon's horn) "এমন্স হর্ণ" নামক এক অংশে দেখা যায়)।

জলাতঙ্ক সাধারণতঃ মূক (শান্ত) ও ভীষণ (dumb & furious) দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম প্রকারের জলাতঙ্কে বিশেষ গোলোযোগ হয় না, ছুটিয়া কামড়াইতে আসে না। মানুষের মধ্যে শান্ত (dumb) ভাবের জলাতঙ্ক হইতে দেখা যায় কিন্তু সচরাচর রোগী মারা পড়ে।

ভীষণ (furious) ভাবের জলাতঙ্কে রোগীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। নিজের বিপদ ছাড়া, সাধারণতঃ সম্মুখীন সকল জীবজন্তুরই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

প্রথমতঃ কুকুর ও বিড়াল জাতীয় পশুর মধ্যে জলাতঙ্ক বিষ দৃষ্ট হয়; পরে দংশন দ্বারা অন্য শরীরে বিস্তার লাভ করে। ইনজেকসন্ দ্বারা এই বিষ অন্য দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়।

আমরা এটী রোগাক্রান্ত কুকুরের লক্ষণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এই কুকুর যাহাকেই দংশন করে, তাহার দেহেও রোগের লক্ষণ সকল মোটামুটী ঐ ভাবে প্রকাশ পায়। গোজাতিতেও ইহা প্রযোজ্য। জলাতঙ্ক রোগ হইলে গরুও ভীষণ ভাব ধারণ করে, এবং তাহার পালক প্রভৃতি সকলেরই মহা বিপদের সম্ভাবনা।

জলাতঙ্ক হইলে চঞ্চল প্রকৃতির কুকুর ধীর, ও ধীর প্রকৃতির কুকুর চঞ্চল হয়। ক্ষুধা কমিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় ও নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করে; চেয়ার টেবিলের নীচে, অশ্বশালায়, গো-শালায় আশ্রয় গ্রহণ করে। দুই তিন দিনের মধ্যে তাহার স্বরের পরিবর্ত্তন হয়, দৃষ্টি চঞ্চল ও অর্থশূন্য হয় এবং মুখ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পশ্চাৎ দিকের

পদদ্বয়ের মধ্যে লাঙ্গুল রাখিয়া (jog tort) চলিতে থাকে। তাহার গতিরোধ করিতে গেলে দংশিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এই অবস্থায় রোগী পশুটী অখাদ্য দ্রব্যাদি যথা ছেঁড়া নেকড়া, মাটী, পাথর প্রভৃতি লইয়া টানা ছেঁড়া করে। দুই দিনের মধ্যে তাহার বাসস্থানে ফিরিয়া আসে। তাহার শরীরের উপর অত্যাচারে দাঁত ভাঙ্গিয়া, গায়ে ক্ষত হইয়া, একটী কদাকার জীব রূপে উপস্থিত হয় এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে বাস করিতে চেষ্টা করে। নীচের চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে এবং পান আহার করিবার শক্তি এককালে অন্তর্হিত হয়। অঙ্গের পক্ষাঘাত ঘটে এবং রোগ লক্ষণ প্রকাশের পর পাঁচ হইতে সাত দিনের মধ্যে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

জলাতঙ্ক রোগীদিগের মধ্যে আঙ্গলিপ্সা খুব প্রবল ভাব ধারণ করে।

প্রতিষেধ ঃ—১। সমস্ত পালিত কুকুরের, রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই মুখোস দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

২। মালিকহীন কুকুর বিনাশ করা, এই কারণে প্রত্যেক পালিত কুকুরের গলবন্ধে মালিকের নাম ও ঠিকানা লিখাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা দরকার।

৩। কুকুরের উপর কর ধার্য্য করা।

৪। রোগদুষ্ট পশু দংশন করিলে, বা ক্ষতস্থান লেহন করিলে, কসৌলী, কুমুর বা কলিকাতা স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দংশিত স্থান কখনও কষ্টিক দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। স্থানটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া অল্প লাল লোহা কর্ত্তৃক ছাঁয়াইয়া দিবে। রোগী যদি আপত্তি করে, তাহা হইলে কার্ব্বলিক এসিডের (Pure Carbolic acid) সহিত লিনিমেণ্ট অফ্ আয়োডিন (Lin. of Iodine) মিশাইয়া (Iodised Phenol) ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে।

বন্য শৃগাল প্রভৃতি পাগলা না হইলেও বিনাশ করা উচিত। এই প্রকারে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে জলাতঙ্ক রোগ একেবারে দূরীভূত হইয়াছে।

বসন্ত (Variola).

বসন্ত প্রত্যেক পশুতে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটী বিশেষ নাম ধারণ করে। যথা, গো-বসন্ত; মেষ বসন্ত, অশ্ব বসন্ত, ছাগ বসন্ত, পক্ষী দিগের বসন্ত।

মানুষ এবং ভেড়ার বসন্ত, গুরুতর ভাব ধারণ করে বলিয়া সাধারণের মধ্যে ধারণা যে উহারাই (original) মৌলিক এবং অপর গুলি উপরোক্ত দুইটী হইতেই হয়।

এই রোগের কারণ এখনও ঠিক জানা যায় নাই। লোক চক্ষুর অদৃশ্য কোন জীবাণু এই রোগের উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনে করা হয়। সকল প্রকার জীব দেহে এই জীবাণু থাকিতে পারে, কিন্তু মনুষ্য বা মেষ শরীরে সাধারণতঃ থাকে। গো, এবং অশ্বের বসন্তে এই রোগ তত মারাত্মক নহে।

এই রোগের কয়েকটী অবস্থা আছে; যথা, গুপ্তাবস্থা, জ্বরাবস্থা, গুটি, জলফোস্কা, পাকা ফুস্কুড়ি এবং ক্ষত শুকাইয়া যাওয়ার অবস্থা, তখন ইহাতে একটী ছাল ঢাকা পড়ে।

অশ্বের ক্ষুরের উপরেই গর্তের মধ্যে রোগের বীজ আশ্রয় লয়, ক্রমশঃ উপরের চামড়াতে বিস্তার লাভ করে এবং সে স্থান হইতে লেহন দ্বারা নাসিকা ও ওষ্ঠে, বিস্তার লাভ করে। চর্ম্মে ক্ষত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা দৃষ্ট হয়।

রোগ দুষ্ট পশুর শয়নের তৃণ প্রভৃতি হইতে বা রোগ দুষ্ট মনুষ্য দ্বারা ক্ষুর পরাইতে গিয়া রোগ অশ্ব শরীরে আসে। লেহন হইতে নাসিকায় ও

ওষ্ঠে বা রোগদুষ্ট খাদ্যাধার হইতে বা নাসিকার আবরণ (তোবড়া) পাত্র হইতে ও আসিতে পারে।

গরুতে ব্রণ প্রথমে পালানে বা বাঁটের মলদেশে দৃষ্ট হয়। মেষ বা ছাগে তলপেট বা উরুর মধ্য প্রদেশে প্রথম আবির্ভাব লক্ষ্য হয়। পরে অন্যান্য লোমশূন্য অংশে বিস্তার লাভ করে।

গো বা অশ্বে জরাবস্থা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় না, কদাচিৎ সামান্যভাবে জ্বর অনুভূত হয়। বসন্তের প্রথম লক্ষণ, যে প্রদেশে গুটিকা দৃষ্ট হয় সেস্থান উত্তপ্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। তিন চার দিন পরে ব্রণগুলি হইতে ঈষৎ হরিদ্রাভ রস নির্গত হইতে থাকে, এবং ঐ রসে লোমগুলি জড়াইয়া গিয়া জটা বাঁধিয়া যায় এবং ক্ষতগুলি শুকাইতে থাকে।

অশ্বে রোগ প্রকাশের বিশেষ লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয় না। গো-জাতির বসন্তে প্রত্যেক অবস্থাই বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব প্রথমে মশকাদি দংশনের ন্যায় পালানে বা বাঁটের মূলে রক্তবর্ণ দাগের সৃষ্টি করে, পরে ব্রণ প্রভৃতি হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে বসন্তের আকার ধারণ করে। ব্রণগুলি পাকিলে তাহা হইতে হরিদ্রাভ রস নির্গত হয়। এই ক্ষতগুলির মধ্যস্থলে গর্ত্তের মত হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে ক্ষতে ছাল পড়িয়া সারিতে আরম্ভ করে।

গোজাতির বসন্ত কখনও গুরুতর ভাব ধারণ করে না, এবং তাহা উপেক্ষা করিয়া চলা যাইতে পারে।

কখনও কখনও স্তনে বেদনা হেতু গাভী দোহন করিতে দেয় না, তাহাতে স্তন প্রদাহ উপস্থিত করিতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে ধীরভাবে দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিতে হইবে। বাঁটের মুখ বন্ধ হইয়া গেলে, স্তন প্রদাহ (ঠুনকো) চিকিৎসার যে ব্যবস্থা দেওয়া আছে, সেইরূপ চিকিৎসা করিবে।

গোয়ালার দ্বারা এই রোগ এক গাভী হইতে অন্য গাভীতে নীত হয়; সে কারণে সুস্থ গাভীগুলিকে পূর্ব্বে দোহন করিয়া, সেই দুগ্ধ স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। পরে রোগ দুষ্ট গাভীগুলির দোহন হইয়া গেলে, উত্তমরূপে হাত ধুইয়া ফেলিবে।

ঐ প্রকার রোগদুষ্ট গাভীর দুগ্ধ ব্যবহার না করাই উচিত। যদি একান্তই ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবে।

চিকিৎসা—দুই ড্রাম নিষাদল ও দুই ড্রাম সোরা এক বড় বোতল ভাতের মাড়ের সহিত বা পানীয় জলের সহিত খাইতে দিবে।

এই রোগ পানি বসন্ত বা জল বসন্ত বা মিথ্যা গোবসন্ত রোগের সহিত ভুল হইতে পারে। পানিবসন্তের গুটিগুলি ছাড়া ছাড়া হয় এবং একটী গুটির চারিধারে গোবসন্তের ন্যায় গোলাকার লাল দাগ পড়ে না। পানিবসন্তে ৫।৬ দিন মধ্যে তরল রস বাহির হয় ও কাগজের ন্যায় পাতলা ছাল পড়িয়া শুখাইয়া যায় কিন্তু যথার্থ গোবসন্ত হইলে ঘন রস বাহির হয়।

মহামতি জেনার প্রথমে আবিষ্কার করেন যে গোবসন্ত মনুষ্য শরীরে উৎপন্ন করিতে পারিলে তাহা প্রকৃত পক্ষে মানবের উপকারী হয়। এই অল্প পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া গুরুতর পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

সাধারণতঃ এই রোগ একবার হইলে তিন বৎসর আর না হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিবেধ—রোগ ধরা পড়িবামাত্র গরুটীকে স্বতন্ত্র রাখিবে এবং গোশালা দোষশূন্য করিয়া লইবে। গোয়ালা যাহাতে রোগের বীজ বিস্তার না করে, তাহাকে সে বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবে।

বসন্তকাল ও তাহার পরবর্ত্তী সময়ে এই রোগের আবির্ভাব হয়। গরুর ও মানুষের একই সময়ে এই রোগ হইতে দেখা যায়।

জ্বর (Fever)

জ্বর নিজে কোন পীড়া নহে, পরন্তু ইহা অন্য পীড়ার লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়, জড়তা আসে, সঙ্গী হইতে তফাতে থাকিতে চাহে, নাড়ীর গতি ও নিঃশ্বাস বৃদ্ধি পায় শরীর হইতে স্রাব নিঃসরণ হয় না, বা অতি অল্প পরিমাণে হয়, যথা মুখ শুষ্ক হয়, ঘন হরিদ্রাবর্ণের প্রস্রাব হয়।

(Continuous) অবিরাম জ্বরে দেহের উচ্চ তাপের নিবৃত্তি হয় না। (Remittent) কোনও কোনও জ্বর, দিনের বেলায় স্বল্প ক্ষণের জন্য কম থাকে। (Intermittent) সবিরাম জ্বরে সময়ে সময়ে ২।৩ ঘণ্টা হইতে আরও অধিকক্ষণ সময় জ্বর বিরাম থাকে।

কোনও কোনও জ্বর কয়েকদিন বিরত থাকিবার পর পুনঃ প্রকাশ পায়।

জ্বরের কয়েকটী অবস্থা আছে, যথা—পূর্ব্বাবস্থা, জ্বর আসা কালীন অবস্থা, জ্বর থাকা কালীন অবস্থা ও জ্বর ছাড়িবার সময়ে অবস্থা।

চিকিৎসা—জ্বর হইলে পশুটীকে অন্য সঙ্গী হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিবে, কারণ কোন সংক্রামক পীড়া হেতু জ্বর হইলে পূর্ব্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বিশুদ্ধ জল এক বালতি গরুর নিকট রাখিয়া দিবে, পিপাসা পাইলেই যাহাতে উহা পান করিতে পারে; এই জলে ২ ড্রাম সোরা ও ২ ড্রাম নিষাদল দিয়া দিবে, জ্বর কমিয়া গেলে আর দিবার প্রয়োজন নাই। খাইতে রুচি হয় এইরূপ খাদ্য দিবে। ভাতের মাড়, কচি ঘাস, লুসার্ণ, তরকারির খোসা প্রভৃতি এই সময়ের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য।

দেহে ও শৃঙ্গে হাত দিয়া দেখিলে বা নাড়ী দেখিয়া জ্বর অত্যধিক

হইয়াছে বুঝিতে পারিলে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা তাহার দেহ ধুইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। শরীর ভাল করিয়া পুঁছাইয়া দিবে যেন জল না থাকে; পরে কম্বল বা থলে চাপা দিবে। এই প্রক্রিয়া কোন ঘরের মধ্যে বা রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া করিতে পারিলে ভাল হয়।

Sulphate of magnesia (লবণ) দুই হইতে চার আউন্স, রোগ লক্ষণ সকল দূর না হওয়া পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

শ্বাস যন্ত্রের পীড়া।

শ্বাস যন্ত্রের কয়েকটী প্রধান প্রধান অংশ আছে, এবং তাহার প্রত্যেকটীর বিশেষ বিশেষ পীড়া আছে। আমরা প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র ভাবেই আলোচনা করিব।

শ্বাসযন্ত্রের বহিরংশের নাম, নাসিকা তন্মধ্যে নাসারন্ধ্র ও নাসাগহ্বর।

তৎপরে ভিতরাংশের কয়েকটী অংশের নাম ল্যারিংস, ফ্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রংকিআই, ব্রংকিওল্‌স্ এবং ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু ধারণের অংশগুলি।

ফুস্‌ফুস, বক্ষঃনামক আধারের মধ্যে ঢাকা থাকে এবং বক্ষের ভিতর দিকটী প্লুরা নামক পাতলা চর্ম্ম (membrane) বা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। ট্রাকিয়াকে বৃক্ষ কাণ্ডের সহিত, ব্রংকিয়াই বৃক্ষের শাখার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ব্রংকিয়াই (Bronchi.) ক্রমশঃ নানা অংশে বিভক্ত হইয়া ব্রংকিওল্‌াস্ (Broncheles) নাম ধারণ করে, ইহাদিগকে বৃক্ষের প্রশাখা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। শেষোক্ত গুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর অদৃশ্য হইয়া বায়ুকোষ রূপে শেষ হয়, এবং এই গুলিকে বৃক্ষ পত্রের সহিত সহজেই তুলনা করা যাইতে পারে।

নিশ্বাসের সহিত বায়ু গ্রহণ করিলে তাহা (air cells) বায়ু কোষে গিয়া রক্ত পরিষ্কার করে এবং হৃৎপিণ্ড কর্ত্তৃক সেই বিশুদ্ধ রক্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে। রক্ত দ্বারা দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা, নাড়ী প্রভৃতি পুষ্ট হইয়া থাকে।

রোগের কারণ।- শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। একস্থানে অধিক সংখ্যক জীবের বাস

অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন, বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত না থাকা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অত্যধিক ঠাণ্ডা বা রৌদ্র লাগান, শীতল বায়ু সেবন, সদা সর্ব্বদা গা ধুইয়া ভাল করিয়া না পোঁছা, স্নানের পর অত্যধিক বায়ুযুক্ত স্থানে পশু বাঁধিয়া রাখা, সর্দ্দি উত্তেজক কোন তীব্র বাষ্প সেবন, শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে হঠাৎ তরল বা কঠিন পদার্থ প্রবেশ এই সকল গৌণ কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। মুখ্য কারণ রূপে রোগোৎপাদক জীবাণুকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

Catarrh (সর্দ্দি)

নাম—ক্যাটার, সর্দ্দি, মস্তকে ঠাণ্ডা জমা।

নাসারন্ধ্রের আবরক ঝিল্লিতে প্রদাহ উপস্থিত হয়।

কারণ—অন্যান্য কারণের সহিত উত্তেজক বাষ্প গ্রহণ, হঠাৎ শীতল জল পান ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার অন্যান্য কারণ গুলি ইহার কারণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

লক্ষণ—অনেকগুলি পশু এককালে আক্রান্ত হয়। প্রথমে শুষ্ক পরে শ্লেষ্মা সংযুক্ত কাসি হয়। এক বা উভয় নাসিকা হইতে জলবৎ পরে চটচটে ঘন স্রাব অল্প বা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। নাসিকার মধ্যে আবরক ঝিল্লি রক্তবর্ণ হয়, নাড়ী দ্রুত হয় ও গাত্রোত্তাপ বৃদ্ধি পায়। চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। কোষ্ঠ বদ্ধ ও প্রস্রাব ঘোরতর বা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণের হয়। সর্দ্দি যদি শীঘ্র সারান না যায়, তাহা হইলে ইহা ল্যারিংস আক্রমণ করিতে পারে, এবং অত্যন্ত কষ্টদায়ক কাসির উৎপত্তি করে। আহার করিতে বা নিশ্বাস গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয় এবং শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

সর্দ্দি হইতে বায়ুর যে স্ফীতি হয়, তাহা মস্তকের নানাস্থান আক্রমণ করে ও পীনসের সৃষ্টি করে। মস্তকে ধীরে আঘাত করিলে গভীর

নিরেট বস্তুর শব্দ দেয়। এক বা উভয় নাক ত হইতে হাড় পচার মত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয়।

চিকিৎসা—রোগযুক্ত পশুটীকে অন্য পশু হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। শুষ্ক ও বায়ুযুক্ত স্থানে বাঁধিয়া রাখিবে। জল ফুটাইয়া তাহাতে ৬০।৭০ ফোঁটা ইউক্যালিপটস্ তৈল দিয়া সেই বাষ্প নাসিকাতে দিবে। ফুটন্ত জলের বাল্তি একটী চট দিয়া ঘিরিয়া সেই চটের একদিক গরুর নাকের চারিদিকে ঘিরিয়া দিবে। যাহাতে মুখ গরম জলে ঠেকিয়া না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। ইউক্যালিপটস না থাকিলে তারপিন্ তৈল বা কর্প্র (চার ড্রাম আন্দাজ) দিবে। রোগ লক্ষণের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে তিন বা চার বার করিয়া এই প্রক্রিয়া করা উচিত।

আধ বা এক আউন্স টাট্কা বাসকের রস মধু সংযোগে গরুর জিহ্বার উপর দিবে। লক্ষণ কম না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে দুইবার করিয়া দিবে।

যষ্টি মধু দুই ড্রাম, ধুতুরার রস অর্দ্ধ ড্রাম, বাসক অর্দ্ধ হইতে এক আউন্স, অর্দ্ধ বা এক আউন্স মধুর সহিত দিনে দুইবার দিবে।

মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী, শ্বাসনালীর পীড়ার পক্ষে ইহা অধিকতর প্রয়োজনীয় ও উপকারী। শরীর চট দিয়া আবৃত করিয়া দিবে।

এক বাল্তি বিশুদ্ধ পানীয় জল অতি নিকটে রাখিয়া দিবে, যাহাতে তৃষ্ণা পাইলে স্বেচ্ছায় পান করিতে পারে। জ্বর থাকিলে ঐ জলে দুই ড্রাম নিষাদল ও দুই ড্রাম সোরা মিশাইয়া দিবে।

এই রোগে অত্যন্ত ক্ষুধামান্দ্য হয়; সেই জন্য যাহাতে ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং খাইতে বিশেষ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ খাদ্য দিবে। বাঁশ পাতা, কচি দূর্ব্বা বা অন্য প্রকার কাঁচা ঘাস খাইতে দিবে। কিছু লবণ দিয়া গরম জল মিশাইয়া অল্প ভুষি খাইতে দিবে। ফেন, কাঁজি, ভাজা ছোলার ছাতু খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

Laryngitis বা ল্যারিংসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রদাহ, গলক্ষত।

কারণ—শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার সকল কারণ হইতে এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। ক্যাটার বা সর্দ্দির স্ফীতি হইতে, ক্যারিডাইটিস রোগের বীজাণু হইতে ও এই রোগ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ—ঘাড় লম্বা করিয়া দিয়া, নাসারন্ধ্র স্ফীত করিয়া রোগযুক্ত পশুটী দাঁড়াইয়া থাকে। গলদেশে বেদনা হয়, গিলিতে ও নিশ্বাস লইতে বিশেষ কষ্ট অনুভব করে। নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত হয়, জ্বরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। জোর করিয়া কিছু পান করাইতে গেলে নাসিকা দ্বারা বাহির হইয়া আসে। প্রথমে শুষ্ক পরে শ্লেষ্মা সংযুক্ত কাসি হইতে থাকে এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ বিপজ্জনক গলাফুলো রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে এবং দম বন্ধ হইয়া পশুটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা—অন্যান্য পশুগুলি হইতে দূরে রাখিবে, ল্যারিংসে তাপ দিবে, অথবা তপ্ত কেয়লিন (Kaoline) কাদা ও গ্লিসারিন বেদনা-স্থানে দিবে। পূর্ব্ব বর্ণিত উপায়ে নাসিকাতে জলের বাষ্প দিবার ব্যবস্থা করিবে।

Bronchitis বা শ্বাসনালীর স্ফীতি।

কারণ—শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার যে সকল কারণ বলা হইয়াছে, সেই সকল কারণেই এই রোগ হইতে পারে। রোগের জীবাণু, বিশেষতঃ নাসিকা মধ্যে তরল বা দ্রব্য কঠিন অথবা উত্তেজক বাষ্প প্রবেশ করিয়া রোগোৎপত্তি করে। কখন কখনও সরু টুন সূতার ন্যায় ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা কৃমি কতগুলি একসঙ্গে শ্বাসনালীতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সকল কৃমি নাসিকা হইতে শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই রোগ সৃষ্টি করে:

লক্ষণ—জ্বর এবং জ্বরের সকল লক্ষণ প্রকাশ করে, মাথা লম্বা করিয়া বাহির করিয়া দেয়, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত করিয়া রাখে। নাসিকার মধ্যে আবরক ঝিল্লি রক্তবর্ণ ধারণ করে। নাড়ী, কঠিন ও দ্রুত হয়। চক্ষু ও নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত হয়। শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য পীড়া অপেক্ষা ইহাতে অত্যধিক কাসি লক্ষিত হয়—প্রথমে শুষ্ক পরে শ্লেষ্মা সংযুক্ত হয়।

বক্ষস্থলে কান রাখিয়া শুনিলে খুব জোরে ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়। যদি উপেক্ষা করা হয় তাহা হইলে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হইতে পারে বা দম বন্ধ হইয়া পশুটী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

চিকিৎসা—যথেষ্ট পরিমাণে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু পায়, এমন স্থানে পশুটীকে রাখিবে, কিন্তু যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা বায়ু না লাগে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কম্বল বা থলে দেহে চাপা দিয়া রাখিবে।

ল্যারিঞ্জাইটিসের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কর্পূর সরিষা তৈল দিয়া মালিস করিবে বা এন্টি থারমিণ (Anti-thermin) গরম করিয়া লাগাইয়া দিবে।

কৃমি দুষ্ট হইলে পশুটীকে একটী গৃহে আবদ্ধ করিয়া গন্ধক পোড়াইবে, এবং একজন লোককে সেই স্থানে উপস্থিত রাখিবে। যতক্ষণ মানুষ ধোঁয়া সহ্য করিতে পারে ততক্ষণ পশুটীকেও সেইস্থানে রাখিবে।

নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের স্ফীতি।

কারণ—রোগের জীবাণু একটী কারণ। যাহা দ্বারা ফুসফুসের শক্তি হ্রাস হয় তাহাই এই রোগের গৌণ কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার সকল কারণই এ রোগের কারণ বলিয়া লওয়া যাইবে।

লক্ষণ—অত্যধিক জ্বর হয়। নাড়ী কঠিন ও দ্রুত হয়। নাড়ী

ক্ষীণ, সূতার ন্যায় হয় এবং মাঝে মাঝে হাতে ঠেকে। নাসিকার মধ্যস্থ ঝিল্লি লাল হয়, এবং পশুটির অত্যন্ত শক্তিক্ষয় হয়। চাপা কাসি হয় এবং নাসিকা হইতে অল্পজলীয় ও লালবর্ণ স্রাব নির্গত হইতে দেখা যায়।

আঙ্গুলের মধ্যে একগোছা চুল ধরিয়া ঘসিলে যেমন শব্দ হয় বক্ষঃস্থলে কাণ দিলে খুস খুসে সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় অথবা তপ্ত খোলায় বালি ঘসিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ পাওয়া যাইতে পারে।

প্রথমে শব্দ পাওয়া যায় না, পরে শব্দ বৃদ্ধি পায়। রোগমুক্তির সহিত ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

চিকিৎসা—ব্রঙ্কাইটিসের ন্যায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। পরে জিহ্বার উপর ৫ গ্রেন Red Iodide of Mercury দিনে একবার দিয়া দিবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি আরম্ভ হইলে বন্ধ করিয়া দিবে। জোর করিয়া কোন জিনিষ খাওয়াইতে চেষ্টা করিবে না। শ্বাসযন্ত্রের সকল প্রকার পীড়াতেই খাওয়ান বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। নাসিকাতে ক্রিয়োজোট ও ইউক্যালিপটাসের বাষ্প দিবে।

গ্লিসারিণের সহিত Koolim গরম করিয়া বক্ষের দুই পার্শ্বে দিবে।

৪ ভাগ সরিষার তৈলের সহিত এক ভাগ কর্পূর দিয়া গরম করিয়া মালিস করিবে।

Pleurisy বা
ফুসফুস আবরক ঝিল্লি প্রদাহ।

ইহা একটী অত্যন্ত কষ্ট দায়ক পীড়া। জীবাণু হইতে বা নিউমোনিয়া হেতু বক্ষঃ মধ্যে স্ফীতি প্লুরা আক্রমণ করিলে এই রোগ হয়। শ্বাস যন্ত্রের পীড়ার গৌণ সকল কারণ গুলিই ইহার উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পঞ্জরাস্থি ভগ্ন হওয়া বা ফুসফুসের উপরিস্থ

কোন ফোঁড়া ফাটিয়া গিয়া পূঁয প্রভৃতি বক্ষঃস্থলে রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই রোগ হইতে পারে।

লক্ষণ—ঘাড় লম্বা করিয়া, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কনুই বাহির করিয়া দিয়া দাঁড়ায়। **Inter Costals**এর উপর চাপ পড়া হেতু পশুটী যন্ত্রণা ভোগ করে এবং নড়িতে চড়িতে যন্ত্রণাসূচক শব্দ প্রকাশ করে। নাড়ী তারের ন্যায় এবং শক্ত বলিয়া অনুভূত হয়. জ্বর বাড়ে প্লুরা **Pleuretic ridge fixed** হয়। কষ্টকর নিশ্বাস যেন নাভিদেশে হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়, কষ্টদায়ক বেদনাযুক্ত কাসি হয় এবং কড়াই ঘষণে যেরূপ শব্দের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ শব্দ শোনা যায়।

চিকিৎসা—নিউমোনিয়ার চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

গো-মেষাদির সংক্রামক রোগ।

ভারতবর্ষে গরু ও ভেড়ার সাধারণতঃ সংক্রামক রোগ সকলের বিবরণ ও তত্তৎ রোগের নাম ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নিম্নে লিখিত হইল :—

১। গোবসন্ত বা পশ্চিমা।

২। এঁসো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ।

৩। গলা ফুলা।

৪। তড়কা বা Anthrax.

৫। বাদলা বা Blackquarter.

৬। ফুস্ফুস ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।

৭। ভেড়ার বসন্ত।

উল্লিখিত রোগ সকল ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এই সকল রোগ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

গলা ফুলা, তড়কা ও বাদলা রোগের মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণে পরস্পর মিল আছে। এই ত্রিবিধ রোগই অল্পকাল স্থায়ী; সচরাচর ২৪ ঘণ্টা হইতে চারি দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রত্যেকটিতেই মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, খুব কম হইলেও শতকরা প্রায় ৮০টীর মৃত্যু হয়; আক্রান্ত পশুমাত্রেরই মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

এঁসো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ অত্যন্ত সংক্রামক কিন্তু ইহা প্রায়ই মারাত্মক হয় না। যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে আক্রান্ত পশুদিগের মধ্যে শতকরা ২।১ টির অধিক মারা যায় না।

ফুস্ফুস্ ও তাহার আবরক ঝিল্লির প্রদাহ অত্যন্ত সংক্রামক রোগ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশীয় লোকের ইহা সংক্রামক বলিয়া ধারণা নাই। ইহা অজ্ঞাতসারে পশুদিগের শরীরে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

এই রোগাক্রান্ত হইয়া পশুগুলি শীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় এক মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত বা তাহারও অধিক কাল জীবিত থাকে।

ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই সকল রোগ যে কেবল স্বজাতীয় পশুর মধ্যে একটী হইতে অন্যটিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এমন নহে; যে সকল লোক এই সকল সংক্রামকরোগাক্রান্ত পশুদিগের সেবা শুশ্রূষা করে তাহাদিগের সংস্পর্শ হইতে সুস্থকায় পশুদিগেরও রোগ জন্মিতে পারে। অথবা এই সকল রোগাক্রান্ত পশুদ্বারা ব্যবহৃত খাদ্য বা জলের সহিত এই রোগের বীজ এক স্থান বা এক পশু হইতে অন্য পশুতে বা অন্য স্থানে সংক্রামিত হইতে পারে।

অধিকন্তু এই সকল রোগাক্রান্ত পশু যে গোয়াল বা যে স্থানে থাকে সেই স্থান পীড়িত পশুর চক্ষু, মুখ ও নাসিকা হইতে নির্গত ক্লেদ ও মল মূত্রাদি দ্বারা দূষিত হইয়া যায়। এবং এঁসো রোগে পা ও মুখ হইতে নির্গত ক্লেদও পূর্ব্ববৎ বিষাক্ত।

গৃহপালিতই হউক আর বন্যই হউক রোমন্থনকারী পশু মাত্রেরই রোগ হইতে পারে; কিন্তু গোজাতীয় পশুরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

ছাগলদিগের বসন্ত হইলে তাহারা প্রায় বাঁচে না। মেষেরা কখনও কখনও ইহাতে আক্রান্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগের এই রোগ প্রায়ই সামান্যরূপ হইয়া থাকে; তথাপি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে একটি পীড়িত মেষ সমস্ত পালকে রোগাক্রান্ত করিয়া ফেলিতে পারে।

মহিষদিগের মধ্যেই সচরাচর গলা ফুলা রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু গোমেষাদিও অনেক সময় ইহাতে আক্রান্ত হয়।

এ সো রোগে—গৃহ পালিত পশু পক্ষীর অধিকাংশেরই এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া লোকের মুখে স্ফোটক হইয়াছে এরূপ অনেক ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে।

এস্থাক্স রোগ জন্তুমাত্রকেই আক্রমণ করে, মানুষও এই রোগের হাত হইতে মুক্তি পায় না। এই রোগে মৃত জীবের দেহ স্পর্শ করা অতিশয় বিপজ্জনক, সেই হেতু বিশেষ রূপে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

এই সকল রোগ বিশেষতঃ রিণ্ডারপেষ্ট (গোবসন্ত) ও এঁসো রোগ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র সকল সময় অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; উপস্থিত না থাকিলেও যে কোন সময়ে ইহা প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। সেই হেতু এই সকল রোগ নিবারণের জন্য বা যদি এই সকল রোগ পশুদিগের মধ্যে সহসা আবির্ভূত হয় তাহা হইলে অন্ততঃ যাহাতে তাহা প্রসার লাভ না করিতে পারে তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বদা বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি গোমেষাদি রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের রীতিমত পালন করা কর্ত্তব্য :—

(১) যখন হাট হইতে গোমেষাদি ক্রয় করা হয়, তখন তথায় উহারা ছোঁয়াচে রোগের বীজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ মনে করিতে হইবে। যে হেতু হাটে নানা স্থান হইতে গোমেষাদি আনীত হইয়া থাকে, ঐ সকল স্থানের কোন না কোন একটীতে যে (গোবসন্ত) রিণ্ডাপেষ্ট বা এঁসো রোগ বা উভয় রোগই কিছু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল বা তখন বিদ্যমান আছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক নহে।

(২) গরু বা ভেড়াদিগকে স্থানান্তরিত করিবার সময় পথিমধ্যে উহাদিগকে অন্য গরু বা ভেড়ার সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নহে, এবং রাত্রে কোনও সরাইয়ে বা তাহার নিকটে রাখা উচিত নহে। কারণ রোগাক্রান্ত গরু বা ভেড়ার দ্বারা ঐ স্থান তখনই বা কিছু পূর্ব্বে দূষিত হইয়া থাকিতে পারে। দিবাভাগে তাহাদিগকে আস্তে আস্তে ও ছায়ায় ছায়ায় লইয়া যাওয়া উচিত। ২৪ ঘণ্টায় ৫।৬ ক্রোশের অধিক

তাহাদিগকে চলিতে দেওয়া উচিত নয়। উহার মধ্যেও মাঝে মাঝে তাহাদিগকে জলপান করান ও পেট ভরিয়া খাওয়ান আবশ্যক।

(৩) যখন হাট বা অন্য স্থান হইতে গোমেষাদি ক্রয় করা হয় তখন তাহাদিগকে ক্রেতার বাটীতে এক স্থানে পৃথক্ করিয়া রাখা আবশ্যক, এবং চরিবার সময় যাহাতে ইহারা গোয়ালের গরু ভেড়ার সহিত না মিশে এইরূপ করা উচিত। ইহারা কোন সংক্রামক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে কি না ইহার প্রমাণ পাইবার জন্য অন্ততঃ পনর দিন তাহা-দিগ:ক পৃথক রাখা উচিত।

ঐ সময়ে নূতন আনীত গোগণকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় যত্নপূর্ব্বক দেখা উচিত এবং যদি উপরোল্লিখিত কোন রোগ তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ পীড়িত পশুদিগকে তৎক্ষণাৎ এরূপ ভাবে পৃথক্ রাখা আবশ্যক যেন তাহারা গোয়ালের পশুগণের সহিত কোনরূপে না মিশিতে পারে; এবং গোয়ালের পশুগুলিকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া কিছু দূরে দূরে রাখা আবশ্যক। তিন মাস কাল মধ্যে যদি তাহাদের কোনও পীড়া না হয় ত হা হইলে অন্যান্য গরুর সহিত উহাদিগকে নিরাপদ যাইতে দেওয়া ও থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) যখন গরু পথ হাঁটিতে থাকে বা এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করে তখন উহাদের সংক্রামক রোগের বীজ সংস্পর্শে পীড়াগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য বাটী আসিলে তাহাদিগকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত, এবং যদি উহারা কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত প্রদেশ দিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিছু কাল পৃথক্ ভাবে রাখিতে হইবে। (২০ ও ২১ নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)। (?)

(৫) যখন গরু ও ভেড়ার মধ্যে কোন সংক্রামক রোগ হয় বা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে ঐ পীড়িত পশুকে সুস্থ পশুগণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(৬) পশু সকলকে সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং পীড়ার অল্প মাত্র লক্ষণ দেখিলেই সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

৭। নীরোগ পশুগুলিকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিবে, ও স্থান সংকুলান অনুযায়ী যতদূর সম্ভব, তত কম করিয়া প্রত্যেক দল গঠিত করিবে। এই প্রকার ভাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট স্থান ব্যবধান রাখিয়া পৃথক করিয়া রাখিবে এবং পীড়িত পশুর বাতাস যেন তাহাদের গায়ে না লাগে এরূপ স্থানে তাহাদিগকে স্থাপন করিবে। প্রত্যেক দলটীকে সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং কোনও পশু অল্পমাত্র পীড়িত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানান্তরিত করিবে। সাধ্যমত এই উপায় অবলম্বন করিলে অল্প দিনের মধ্যে এই পীড়া হয়ত কেবল দুই একটী দলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং তৎক্ষণাৎ পীড়িত পশুকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিলে পালের মধ্যে এই রোগের বিস্তার হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক করিয়া রাখিবার পর কিম্বা রোগাক্রান্ত দলের সর্ব্বশেষ পশুটীকে স্থানান্তরিত করিবার পর তিন মাস কাল অবধি প্রত্যেক দলকে অন্যান্য পশু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য (২০ ও ২১ নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

৮। পীড়িত পশু থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান বেড়ার দ্বার উত্তমরূপে বেষ্টিত ও সুস্থ পশুর থাকিবার বা চরিবার স্থান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে অবস্থিত হইবে। পীড়িত পশু ও তাহাদের পরিচারকগণের নিমিত্ত খাদ্য ও পানীয় লইয়া যাওয়ায় ক্ষতি নাই, কিন্তু এই চিকিৎসালয় হইতে কোনও খাদ্য, পানীয়, খড়কুটা প্রভৃতি আবর্জ্জনা, বা কোনও কাপড় অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। এই চিকিৎসালয়ে কুকুরদের যাইতে আসিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহারা সুস্থ পশু রাখিবার স্থানে সংক্রামক রোগের বীজ লইয়া যাইতে পারে।

৯। চিকিৎসালয়ের খড়কুটা প্রভৃতি শুষ্ক আবর্জ্জনা ইহার সীমার মধ্যেই পুড়াইয়া ফেলা আবশ্যক, এবং মল মূত্রাদি ও অন্যান্য আর্দ্র আবর্জ্জনা গোয়াল ঘর হইতে সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া চিকিৎসালয়ের জমির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া প্রোথিত করিবে। গর্ত্তগুলি চারি হাত বা তাহার অধিক পরিমাণে গভীর করিতে হইবে এবং তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ সমতল ভূমির উপরিভাগ হইতে দুই ফুট বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ চিকিৎসালয়ের আর্দ্র খড়কুটা প্রভৃতি আবর্জ্জনা ও মল মূত্রাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর চূণ ও উত্তম নূতন মৃত্তিকা দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিবে।

১০। চিকিৎসালয়ের গোয়ালঘর, প্রাচীর ও দেয়াল প্রভৃতি সর্ব্বদা ঝাঁট দিয়া ও ধৌত করিয়া অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে, এবং প্রতিবার পরিষ্কার করিবার পর "ম্যাকডুগাল" সাহেব কৃত সংক্রামক পীড়া নাশক গুঁড়া বা রোগের বীজ নাশক ঐ প্রকার অন্য কোন ঔষধ কিম্বা চূণ, ভস্ম অথবা শুষ্ক মৃত্তিকা মেজে ও জমির উপর প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া দিবে; এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও প্রাচীর সকল প্রথমে ধৌত করিয়া পরে আলকাতরা দ্বারা লিপ্ত করিবে।

১১। চিকিৎসালয়ে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালন আবশ্যক। চিকিৎসালয়ের গৃহে প্রত্যহ এক ঘণ্টা কাল গন্ধকের ধূম দেওয়া আবশ্যক। এই সময় দ্বার ও গবাক্ষসমূহ বন্ধ করিয়া রাখিবে কিন্তু বায়ু সঞ্চালনের পথ কিছু মুক্ত রাখিবে।

১২। বৎসরের যে সময় মশা ও মাছির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয় এবং পশুগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠে সেই সময় গৃহের যে দিক হইতে বায়ু সঞ্চালন হইতে থাকে, সেই দিকের দ্বারের সম্মুখে শুষ্ক খড় ঘুঁটে প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখা উত্তম পরামর্শ। মশক মক্ষিকা প্রভৃতি প্রায়ই রোগ বিস্তার করিবার প্রধান কারণ।

১৩। পীড়িত পশুদিগকে বিশেষরূপে পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন রাখিতে

হইবে এবং ভাতের পাতলা মাড় ও সবুজ তাজা ঘাস খাইতে দিবে। সুস্থ পশুদিগকেও কোমল ও রেচক খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত, কারণ যে সকল পশুকে শুষ্ক কঠিন খাদ্য খাওয়ান হয়, তাহাদের রোগ, রেচক খাদ্য ভোজী পশুদিগের রোগ অপেক্ষা গুরুতর হইয়া থাকে।

১৪। যখন গোমেষাদির মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ আবির্ভূত হয়, তখন রোগাক্রান্ত দলের পশুদিগের মধ্যে সর্ব্বশেষ রোগ ঘটিবার পর তিন মাস কাল অতীত হইবার পূর্ব্বে সুস্থ পশুদিগের সহিত তাহাদিগকে একত্র বিচরণ করিতে দিবে না (২০ ও ২১ নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

১৫। যে সকল পশু আরোগ্য লাভ করে তাহাদিগকে চিকিৎসালয় হইতে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে গরম জল ও সাবান দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিবে। যদি কার্ব্বলিক্ এসিড পাওয়া যায় তাহা হইলে গরম জলের প্রতি গ্যালনে (৫ সেরে) দুই ছটাক পরিমাণ উক্ত এসিড মিশাইয়া লইবে এবং রোগমুক্ত পশুর বাসস্থান ধুইয়া ফেলিবে।

১৬। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে যে সকল পশু সংক্রামক রোগে মরিয়া যায় তাহাদিগের যে স্থানে মৃত্যু ঘটে সে স্থান সম্পূর্ণ দোষ শূন্য করিয়া লইবে, এবং তাহাদের মৃত দেহ অন্ততঃ দুই হাত মাটীর নিম্নে প্রোথিত করিবে।

১৭। যে সমস্ত পশু সংক্রামক রোগে মারা যায় তাহাদের চর্ম্ম ঐ মৃত দেহের সহিত নষ্ট করিবে। তাহা না হইলে মুচিরা ঐ রোগ দূষিত চর্ম্ম লইয়া রোগ বিস্তৃতির সহায়তা করিবে।

(১৮) সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুদিগকে যে গোয়ালে বা যে জমিতে রাখা হইয়াছিল, সম্ভব হইলে তাহার মাটী তুলিয়া ফেলিয়া অন্য স্থানে প্রোথিত করিবে এবং তথাকার নিম্নস্থ মৃত্তিকা উত্তমরূপে খনন করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিবে ; এবং নূতন মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় মেজে প্রস্তুত করিবে। যদ্যপি গোয়ালঘর ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে

উত্তমরূপে চাঁচিয়া ধুইয়া ফেলিবে এবং গুঁড়া চূণ বা কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা তাহার সংক্রামক দোষ বিনষ্ট করিবে।

(১৯) সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর জোয়াল অন্যান্য কাষ্ঠ প্রভৃতি ও সাজসজ্জা লাগাম, রশি প্রভৃতি সংক্রামক দোষ নাশক পদার্থ দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। জীনের ভিতরকার পুরাতন আবরণ ও গদি পুড়াইয়া ফেলিবে।

(২০) গোবসন্ত, গলাফুলা, তড়্কা বাদ্‌লা ও এঁসো রোগের সংক্রামক বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শরীরের মধ্যে রোগ যে অবস্থায় ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে তাহার স্থিতিকাল ২৮ দিনের মধ্যে। অতএব যে পশুর শরীরে এই সকল রোগের সংক্রামক বীজ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে এক মাস কাল সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিবে।

(২১) ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্র ও তাহার আবরক চর্ম্মের সংক্রামক পীড়ার বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে এই রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শরীরের মধ্যে ইহার ক্রমশঃ বৃদ্ধির কাল, দুই সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ; কিন্তু প্রায়ই ১০ দিন হইতে তিনমাস বা তদূর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত ও হইয়া থকে। অতএব যে সকল পশু এই রোগের সংস্পর্শে আসে তাহাদিগকে অন্ততঃ তিনমাস কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে।

উল্লিখিত নিয়মগুলি সংক্রামক রোগাক্রান্ত প্রত্যেক পশুর সম্বন্ধেই পালন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যে সকল রোগে নিবারক টীকা উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেই সকল রোগে অনেক সময় উহাদিগকে বিবেচনা মত পরিবর্ত্তিত ও অপেক্ষাকৃত অল্প বিরক্তিজনক ভাবযুক্ত করা যাইতে পারে। ঔষধের জলে (লোশনে) ধৌত করা প্রভৃতি রোগ সংক্রামণ নিবারক ব্যবস্থাগুলি সর্ব্বথা প্রত্যেক সংক্রামক রোগী সম্বন্ধেই পালনীয়। কিন্তু

সুস্থ জন্তু গুলি যদি রোগ নিবারক টিকা প্রয়োগের দ্বারা রক্ষিত থাকে, তাহা হইলে কখনও কখনও পৃথক করণ প্রথা শিথিল করা যাইতে পারে। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়া সম্ভব হইলে সর্ব্বদা তাহা লইতে হইবে এবং রোগ নিবারক টিকা দিতে হইবে। এই বিষয়ে অধিক জানিতে হইলে এই সকল পীড়া যে যে অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

গো-বসন্ত বা গুটী।

নাম—বসন্ত (বাঙ্গলা) গুটী ; এই নাম ভ্রান্তিমূলক—সাধারণের বিশ্বাস এই রোগ এক প্রকার বসন্ত ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা বসন্ত নহে।

প্রকৃতি—গো-বসন্ত টাইফয়েড জাতীয় এক প্রকার সংক্রামক রোগ। হার বিষ রোগীর রক্ত এবং শরীরের অন্যান্য পদার্থে বাস করে। এই রোগে চতুর্থ পাকস্থলী এবং অন্ত্রে ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ—এই রোগের প্রথম লক্ষণ শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি ; এই উত্তাপ তাপমান যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। সাধারণ লোকে যে সকল লক্ষণ দেখিতে পাইবে তাহা রোগের তিনটী অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—১ম অবস্থা—প্রথম অবস্থায় শরীরের জড়তা জন্মে ও কম্প হয় ; গাত্রের লোম সকল খাড়া হইয়া উঠে ; মুখ গরম হয় ; মুখের ভিতরকার অংশ রক্তাধিক্য বশতঃ লাল বর্ণ হয় ; অল্পক্ষণ স্থায়ী শুষ্ক কাসি হইয়া থাকে ; কর্ণদ্বয় ঝুলিয়া পড়ে ; কোষ্ঠ, প্রায় বদ্ধ থাকে এবং মলে আম শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে ; ক্ষুধা কিয়ৎ পরিমাণে কম হয় ; পিপাসা প্রায়ই অধিক হয় ; সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ পৃষ্ঠের, স্কন্ধের ও পশ্চাৎ ভাগের মাংস পেশী সকল মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া বা চমকিয়া উঠে ; পিঠের শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যায় এবং চারিপদ একত্র থাকে ; রোমন্থন কার্য্য (জ বর কাটা) ধীরে ধীরে এবং থাকিয়া থাকিয়া সম্পন্ন হয় ; দাঁত কিড় মিড় করে ; হাই উঠে ; পিঠের শিরদাঁড়া টিপিলে বেদনা অনুভব করে এবং নাড়ীর গতি দ্রুত হইয়া থাকে।

২য় অবস্থা—এই অবস্থায় মুখ, কাণ, শিং, পা এবং শরীরের অন্যান্য স্থানের উত্তাপ কম বেশী হয় অর্থাৎ কথনও বা শীতল হয় কথনও বা

গরম হয়, শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন হইয়া থাকে, অগ্নিমান্দ্য হয়, জাবর কাটা একেবারে বন্ধ হয়, চক্ষু হইতে অল্প অল্প ক্লেদ বাহির হইতে থাকে, পিঠের শিরদাঁড়া টিপিলে বেদনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোধ করে; পশ্চাৎ দিকে মাথা ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, জর বৃদ্ধি পায়। পিপাসা অধিক হয় ও জল গিলিতে কষ্ট হয়; মাংসপেশী সকলের কম্প বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত হয়, কিন্তু সমান ভাবে চলে না; নড়িতে কষ্ট বোধ হয়, দাঁতের মাড়ি এবং মুখের অভ্যন্তর ভাগও অত্যন্ত লাল হয়; জিহ্বার নিম্নভাগে, দাঁতের মাড়িতে, তালুতে এক প্রকার ক্ষত হয় ও সেই ক্ষতগুলি সরের মত বা ভুষির মত দ্রব্যে আবৃত থাকে। কোষ্ঠ অত্যন্ত বদ্ধ থাকে, মল, আম ও রক্তযুক্ত হয়; মলদ্বার ও যোনির অভ্যন্তরস্থ চর্ম্ম অত্যন্ত রক্তবর্ণ ও শুষ্ক থাকে; মলত্যাগের সময় বেগ দেয় বা কোঁৎপাড়ে এবং কখনও কখনও মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে।

৩য় অবস্থা—এই অবস্থা উপস্থিত হইলে চোক নাক ও মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে অত্যন্ত চট্‌চটে ক্লেদ নির্গত হয়, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়; দাঁতের মাড়িতে ও মুখের কোণে এবং অভ্যন্তরে, ঊর্দ্ধভাগে, নিম্নভাগে, ও জিহ্বায় এবং কখনও কখনও নাকের ভিতর ও চক্ষুর পাতার নীচে ক্ষত হইয়া থাকে, ঐ ক্ষত অল্প বা অধিক পরিমাণে হল্‌দে রঙের আবরণে আবৃত থাকে। সম্মুখের ছেদনকারী দাঁতগুলি আলগা হইয়া যায়; এই সময় হইতে মলত্যাগ আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ রক্ত ও আমযুক্ত ছোট ছোট কঠিন গুট্‌লে, পরে জলবৎ মল এবং তৎপরে আমরক্ত ও পচা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশযুক্ত কেবল মাত্র তরল মল নির্গত হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। কখন কখন চর্ম্মের নিম্নে বায়ু সঞ্চিত হইয়া ফুলিয়া উঠে। রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হয়, সর্ব্বদাই পিপাসা বোধ করে, কিন্তু গিলিবার কষ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়া থাকে, এবং পরে কাসি হয়, ও চর্ম্ম, শিং, মুখ, কাণ, পা ক্রমশঃ শীতল

হইয়া যায়। গাভী গর্ভবতী থাকিলে সচরাচর গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগী শুইয়া থাকে তাহার উঠিবার সামর্থ্য থাকে না এবং গোঁয়াইতে থাকে; অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, এবং ঘোং ঘোং করিয়া শব্দ করে। অজ্ঞাতসারে তরল রক্ত দাস্ত হইতে থাকে, নাড়ী পাওয়া যায় না এবং সচরাচর ছয় দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কখনও কখনও গলার নিম্নভাগে, পালানে, কুঁচকীতে, ঘাড়ে এবং পাজরায় চর্ম্মের উপর বসন্তের গুটি দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই গুটি হওয়া
পাজরায় চর্ম্মের উপর বসন্তের গুটি দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই গুটি হওয়া
লক্ষণটী যে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় এমন নহে।

গ্রীষ্মকালে যে সকল পশুর বসন্ত হয়, তাহাদের শরীরেই সচরাচর এই গুটি লক্ষিত হইয়া থাকে। বসন্তের এই সকল গুটি বাহির হওয়া সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করা হয়; কারণ প্রচুর পরিমাণে গুটি বাহির হইলে প্রায়ই রক্তামাশয়ের লক্ষণ সকল দেখা যায় না, এবং রোগও প্রায়ই উপশমিত হইয়া থাকে। যখন চর্ম্মে কোন গুটি বাহির হয় না এবং ভয়ানক রক্তামাশয়ের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় তখন প্রায়ই মৃত্যু ঘটে কোন কোন স্থানে এই রোগকে যে এক প্রকার বসন্ত বলিয়া মনে করে তাহা বড় অসঙ্গত নহে। যখন চর্ম্মের উপর গুটি স্পষ্ট লক্ষিত হয় তখন তাহারা ইহাকে 'মাতা' বলিয়া থাকে এবং যখন পাকস্থলী ও অন্ত্র সকল আক্রান্ত হইয়া রক্ত ও আম নির্গত হয় তখন ইহাকে "অন্দর-কা-মাতা" বা ভিতরের পীড়া বলিয়া থাকে। রোগ অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইলে বিকারের লক্ষণ সকল দেখা যায় ও ঐ পশু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতে থাকে, অবশেষে পড়িয়া যায়; জ্ঞান লোপ পায় ও মৃত্যু ঘটে।

রোগের বৈশেষিক লক্ষণগুলি এই যে—প্রথম অবস্থায় জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা, চক্ষু, নাসিকা এবং মুখ হইতে একপ্রকার পাতলা ক্লেদ

নির্গমন, দাঁতের মাড়ির ও মুখের ভিতরের অন্যান্য অংশের চর্ম্মে ক্ষত এবং রক্তামাশয়ের ন্যায় মল নিঃসরণ। ইহা ব্যতীত কখন কখন চর্ম্মের নীচে গুটি বাহির হয়। এই সকল লক্ষণ সকল সময় দেখা যায়—এমন নহে, তবে ইহাদের কতকগুলি সর্ব্বদা দেখা যায়।

রোগের স্থিতিকাল—এই রোগের স্থিতি কাল ১৬ দিন পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর ৯ দিন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে এই রোগের চিকিৎসায় ঔষধাদি অতি অল্পমাত্রই ফলদায়ক হয়। ভারতবর্ষের যে কথনও কথনও চিকিৎসা কার্য্যকরী হইতে দেখা যায়, ইহার কারণ এই যে এই রোগ আমাদের দেশজাত এবং এখানে ইহা প্রায়ই সামান্য আকারে দেখা দেয়। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এই রোগের চিকিৎসা প্রায়ই ফল প্রদ হয় না; তাহার কারণ এ রোগ সে সকল দেশে সর্ব্ব সময়ে দেখা যায় না। ইহা তথায় ব্যাপক ভাবেই দেখা দেয় এবং অত্যন্ত সাংঘাতিক আকারে আবির্ভূত হইয়া থাকে। সে সকল দেশে এই রোগ দেখা যাইলে ইহা দমন করিতে ও বিস্তার নিবারণ করিতে অতি কঠোর প্রণালী অবলম্বন করা হয়। এইভাবে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে, সে দেশবাসী লোক সকল এই রোগ একেবারে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এদেশে ঐ প্রকার যত্ন লইলে এখান হইতেও দূর করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে এই রোগ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকায় বিশেষ কঠোর প্রণালী অবলম্বন করার সুবিধা হয় না। কিন্তু ইহার বিস্তার নিবারণ করিতে হইলে সংক্রামক রোগ-নিবারক বিষয়ক অধ্যায়োক্ত নিয়মাবলী বিশেষ রূপে পালন করিতে হইবে। যে সকল পীড়া-নিবারক টিকা দিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে গোবসন্ত টিকা তাহাদের মধ্যে একটি।—এই রোগ ধরা পড়িবা মাত্র কলিকাতা ডাইরেক্টার অফ সিভিল ভেটরনারী বিভাগকে সংবাদ দিলে, তিনি একজন বিজ্ঞ গো-চিকিৎসক পাঠাইয়া

দেন। তিনি গিয়া Anti-Rinderpest Serum (এ্যাণ্টিরিণ্ডারপেষ্ট সিরাম বা গো-বসন্ত প্রতিষেধক) ইনজেক্‌সান দিয়া দিলে আর রোগ বিস্তারের সুযোগ থাকে না।

টিকা দুই প্রকার পাকা ও কাঁচা—পাকা টিকাতে পশুকে চিরকালের জন্য এবং কাঁচাতে তিন বৎসর রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। পাকা টিকার কয়েকটী অসুবিধা আছে, সেজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া করা উচিত।

ভারতবর্ষে সচরাচর যে প্রথা অবলম্বন করা হয়, তাহাতে পশুদিগের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, এবং টিকা দিবার স্থানে সামান্য একটু ফোলা ব্যতীত জ্বর কিংবা অন্য কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এই সময়ে পশুদিগকে কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার আবশ্যক নাই এবং গর্ভবতী গাভীকেও টিকা দিলে তাহার গর্ভস্রাবের কোন সম্ভাবনা নাই। টিকা দেওয়া হইলেও রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকার সম্ভাবনা অধিক কাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু ইহা আশু ফলপ্রদ। বিষ দোষ নাশক ঔষধদ্বারা এই রোগের বিষাক্ত বীজ বিনষ্ট করিবার আনুষঙ্গিক উপায়গুলি অবলম্বন করিলে ইহার আক্রমণ হইতে অনেকদিন পশুগুলিকে মুক্ত রাখা যায়। পীড়িত পশু অন্যান্য যে সকল পশুর সংস্পর্শে আসে তাহাদিগের সকলকেই টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা যে সকল পশুর টিকা দেওয়া হয় নাই তাহারা একে একে আক্রান্ত হওয়ায় এই রোগ দীর্ঘকাল সমান ভাবে চলিতে পারে এবং ঐ সময়ের মধ্যে রক্ষিত পশুগুলির টিকার শক্তি কমিয়া যাওয়ায়, উহা আশানুযায়ী ফলপ্রদ না হইতে পারে।

টিকা দেওয়া পশুকে পীড়িত পশুর সহিত্ ব:থচ্ছ মিশি ত দেওয়া যাইতে পারে। ইহ তে গো কর এই এক সুবিধা হয় যে, যে সকল পশুর টিকা দেওয় হয় নাই সেগুলিকে আর পৃথক্ করিয়া রাখি:ত হয় না। যে সকল পশুর টিকা দেওয়া হয় নাই ত:হাদেরও কতকগুলির ম.ধ্য ঐ

রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া সম্ভব। কিন্তু টিকা দিবার ফলে এই লক্ষণগুলি বিশেষ গুরুতর হইতে পারে না, আর যে পশুতে এই পীড়ার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইবে, সেই টীর চিরকালের জন্য এই রোগ হইতে স্থায়ী মুক্ত থাকার খুব সম্ভাবনা। পশুদিগকে এই রোগ হইতে স্থায়ী ভাবে মুক্ত রাখার জন্য আর এক প্রকার টিকা দিবার প্রথা আছে। ইহাতে তাহাদের এই রোগের সামান্য আক্রমণ সহ্য করিতে হয়, এবং অতি অল্প দিন মাত্র রোগে ভুগিতে হয় কিন্তু অতিশয় সাবধানে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার নির্ণয় করিতে হয়, নতুবা সাংঘাতিক ফল ঘটিতে পারে।

এই রোগাক্রান্ত পশুদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে ভালরূপ সেবা শুশ্রূষা ও উপযুক্ত পথ্য দ্বারা যাহাতে পীড়িত পশুর বল রক্ষা হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগাক্রান্ত পশুদিগের চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ ভালরূপ শুশ্রূষা ও উপযুক্ত পথ্য। ঔষধের জন্য এক হইতে দুই ড্রাম টিংচার আইওডিন্ (Tr. Iodin) এক পাঁইট জলের সহিত দিনে দুইবার দেওয়া যাইতে পারে। অথবা ২০ গ্রেণ আইওডিন্, ৩০ গ্রেণ, আইওডাইড অফ পটাশ (Iodide of Potash) পাঁচ আউন্স সিদ্ধ জলের সহিত গুলিয়া কুনুইয়ের নিকট চামড়ার নীচে ফুড়িয়া (Injection) দেওয়া যায়।

রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পেটের পীড়া হইয়াছে দেখা যায়, তখন পরিশিষ্টের ১৩ নং লিখিত ব্যবস্থামত ধারক ঔষধ, দিনে দুইবার মলত্যাগ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রয়োগ করিবে।

যথা সম্ভব বস্ত্রাদির দ্বারা, অভাবে চট দ্বারা, আবৃত করিয়া পশুরশরীর গরম রাখিতে হইবে।

পথ্য—চাউল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ঘন ভাতের মাড় প্রস্তুত করিবে এবং পশুকে ঐ মাড় খাইতে দিবে। রোগের প্রথম অবস্থায় এক বালতি জল তাহার সম্মুখে রাখিবে; কারণ যে সময় শরীরের উত্তাপ অধিক

হয়, সেই সময় তৃষ্ণা অধিক হয় এবং জলের জন্য কষ্ট পাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রচুর জল খাইতে দিবে, কিন্তু যখন মল নিঃসরণ হইতে থাকে, তখন নিয়মিত সময়ে অল্প পরিমাণে, কিন্তু বহুবারে, ঈষদুষ্ণ জল খাইতে দিতে পারা যায়। যথেষ্ট বস্ত্রাদির দ্বারা পশুর শরীর গরম রাখিতে হইবে।

দাস্ত বন্ধ হইলে ঔষধ খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে। টনিক হিসাবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ পাঁইট নাল্‌তে, চিরেতা বা নিমপাতার জল দেওয়া যাইতে পারে। রোগের ২য় ও ৩য় অবস্থায় কাঁচা বেল ১ সের, কুর্‌চির ছাল আধসের—৪ সের জল সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া, উদরাময় থাকা পর্য্যন্ত দিনে ৩ বার খাওয়ান যাইতে পারে।

পথ্য—চাউল উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া ঘন ভাতের মাড় প্রস্তুত করিবে ও তাহা পশুকে খাইতে দিবে। জল, তাজা ঘাস, কচি দূর্ব্বা, সবুজ গাছ গাছড়া খাইতে দিবে। কোন প্রকার কঠিন শুষ্ক আঁইশযুক্ত খাদ্য খাইতে দিবে না। রোগমুক্ত হওয়ার পর একমাস এই ভাবে যত্ন করা উচিত।

সাবধানতা—পীড়িত পশুকে পৃথক রাখিবে: নচেৎ এক গরুর দল হইতে অন্য গরুর দলে এই সংক্রামক রোগের বীজ ছড়াইয়া পড়িতে পারে। টিকা দেওয়ার পর যথেচ্ছা মিশিতে পারে।

মেষ ও ছাগলের বসন্ত হইতে পারে কিন্তু সংক্রামক রোগের বীজের সংস্পর্শে আসিলে গরু বাছুরের এই রোগে শীঘ্র আক্রান্ত হইবার যত অধিক সম্ভাবনা, মেষ ও ছাগলের তত নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে মেষ ও ছাগলেরা যদিও এই রোগে আক্রান্ত না হইতে পারে, তথাপি তাহারা এক গরুর দল হইতে অন্য গরুর দলে এই সংক্রামক রোগের বীজ লইয়া যাইতে পারে।

গরু ও বাছুরের ন্যায় মেষ ও ছাগলাদিকে টিকা দিয়া বসন্ত হইতে রক্ষা করা যায়। উপরোক্ত চিকিৎসা প্রণালী তাহাদিগের জন্য ও

প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গরুর জন্য যে পরিমাণ ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার একষষ্ঠাংশ পরিমাণ উহাদিগকে খাওয়াইবে।

মৃত দেহের লক্ষণ।—এই লক্ষণ সকল রোগের স্থিতিকাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়, এবং রোগের প্রাবল্য বা অন্য অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে স্থলে রোগ প্রবল ভাব ধারণ করে এবং অতি সত্বর মারাত্মক হইয়া উঠে সে স্থলে মুখের, কণ্ঠের ও গলার নলীর এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী নামক আভ্যন্তরিক পটহ বা চর্ম্ম, রক্তাধিক্য বশতঃ লাল বর্ণ ও স্ফীত হইতে দেখা যায়। গরুর চতুর্থ পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অতিশয় রক্তাধিক্য হয় এবং হইা ঘোর লাল বর্ণ ও স্থানে স্থানে এমন কি কাল বর্ণ হইতে দেখায়।

অন্ত্র মধ্যে সর্ব্বত্র রক্তাধিক্য সূচক কৃষ্ণবর্ণ দাগ দৃষ্টিগোচর হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরিভাগ আটাবিশিষ্ট রক্ত বর্ণ রসে আবৃত থাকে। যে স্থলে রোগের গতি তেমন দ্রুত হয় না এবং মুখে ক্ষত হইয়া থাকে তাহাতেই রোগের লক্ষণগুলি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ পাকস্থলীর সকল অংশই রোগের চিহ্ন ধারণ করে।

দাতের মাড়ি এবং মুখের ও গলার নলীর ভিতরকার সকল অংশই ক্ষত বিক্ষত ও নালীঘা পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। গলার নলী ও শ্বাস নলীর ঊর্দ্ধ অংশ প্রায়ই রক্তাধিক্য হেতু লাল বর্ণ দেখায় ও কখন কখন নালী ঘা সংযুক্ত থাকে।

ফুসফুসে রক্তাধিক্য দেখা যায় ও উহারা বায়ু কর্ত্তৃক প্রসারিত হয়।

হৃদযন্ত্রের অভ্যন্তরে কখন কখন রক্তাধিক্য থাকে ও প্রায়ই রক্ত নির্গমচিহ্ন সকল দৃষ্ট হয়। বসন্ত রোগের প্রধান প্রধান ও বিশেষ লক্ষণগুলি গরুর চতুর্থ পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে দেখা যায়।

পাইলোরাস নামক ছিদ্রে ও তাহার সন্নিকটস্থ ভাঁজ গুলিতে ক্ষত বিরল নহে। কখন কখন ঐ স্থানের প্রদাহ হেতু রস নির্গত হইয়া এক

প্রকার কৃত্রিম জালবৎ ত্বক্ বা চর্ম্ম জমিয়া থাকে, ইহা ছাড়াইয়া ফেলা যায়। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথমাংশ প্রায় চতুর্থ পাকস্থলীর ন্যায় অবস্থাপন্ন হয়। অন্ত্রের অবশিষ্টাংশে স্থানে স্থানে রক্তাধিক্যের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং পেয়ারস্ প্যাচ নামক গ্ল্যাণ্ড (গ্রন্থি বা কণ্ডু) গুলি স্ফীত হইয়া থাকে এবং প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত রূপ নিঃস্থত পদার্থে আবৃত থাকে। বৃহৎ অন্ত্রেও অল্প বিস্তর রক্ত সংস্থান ও রক্ত নির্গম চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয়। রেক্টাম নামক বৃহৎ অন্ত্রের যে অংশ আছে তাহাতেও রক্তাধিক্য হওয়ায় উহা উজ্জ্বলতর রক্তবর্ণ দেখায়, এবং সচরাচর ইহাতে রক্তাধিক্যের রেখা গুলি লম্বালম্বি ভাবে থাকে।

যকৃৎ প্রায় অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ হয় এবং কখন কখন ইহাতেও রক্তাধিক্য দেখা যায় পিত্তাশয়ের শৈষ্মিক ঝিল্লীতে অনেক সময়ে ক্ষত দেখা যায়, এবং ইহাতে বিন্দু বিন্দু নিঃস্থত পদার্থ জমিয়া থাকে।

এঁসো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই রোগ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। সাধারণ নামগুলি নিম্নে লিখিত হইল।—

বাঙ্গালার দক্ষিণ অংশে এঁসো: উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে খুরপাকা; পাঞ্জাবে মানখুর; বোম্বাইয়ে খুরুয়া এবং মান্দ্রাজে মুপা।

প্রকৃতি—ইহা এক প্রকার সংক্রামক জ্বর এবং ইহাতে গরুর মুখে পায়ে এবং পালানে ফুস্কুড়ির মত গুটি বাহির হয়; কখন বা কেবল মাত্র মুখে অথবা কেবল মাত্র পায়ে এইরূপ গুটি হইয়া থাকে; কোন কোন স্থলে প্রথমে পায়, এবং কোন কোন স্থলে প্রথমে মুখে গুটি বাহির হইয়া থাকে। এই রোগ গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর এবং পক্ষীদিগকেও আক্রমণ করে। এই রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া কখন কখন মনুষ্যেরাও গলার ভিতর এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সকল সময়েই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

পশুগণ জীবিত কালের মধ্যে অনেকবার এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে।

কারণ—ইহা সর্ব্বদা সংক্রামকবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এই সংক্রামক বীজ কোথা হইতে আইসে তাহা ঠিক করা কঠিন হয়। সচরাচর পশুরাই ইহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া থাকে এবং মানুষেও ইহার বিস্তারের কারণ হইতে পারে। যে স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তথা হইতে খড় কুটা ইত্যাদি পশুদিগের খাদ্য আহরণ দ্বারাও এই রোগের বীজ আনীত হইতে পারে।

পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, এই রোগের সংক্রামকবীজ শরীর

মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর এবং বাহিরে রোগ লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ২০ ঘণ্টা হইতে দুই দিন পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়; কিন্তু সচরাচর ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগ লক্ষণ সকল প্রকাশ হইয়া থাকে।

রোগ লক্ষণ—প্রথমেই কম্পের লক্ষণ দৃষ্ট হয় তৎপরে জ্বর আসে ও মুখ শিঙ এবং পা গরম হইয়া উঠে, আর ঠোঁটে ঠোঁটে লাগিয়া এক প্রকার শব্দ হয় এবং মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহার পর মুখে ও গায়ে এবং গাভী হইলে পালান ও বাঁটে ফুস্কুড়ির ন্যায় গুটি দেখা যায়। এই সকল গুটি দেখিতে সীমের বীচির ন্যায়। কখনও নাকের ভিতরের ঝিল্লীতেও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা বা ফুস্কুড়ি দেখা যায় এবং উহা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফাটিয়া যায় অথচ সেই স্থলে লাল বেদনা যুক্ত দাগ থাকে। এই ক্ষতগুলি হয় শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায় নতুবা ঘায়ে পরিণত হয়। মুখের মধ্যে প্রধানতঃ জিহ্বাতেই ঐরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু কোন কোন স্থলে দাঁতের গোড়ায় বা মাড়িতে ও তালুতে ও গালের ভিতরেও ঐরূপ ফুস্কুড়ি বাহির হয়। পায়ের যে স্থলে চর্ম্ম ও খুর সংলগ্ন আছে তথায় ও খুরের মধ্যভাগে ঐরূপ ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে। মুখের ভিতর অত্যন্ত বেদনা হয় এবং জ্বর থাকায় পশুটী কিছু খায় না। পশুটীর যে পায়ে রোগ হয় সেই পায় খোঁড়াইতে থাকে।

যদি বলদের ঐ পীড়া হয় এবং তাহার উপর তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হয় তাহা হইলে উপরোক্ত লক্ষণগুলি গুরুতররূপে প্রকাশিত হয়, পা ফুলিয়া উঠে, খুরগুলি প্রায় খসিয়া পড়ে, এবং কখনও কখনও পায়ে ফোড়া হইয়া থাকে।

যখন পালানে ও বাঁটে ফুস্কুড়ি হয় তখন ঐ সকল স্থান ফুলিয়া উঠে ও উভয় স্থানেই বেদনা হয়।

এই রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ বাছুরে খাইলে তাহারও এই রোগ হয়।

দোহনকালে গোয়ালার হস্ত কর্ত্তৃক বাঁটের ফুস্কুড়িযুক্ত স্থান চাপ

পাওয়াতে দুগ্ধবতী গাভীর পালানে অত্যন্ত বেদনা হয়; দুগ্ধ দোহন না করিলে ঐ পালান ফুলিয়া উঠে ও উহাতে প্রদাহ জন্মে।

ঘৃত বা অন্য প্রকার স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত) দ্রব্য দ্বারা পালান যথা সম্ভব নরম করিয়া অতি ধীরে ধীরে দোহন করিতে হয়। পূর্ব্বে নীরোগ পশুগুলির দোহন শেষ হইলে পরে রোগাক্রান্ত পশু দোহন করা উচিত।

যে হাত দিয়া রোগাক্রান্ত গাভীর পালান দোহন করা হয়, তাহার দুগ্ধ দোহন করিবার পর উত্তমরূপে ধোওয়া না হইলে পরবর্ত্তী সুস্থ গাভী দোহন কালে ঐ সংক্রামক রোগের বীজ তাহাতেও লাগিয়া যাইতে পারে; তাহাতে সেই পশুও এই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ ব্যবহার না করাই উচিত। যদি একান্তই ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে সুসিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবে।

কখন কখন গোবসন্তের সহিত এই রোগের ভুল হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে এঁসো রোগে দাস্ত হইতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বসন্ত রোগে পেটের অসুখ ও রক্তামাশয় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে এবং গরুর পায়ে কোন রোগ হয় না।

রোগাক্রান্ত পশুকে উপযুক্ত যত্ন করিলে জ্বরের লক্ষণ সকল তিন চারিদিনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, এবং দশ, পনর দিনের মধ্যে শরীরের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না হইলে পশুটী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু পীড়িত পশু উপযুক্ত যত্ন না পাইলে এবং পীড়িত বলদকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে তাহাদের জ্বর গুরুতর হইয়া উঠে, ক্ষুধা কমিয়া যায় এবং খুর ও পায়ের মধ্যে ঘা বিস্তৃত হইয়া খুর খসিয়া যায়, পা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, উহাতে ফোড়া হয়, এবং দশ বার দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

বিলাতের গাভীগুলি আকারে বৃহৎ এবং ভারে অধিক হওয়ায় তাহারা এদেশস্থ অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা গাভীদিগের অপেক্ষা এই রোগে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে

কোন কোন স্থলে কখন কখন এই রোগ প্রবল ভাব ধারণ করে; কখনও বা সেরূপ হয় না।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই পীড়া প্রবল ভাব ধারণ করিলে তথায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা প্রায় আশীটি পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষে মৃত্যু সংখ্যা দুই তিনটীর বেশী হওয়া উচিত নহে, যেহেতু সামান্য রূপ যত্ন করিলে কোন পশুই এই রোগে প্রায় মারা যায় না।

চিকিৎসা—পীড়িত পশুকে গোয়ালের মধ্যে ছায়ায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ঐ গোয়ালঘরের মেজে বিশেষরূপ পরিষ্কার রাখা ও গোয়াল-ঘরের মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দিবসের মধ্যে দুই তিন বার গরম জলে লবণ (এক পাইন্টে ১ ড্রাম) দিয়া প্রথমে মুখ ধোয়াইয়া দিয়া পরে ১৮ বা ১৯নং ব্যবস্থা মত ঔষধ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করাইবে।

সকল স্থান হইতে বিশেষতঃ ক্ষুরের মধ্যভাগ হইতে সমস্ত ময়লা যত্নপূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ দুইবার গরম জল দিয়া পা ধোয়াইয়া দিবে ও সেক দিবে এবং টিংচার আয়োডিন লাগাইয়া বোরিকের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা ঐ ক্ষত স্থান বিধিমত বাঁধিয়া রাখিবে। ক্ষত-স্থানে ঔষধ দিবার সুবিধা না থাকিলে আলকাতরা লাগাইয়া দিবে।

গরুর পালানে, বাঁটে বা অন্যান্য অংশে ঘা হইলে ঐ সকল স্থান পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বদা ধোয়াইয়া দিবে এবং ঔষধাদি লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে; এইরূপ করিলে ঐ সকল ঘায়ে মাছি না বসিতে পাওয়ার পোকা পড়িতে পারে না, এজন্য শীঘ্র আরাম হয়।

অধিক জ্বর থাকিলে দিবসে দুইবার করিয়া ৫ বা ৬ নং ব্যবস্থানত ঔষধ খাওয়াইবে।

দূর্ব্বা বা কচি লুসার্ণ ঘাসের ন্যায় কোমল তাজা ঘাস খাইতে দিবে

এবং ভাতের পাতলা মাড় যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে দিবে, ঐ মাড়ের সহিত দিনের মধ্যে একবার দুই তিন আউন্স পরিমাণ চিটাগুড় ও এক আউন্স পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকে এই রোগাক্রান্ত পশুগুলিকে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত জলে বা কাদায় ডুবাইয়া রাখে, ইহাতে ঘায়ে মাছি বসিতে পায় না বটে, কিন্তু কখন কখন বালি ও কাদা লোম ও ক্ষুরের মধ্যে অথবা ক্ষত বা কাটা স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাতে ক্ষুর খসিয়া পড়িতে পারে।

সংক্রামক রোগের বীজ হইতে এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব প্রথম অধ্যায়ে লিখিত সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত এবং যাহাতে ঐ সকল নিয়ম সম্যক্ প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

গলাফুলা।

তড়কা রোগের লক্ষণ সকল প্রায় গলাফুলা রোগের লক্ষণের ন্যায় বলিয়া উহাদের সহিত প্রায়ই এই রোগের ভুল হইয়া থাকে।

রোগের প্রকৃতি ও কারণ—গলাফুলা রোগ রক্ত দুষ্টি জনিত অতিশয় সাংঘাতিক সংক্রামক রোগ। প্রধানতঃ এই রোগ মহিষগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে ; কিন্তু গবাদি পশুগণও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পায় না :. শকরেরাও কখন কখন এই রোগে আক্রান্ত হয়। অশ্ব ও গর্দ্দভ এই পীড়ায় মারা যায় এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

এই রোগ প্রধানতঃ বর্ষাকালেই প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু বৎসরের অন্যান্য ঋতুতে বিশেষতঃ পৌষ মাসের বৃষ্টির পরে ও ইহার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে সকল নিম্ন প্রদেশ মধ্যে মধ্যে বন্যার জলে প্লাবিত হয়, তথায় ইহার প্রাদুর্ভাব অধিকতর হইয়া থাকে।

অধিক বয়স্ক পশুগণ অপেক্ষা অল্প বয়স্ক পশু গণই এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়।

ভারতবর্ষে এই রোগ সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে তাহার বিশেষ লক্ষণ এই :—ইহা প্রবল ব্যাত্যার ন্যায় আসে, এবং শিশুও সবল পশু-হনন করিয়া ঝড়েরই ন্যায় অন্তর্হিত হয়।

গলায় একটী বড় ফোলা দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আর এই রোগ আর এক প্রকারের আছে তাহাতে প্রধানতঃ ফুসফুস ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং কখনকখন ইহার সহিত

অন্ত্রের মধ্যভাগেও প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগ ভারতবর্ষে সচরাচর দেখা যায় না।

রোগলক্ষণ—জর অত্যন্ত প্রবল হয় এবং সচরাচর গলায় সীমাবদ্ধ একটী স্ফীতি লক্ষিত হয়, জিহ্বা ফুলিয়া উঠে ও লালা পড়িতে থাকে, গিলিতে ও শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়; নাসিকার ও চক্ষের পাতায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ঘোর রক্ত বর্ণ ধারণ করে। এই সকল স্থানের ফোলা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে এবং পশুটী তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ও গিলিতে অধিকতর কষ্ট অনুভব করে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গলার ভিতরে ঘড় ঘড় শব্দ অনেক দূর হইতে শুনা যায়।

নাসিকা হইতে এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ পিচ্ছিল রস বা ক্লেদ নির্গত হইতে দেখা যায়।

সচরাচর ফোলাটি গলা হইতে ক্রমশঃ বুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় মৃত্যু ঘটে।

এই রোগে ফোলা স্থানটী কঠিন উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ জোরে চাপ দিলে কড় কড় করিয়া শব্দ হয় না।

কোনও কোনও স্থলে গলা ব্যতীত শরীরের অন্যস্থানে, যথা পেট, মুখ কিম্বা একটা পায়ে ফুলা দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন প্রস্রাব রক্তবর্ণ এবং মল তরল ও রক্তমিশ্রিত হইয়া থাকে।

এই রোগের স্থিতিকাল ২।৩ ঘণ্টা হইতে ২।৩ দিবস পর্য্যন্ত। যে সকল পশু তিন দিবসের অধিক কাল জীবিত থাকে তাহারা প্রায় আরোগ্য লাভ করে।

দশ দিবসের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় শেষ হইয়া আইসে এবং যে সকল পশু পীড়িত হয়, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০টী এমন কি সকল গুলিই মারা যাইতে পারে।

মৃতাবস্থার লক্ষণ—ফোলা স্থান মোটামুটি কঠিন হইয়া থাকে; কিন্তু

তাহাতে অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কড় কড় করিয়া শব্দ হয় না। ইহা কাটিলে দেখা যায় যে ইহার ভিতরে হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত এক প্রকার আটা বিশিষ্ট পদার্থ আছে; তাহার মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ রক্তাক্ত অংশ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। গলায় এই রোগ জন্মিলে জিহ্বার গোড়া ফুলিয়া থাকে এবং জিহ্বায় ও মুখের পশ্চাদ্ভাগে ঘোর রক্তবর্ণ অংশ সকল দৃষ্ট হয়। গলার সমস্ত অংশই অতিশয় ফুলিয়া উঠে ও জল ভরা হয়, চতুঃপার্শ্বস্থ ও সন্নিকটস্থ গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে এবং রক্তস্রাবে আবৃত থাকে। শ্বাস নালী ও ফুসফুসে রক্তবর্ণ তরল গাজলাযুক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয় এবং ফুসফুসে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে।

হৃদ্‌যন্ত্র কোমল হয় এবং ইহার গহ্বরে অল্প পরিমাণ ঈষৎ জমাট বা তরল রক্ত থাকে। মোটের উপর রক্তের বর্ণ প্রায় সর্ব্বদা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। প্লীহা স্বাভাবিক আয়তনের ও স্বাভাবিক আকারের থাকে। চতুর্থ পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে রক্তাক্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ইহাদের গাত্রে সচরাচর রক্তস্রাব জনিত লাল চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়।

রোগ নির্ণয়—এই পীড়ার সহিত "তড়্‌কা" ও "বাদলা" রোগের ভুল হইতে পারে, সে জন্য যে যে অধ্যায়ে ঐ সকল রোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই রোগ বুকে হইলে "ফুসফুস ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ" রোগের সহিত ভুল হইতে পারে কিন্তু শেষোক্ত পীড়াটি কেবল মাত্র বুকেই আবদ্ধ থাকে, এবং ইহার স্থিতিকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

চিকিৎসা—এই রোগ অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পায় অতএব ঔষধ দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিতে হইলে কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে, কিন্তু চিকিৎসা যে বিশেষ ফলদায়ক হয় না তাহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। এই রোগ নিবারক টিকা অতি অল্পদিন হইল উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং কাঁচা বা পাকা টিকা **Veterinary assistant** কে দিয়া দেওয়াইয়া লইবেন।

এক বা দুই আউন্স কর্পূর, পরিমাণ মত মধু বা চিটা গুড়ের সহিত গরুকে খাইতে দিবার চেষ্টা করিবে। যদি তাহার লেহন করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে নিকটে রাখিয়া দিবে। স্ফীতস্থানে কর্পূর, তার্পিন ও সরিষার তৈল দ্বারা উত্তমরূপে মালিসের প্রয়োজন। চামড়ার নীচে যদি ফুঁড়িয়া (Injection) ঔষধ দেওয়া যায়, তবে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়া আরও ভাল। সুস্থ পশুকে আগে কাঁচা টিকা দিয়া, পাকা টিকা লওয়ার উপযুক্ত করিয়া লইলে ভাল হয়। ঔষধ খাওয়াইবার সময় দম আটকাইয়া না যায়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক। অনেক সময় পশু-চিকিৎসকেরা গলার মধ্যস্থলে শ্বাসনালীতে ছিদ্র করিয়া দেন। পীড়িত পশুটি সেই ছিদ্র দিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে পারে। কোন কোন স্থলে এই উপায়ে গরুর জীবন রক্ষা হইয়া থাকে।

ফোলার চিকিৎসার্থ একটী লোহার শিক পোড়াইয়া লালবর্ণ হইলে তাহার দ্বারা ঐ ফুলার উপর দাগ দিবে, কিন্তু সাবধান হইতে হইবে, যেন দাগ দিবার সময় অধিক গভীর ভাবে পুড়িয়া না যায়, তাহা হইলে পুঁয হইতে পারে।

সতর্কতা—পালের মধ্যে কোন একটি গরুর এই রোগ হইলে বিশেষ সাবধান হইবে। তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় সংবাদ দিয়া গো-চিকিৎসক ডাকাইয়া Serum (সেরাম) দিয়া টিকা দেওয়াইয়া লইবেন। তবে পালের অন্য গরু রক্ষা পাইতে পারে। সন্দেহজনক গোচারণ-ভূমিকে বার বার চাষ দ্বারা মাটি উলট্ পালট্ করিয়া দিলে, রৌদ্রের তাপে তন্মধ্যস্থ রোগ বীজ নষ্ট হইয়া যায়।

তড়্কা বা Authurax.

নাম—তড়কা পশ্চিমা (বাঙ্গালা)।

রোগের প্রকৃতি—ইহা একটা রক্ত সম্বন্ধীয় সংক্রামক রোগ বিশেষ। হঠাৎ আক্রমণ এবং অনেক সময় হঠাৎ মৃত্যু ইহার লক্ষণ। এই রোগে যে পশুদিগকে আক্রমণ করে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে লোকের ইহা জানা আছে। বৎসরের সর্ব্ব সময়ে ও প্রায় সর্ব্ব দেশে বিশেষ জলময় স্যাঁত-সেঁতে ভূমিতেই ইহা প্রায় প্রাদুর্ভূত হয়। এক স্থানে ইহা বৎসর বৎসর হইয়া থাকে এবং দূষিত জল নিষ্কাশণের পয়ঃপ্রণালী বা ড্রেনের সুবন্দোবস্ত থাকিলে ইহার বারংবার আবির্ভাবের সম্ভাবনা কিয়ৎপরিমাণে কম হয়। বৃহৎকায় পশুগণের মধ্যে অশ্ব, গো, মহিষ, মেষ, ছাগল, হরিণ ও উষ্ট্রগণ এই রোগের সংস্পর্শে আসিলে আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা। এই রোগ যাবতীয় পশু, কোন কোন পক্ষী এবং মনুষ্য গণকেও আক্রমণ করিয়া থাকে।

কুকুর ও শূকরদিগের সহজে এই রোগ হয় না।

রোগের কারণ—এক প্রকার বিশেষ কীটাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি শীঘ্র সংখ্যায় বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে এবং এই রোগের সৃষ্টি করে। চর্ম্মে সামান্য ক্ষত থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া, পানীয় জলের সহিত, কখন বা নিশ্বাস টানিবার সময় বায়ুর সহিত এই জাতীয় কীটাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। এই কীটাণু বীজের বিষ, বহু কাল জীবিত থাকে। পশুর মৃতদেহ যে স্থানে প্রোথিত করা হয় বা ফেলিয়া দেওয়া হয় সেই স্থানের জল বায়ুর সংস্পর্শে যে ঐ বীজ অন্যত্র নীত হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই রোগে পীড়িত পশুদিগের শরীর হইতে নির্গত মলমূত্রাদি কর্তৃক এই পীড়া বিস্তৃত হইয়া থাকে

এবং মনুষ্য দ্বারা—বিশেষতঃ যাহারা ভেড়ার লোমের কার্য্য করে বা মৃত পশুর চর্ম্ম কাটে, কিম্বা বাসন, খাদ্য ও জল প্রভৃতি লইয়া নাড়া চাড়া করে অথবা রোগীর সংস্পর্শ হেতু, এই রোগ-বিস্তৃতির কারণ ঘটিয়া থাকে।

মশকাদি দংশন দ্বারা অন্য পশুতে রোগ যাইতে পারে। শৃগাল, কুকুর, শকুনি প্রভৃতি মৃত খাদক পশু ও রোগ বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করে। চামড়ার আমদানী রপ্তানি দ্বারা দেশ হইতে দেশান্তরে রোগ যাইতে পারে। রোগের স্থিতিকাল সচরচার ১২ ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত, কিন্তু রোগ প্রকাশ পাইতে ইহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগিতে পারে।

রোগের লক্ষণ—লক্ষণ সকল বর্ণনা করিবার সুবিধার জন্য এই রোগকে ভিতরের ও বাহিরের এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ চক্ষে দেখা যায় এমন কোনও চিহ্ন না থাকিলেও না থাকিতে পারে অথবা শরীরের অংশ বিশেষ ফুলিতে দেখা যাইতে পারে।

প্রথম প্রকারে, বাহিরে কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পশুর হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। যাহা হউক নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি দেখা গিয়া থাকে, যথা :—

পশু অস্থির হয়, একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, চক্ষুর পাতার ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্ত সংস্থান হয়, জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয়, নাড়ী দ্রুত হয়, পশুর আকৃতি দেখিলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হয় এবং মাংসপেশী সমূহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে থাকে। সচরাচর নাসিকা হইতে ক্লেদ নির্গত হয়, উহাতে রক্ত চিহ্ন থাকিতে পারে। অন্ত্র প্রদেশে শূল বেদনা হয় ও পেট ফুলিতে দেখা যায়, এবং ঐ পশু কোঁৎ পাড়িতে থাকে তখন মলদ্বার কিয়ৎ পরিমাণে বাহিরে আসিয়া পড়িতে পারে।

রক্তাক্ত মল নির্গত হইতে থাকে এবং প্রস্রাব সচরাচর অত্যন্ত গাঢ়

হইয়া থাকে। ঐ পশু টলিতে টলিতে ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং ছটফট করিতে থাকে, ইহাতে ১০ ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কখন কখন অতিশয় উত্তেজনার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় এবং ঐ পশু পাগলের মত হইয়া যায়। এই অবস্থার পর অবসাদ আইসে।

কোন কোন স্থানে রোগের লক্ষণগুলি তত প্রবল হয় না, সে অবস্থায় প্রায়ই আরোগ্য লাভ হয়। দেহের বাহিরে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একটী কঠিন সীমাবদ্ধ স্ফীতি পরিলক্ষিত হয়, উহাতে অতিশয় বেদনা হয় এবং উহা বর্ত্তুলাকার ধারণ করে। শরীরের যে কোন অংশে ঐরূপ স্ফীতি হইতে পারে কিন্তু সচরাচর কণ্ঠে, গলায়, স্কন্ধে বা পেটের উপরি ভাগে উহা দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফীত স্থান শীতল হইয়া থাকে, উহাতে বেদনা থাকে না, এবং উহা পচিতে আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শীতল বেদনাশূন্য স্ফীতি চর্ম্মের স্থানে স্থানে দেখা গিয়া থাকে। গলাতে সচরাচর ঐরূপ বিশেষ স্ফীতি চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং রোগী জ্বরে ভুগিতে থাকে, গিলিতে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ক্লেশানুভব করে। শরীরাভ্যন্তর অপেক্ষা চর্ম্মে বা বহিঃ প্রদেশে এই রোগ হইলে তত মারাত্মক হয় না এবং এই রোগ যদি গলায় না হয় তাহা হইলে তিন দিবস হইতে সাত দিবস পর্য্যন্ত এই রোগের স্থিতি হয়। এই পীড়া হইলে শতকরা ৮০ টী হইতে ১০০টী পর্য্যন্ত পশু মরিয়া যায় এবং রোগ আবির্ভাব হইবার প্রারম্ভেই সচরাচর মৃত্যু সংখ্যা অধিক ঘটিয়া থাকে।

এই রোগের আক্রমণ হইতে আরোগ্য লাভ করিলে বহু দিনের জন্য ঐ পশুটীর ইহার পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

মৃতদেহের লক্ষণ—যে যে স্থলে হঠাৎ মৃত্যু সংঘটিত হয় তথায় কোন বাহ্যিক লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয় না। যাহা হউক সচরাচর ঐ পশুর

মৃত দেহ শীঘ্র পচিতে আরম্ভ করে। ইহা ফুলিয়া উঠে ও বায়ু পূর্ণ হয়। মৃত্যুর পর শরীরের কাঠিন্য যদি আগৌ হইয়া থাকে তাহা হইলে অতি অল্পমাত্র হয়। মাংসপেশী সকল কোমল হয় এবং রক্ত এক প্রকার বিশেষ ভাব ধারণ করে; উহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও আলকাতরার ন্যায় ঘন বলিয়া বোধ হয়। যে সকল যন্ত্র রোগাক্রান্ত হয় তন্মধ্যে প্লীহাই সর্ব্ব প্রধান। ইহা সর্ব্বদাই অস্বাভাবিক লক্ষণ ধারণ করে, আকারে বৃহৎ হয় ও কৃষ্ণবর্ণ আলকাতরার মত ঘন রক্তে পূর্ণ হইয়া যায়। ইহা কোমল ভাব ধারণ করে এবং প্রায়ই ফাটিয়া যায়।

ফুসফুসে সচরাচর রক্তাধিক্য হইয়া থাকে এবং উহারা ফুলিয়া উঠে। অন্ত্র মধ্যে সচরাচর রক্তাভ পদার্থ দৃষ্ট হয় এবং চতুর্থ পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ঘোর রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। যে স্থানে পীড়া অত্যন্ত প্রবল ভাব ধারণ করে সেই স্থানে ক্ষত জন্মে। কোন কোন স্থলে অন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে কিন্তু ইহা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

রোগ নির্ণয়—রক্ত পরীক্ষা করিয়া গো চিকিৎসকগণ অনায়াসে এই রোগ যথাযথ ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন। কোন কোন স্থলে মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। শরীরাভ্যন্তরস্থ রোগ হইতে মৃত্যু হইলে উহার সহিত মৃগীরোগে, বজ্রাঘাতে বা স্থল বিশেষে বসন্ত রোগে মৃত্যুর সহিত ভ্রম হইয়া থাকে। জীবিতাবস্থায় গোবসন্তে যে বিশেষ ভাবে পেটের অসুখ হইয়া থাকে উহা রোগ নির্ণয় পক্ষে সহায়তা করে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই জ্বরে রক্ত ও প্লীহার অবস্থায় বিশেষত্ব আছে। শরীরের বাহিরে এই রোগ হইলে "গলা ফুলা" ও "বাদলা" রোগের সহিত এই রোগের ভ্রম হইতে পারে।

প্রথমোক্তরূপ রোগ উৎপন্ন হইলে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা ব্যতীত

এই রূপ সদৃশ লক্ষণযুক্ত রোগ হইতে ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা সুকঠিন।

যে অধ্যায়ে "বাদলা" নামক রোগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে অবগত হওয়া যাইবে যে ঐ রোগের ফোলা একটী উপসর্গ মাত্র।

চিকিৎসা—ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা প্রায়ই ফলদায়ক হয় না।

রোগনিবারণের উপায়—রোগের আবির্ভাব হইবামাত্র টিকা দেওয়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিলে অনায়াসে এই রোগ নিবারক টিকা দেওয়া যাইতে পারে। এই রোগে মৃত পশুদিগের দেহ অতি সাবধানে বিনষ্ট করিতে হইবে কারণ মৃতদেহগুলি রোগ বিস্তৃতির প্রধান হেতু। যদি তাহাদের মৃতদেহ পোড়ান না হয় তাহা হইলে ছয় ফুট মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করা উচিত। জলাশয়ের নিকটে তাহাদিগের দেহ প্রোথিত করা উচিত নহে ;—পতিত জমিতেই তাহাদের কবর দেওয়া বিধেয়।

শবদেহ স্থানান্তরিত করিবার কালে উহাদের সমুদয় স্বাভাবিক ছিদ্র কদ্দমদ্বারা বিশেষরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত এবং কিছুতেই ঐ মৃতদেহ কর্ত্তন করা বা ইহার কোন অংশ স্থানান্তরিত করিতে দেওয়া উচিত নহে।

পীড়িত পশুদিগকে যে স্থানে রাখা হয়, অতি সাবধানে তথাকার বিষদোষ নাশ করা কর্ত্তব্য এবং তদ্বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ের নিয়মাবলী সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করা উচিত।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই পীড়া মানুষেরও হইতে পারে এবং অধিকাংশ স্থলে ইহা মারাত্মক হইয়া থাকে। যাহারা রোগযুক্ত গরুর তত্ত্বাবধান করিবে তাহারা যেন বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে, বিশেষতঃ যাহাদের হাতে ক্ষত আছে তাহারা রোগযুক্ত পশুকে স্পর্শ করিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—একান্ত আবশ্যক না হইলে এই রোগে মৃত পশুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করা কোন প্রকারেও বিধেয় নহে। বিশেষ কারণে এরূপ করিতে হইলে পশু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ইহা সম্পন্ন করা উচিত। বিশেষ সাবধান না হইলে ছেদনকারী এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। কর্ত্তিত অংশের বিষদোষ নাশ করা ও সেই সকল অংশের বিনাশ সাধন কার্য্যে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

বাদলা (Black Quarter)।

রোগের প্রকৃতি—ইহা সংক্রামক রোগ বিশেষ। কীটাণু বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হয়। গলায় কাঁধে, পিঠে, কোমরে, উরুতে সীমাবদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্ফীতি হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। তিন মাস হইতে চার বর্ষ বয়স্ক পশুরা এই রোগে পীড়িত হইয়া থাকে; কিন্তু অধিক বয়স্ক পশুও অব্যাহতি পায় না। রুগ্ন ও ক্ষীণ পশু অপেক্ষা সুস্থ পশু সকল এই রোগগ্রস্ত অধিক হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। সমস্ত গৃহপালিত পশু এই রোগে আক্রান্ত হয়। কোন কোন চরিবার মাঠ হইতে এই রোগ সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ জলা ভূমিতে হইয়া থাকে। একবার এই রোগ হইলে আর কখন পুনঃ আক্রমণ হয় না। এই রোগের বীজাণু চর্ম্ম মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেই রোগ জন্মে। মুখে বা পায়ে কোন ক্ষুদ্র ক্ষতস্থান দিয়া প্রায়ই এই জীবাণু শরীর-মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে: এই জীবাণু শরীর-মধ্যে জীবিত থাকিয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয় ও মাংসপেশী আক্রমণ করিয়া থাকে। তড়কার জীবাণুর ন্যায় ইহারা রক্তস্রোতে বিশেষ ভাবে অবস্থিতি করে না।

স্থিতিকাল—এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে গড়ে দুই দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণসকল প্রকাশ হইয়া পড়ে।

রোগ-লক্ষণ—এই রোগ সত্বর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং সচরাচর এক হইতে তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটায়। লক্ষণগুলি স্থানীয় ও সাধারণ. এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম স্থানীয় লক্ষণ এই যে, ঐ পশু খোঁড়াইতে আরম্ভ করে এবং তৎপরে একটী বা ততোধিক স্ফীতি প্রকাশ পায়। প্রধানতঃ উরুর উপরিভাগে গলায়, কাঁধে, বুকের নিম্নাংশে, কোমরে এবং পিঠে স্ফীতি হয়। কখন কখন মুখে বা কণ্ঠে ঐরূপ

ফুলিয়া থাকে। কখন একটী মাত্র কখন বা অনেকগুলি ফোলা দেখা যায় এবং উহা একত্রে সংযুক্ত হইতে পারে। প্রথমে ফোলা অতি অল্প থাকে ও তাহাতে বেদনা হয়; কিন্তু শীঘ্রই ফোলা বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও আট ঘণ্টার মধ্যে অতিশয় বৃহৎ আকার ধারণ করে। তাহাতে অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কড় কড় করে; বোধ হয় যেন বায়ুপূর্ণ আছে। ইহার মধ্য অংশ শীতল থাকে এবং আদৌ বেদনা থাকে না; ইহার রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং পচিবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ স্থান কাটিয়া দিলে প্রচুর গ্যাস বাহির এবং একপ্রকার টক্‌গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হয়। অনেক সময় বাহিরে ফোলা দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ ইহা ভিতর দিকেও হইতে পারে। এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি এই :—

রুগ্ন পশু নিস্তেজ হয়, দলের অন্যান্য পশু হইতে পৃথক থাকে, পশু কাঁপিতে থাকে, শরীরের উত্তাপ কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়; ফোলা যত বাড়িতে থাকে সাধারণ লক্ষণগুলি তত বৃদ্ধি পায়। রুগ্ন পশুটী গোঁয়াইতে থাকে এবং শূল বেদনা দ্বারা আক্রান্ত হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করে; দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং পশুটী মাটিতে পড়িয়া যায়, তৎপরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন ও তড়কা হইয়া পশুটী মরিয়া যায়। কোন কোন স্থলে প্রথমে সাধারণ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং কোন কোন স্থলে প্রথমেই ফুলিয়া উঠে।

অল্প পশুই এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় ছয় দিন লাগিয়া থাকে। রুগ্ন পশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৯০ হইতে ১০০টী।

মৃতদেহের লক্ষণ—ফোলার বিশেষ আকারের বিষয়ে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই ফোলা কাটিলে দেখা যায় যে ফোলার নিম্নস্থ মাংসপেশী সকল মলিন ধূসর কিম্বা কাল বর্ণের হইয়া গিয়াছে। উহাতে

অত্যন্ত পচন ধরিয়াছে। ইহা দেখিতে আর্দ্র এবং চাপিলে ইহা হইতে এক প্রকার তীব্র পচা গন্ধ বাহির হয়। পচা মাখনের গন্ধের সহিত এই গন্ধের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ফোলার নিকটবর্ত্তী বীচিগুলি বড় বড় ও অধিক মাত্রায় রক্তবর্ণ হয়। ভিতরকার যন্ত্রসমূহের আকৃতিতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, তবে সকল যন্ত্রেই প্রায় রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং কখন কখন অন্ত্রে রক্তাক্ত পদার্থ থাকে কিন্তু প্লীহা ও রক্তের অবস্থা স্বাভাবিক থাকে।

রোগ নির্ণয়—"গলা ফুলা" ও "তড়্কা" এই দুই রোগের সহিত এই রোগের ভুল হইতে পারে; কিন্তু এই রোগে ফোলার বিশেষত্ব এই যে উহা শীতল, বেদনাশূন্য হয় ও গ্যাসে পূর্ণ থাকে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিলে প্লীহা ও রক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। অপর পক্ষে পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে তড়কা রোগে রক্ত ও প্লীহা সচরাচর বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়। কীটাণুতত্ত্ব নির্ণয়ের উপায় দ্বারা চিকিৎসকেরা অনায়াসেই এই সকল রোগ নির্ণয় করিতে পারেন।

চিকিৎসা—এই রোগ এত সত্বর বৃদ্ধি পায় যে চিকিৎসা করিবার অবসর থাকে না এবং করিলেও উহা অল্প ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ফোলাগুলি পোড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে কিম্বা কাটিয়া দিয়া ক্ষতস্থানে কার্ব্বলিক লোশন বা টিংচার আয়োডিন লাগাইয়া রাখিলে আরও ভাল হয়। "তড়্কা" রোগে যে সকল বিষ দোষনাশক ঔষধ সেবন করাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে এক্ষেত্রে সেগুলি সেবন করান উচিত।

পায়ে ফোলা দেখা যাইলে ঐ ফোলা স্থানের উপরিভাগে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে এবং ফোলা কাটিয়া তন্মধ্যে বিষ দোষনাশক ঔষধ লাগাইবে।

রোগ নিবারণের উপায়—ইউরোপে এই রোগ নিবারক টিকা

সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় এবং ইহাতে বিশেষ ফললাভ হয়। ইহাতে দুই প্রকারই টিকা দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর লেজের প্রান্তদেশে এই টিকা দেওয়া হইয়া থাকে।

যে সকল গোচারণ ক্ষেত্রে এই রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া জানা থাকে, সে সকল ক্ষেত্র পরিহার করা উচিত।

প্রথম অধ্যায়োক্ত নিয়মগুলি সম্যক্‌রূপ পালন করা কর্ত্তব্য। এই রোগে মৃত পশুদিগের দেহের সৎকার অতি সাবধানে করা উচিত।

ফুস্‌ফুস্‌ ও তাহার আবরক সংক্রামক ঝিল্লির প্রদাহ।

প্রকৃতি—ইহা ফুস্‌ফুস্‌ ও বুকের ভিতরকার আবরণের সংক্রামক পীড়া। কখন কখন ইহা মড়ক রূপে প্রকাশ পায়। এই রোগ অতি অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করে, কখন কখন অতি শীঘ্র এবং কখন কখন ইহা অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়; একমাস হইতে চারি মাস বা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত থাকে। সাধারণতঃ পালের প্রত্যেক পশুরই যে এই রোগ হইবে এমন নহে। বস্তুতঃ ইহা বিস্তারের কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই।

রোগের কারণ—প্রমাণিত হইয়াছে যে সংক্রামকবীজই এই রোগের কারণ ও এই রোগাক্রান্ত গরুর সংস্পর্শে বিস্তৃতি লাভ করে।

এই প্রচ্ছন্ন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার পর ইহার লক্ষণ সকল প্রকাশ হইতে দশ দিন হইতে তিন মাস বা ততোধিক কাল বিলম্ব হয়।

রোগের লক্ষণ—গোচিকিৎসকগণ বুকের গহ্বর সম্যক্ রূপ পরীক্ষা করিয়া এবং অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া এই রোগ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

গৃহস্থগণ যে সকল লক্ষণ দ্বারা রোগ চিনিতে পারিবেন এখানে তৎ-সমুদয়েরই উল্লেখ করা যাইতেছে:—

সচরাচর দেখা যায় যে ঐ পশুটীর কম্পন হয়, তাহার নাড়ীর গতি দ্রুত, মুখ গরম ও মুখের অগ্রভাগ শুষ্ক হয়, এক প্রকার থক্ থক্ করিয়া কাসি হইতে থাকে, ক্ষুধা মন্দ হয়, পীড়িত পশু দুগ্ধবতী গাভী হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে অনেক কম দুগ্ধ দেয়।

ইহাতে দুই এক দিনের মধ্যে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, গায়ের

লোম খাড়া হয় ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে অধিক রক্ত জমে ; মুখ অত্যন্ত গরম হয় ও নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বোধ হয় ; কাসি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া কষ্টকর হয় ; নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বৃদ্ধি হয় এবং উহা ঘন ঘন পড়িতে থাকে। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামী ও মোটা বোধ হয়, প্রতি মিনিটে ৮০ হইতে ১০০ বার বহিতে থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নাড়ী সরু ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নাসারন্ধ্র অতিশয় বিস্তারিত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন বহিতে থাকে। গরু দাঁড়াইয়া থাকিলে শ্বাস লইতে বুক বিস্তৃত করিবার জন্য হাঁটু বাহির দিক করিয়া রাখে এবং যখন শুইয়া থাকে তখন বুকের মধ্যকার হাড়ের উপর ভর দিয়া থাকে কিম্বা বুকের এক দিকে পীড়া হইলে ঐ পশু সেই পাশে ভর দিয়া শুইয়া থাকে, এইরূপে অপর পাশের সুস্থ ফুস্‌ফুস্ দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা করিয়া লয়। প্রায় চোক ও নাক দিয়া ক্লেদ নির্গত হয় ; পা, শিং ও গা, শীতল হয়। তৎপরে কাসি অত্যন্ত ঘন ঘন হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় জোরে জোরে হয় না। এই প্রকার কাসিকে চোরা কাসি বলিলে ইহার সুন্দর বর্ণনা করা হয় অর্থাৎ রোগাক্রান্ত পশুটী জোর করিয়া কাসিতে পারে না এবং যাহাতে বেশী শব্দ না হয় যেন সেই উদ্দেশ্যে কাসি থামাইয়া রাখে।

গাত্র অতিশয় শুষ্ক হয় ও তাহাতে যেন চর্ম্ম দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে। ঐ পীড়িত পশুটীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া আসে এবং পশুটী শীর্ণ হইয়া পড়ে।

পাঁজরার মধ্যে ফাঁকে আঙ্গুল দিয়া টিপিলে গরু বেদনা বোধ করে এবং গোঁ গোঁ ক'রতে থাকে। রোগের শেষ অবস্থায় দাস্ত হইতে আরম্ভ হয়। সকল রোগীরই অল্প বা অধিক পরিমাণে জ্বর হইয়া থাকে। এই জ্বর বিচ্ছেদ হইবার পর ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং যতদিন রোগ থাকে ততদিন বেশ এমন কি উত্তমরূপে খাইতে দেখা যায়, কিন্তু রোগ

যত অধিক দিন থাকে ফুস্‌ফুস্‌ তত সঙ্কুচিত ও ভারী হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ক্রমশঃ অধিক কষ্ট হয় এবং রক্ত আর উপযুক্তরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে না সুতরাং গরু ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আইসে এবং অবশেষে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়।

যে সকল স্থলে রোগের অবস্থা তাদৃশ মন্দ হয় না তথায় ফুস্‌ফুসের কিয়দংশে বা একটীমাত্র ফুস্‌ফুসে এই পীড়া হয়। এরূপ স্থলে পশুরা বাহ্যতঃ আরোগ্য লাভ করে বটে কিন্তু উহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

অনেক স্থলে রোগ এরূপ বৃদ্ধি পায় যে দুই পাশের ফুস্‌ফুস্‌ই অনেকটা আক্রান্ত হইয়া পড়েও তাহাতে নিশ্বাস বন্ধ হয় এবং মৃত্যু ঘটে।

রোগের স্থিতি কাল—স্থিতিকাল ইহার অবস্থার উপর নির্ভর করে; যদি রোগ প্রবল হয় ও শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এক সপ্তাহ হইতে দশ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আর যদি ইহা তত প্রবল না হইয়া অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দুই তিন মাস এমন কি ছয় মাস পর্য্যন্তও মৃত্যু না ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা—ফুস্‌ফুস্‌ ও তাহার আবরণের প্রদাহ জন্মিলে চিকিৎসায় প্রায় বিশেষ কিছুই ফল হয় না;

যে সকল প্রদেশে এই রোগ দেখা যায়, তথাকার অধিবাসীরা ইহাকে সংক্রামক রোগ বলিয়া না জানায় এই পীড়া গ্রস্ত পশুকে অন্যান্য পশু হইতে পৃথক করিয়া রাখে না; সুতরাং ইহা অন্যান্য পশুদিগের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

এই পীড়ার বিস্তারের বিশেষ কোন নিয়ম নাই—অর্থাৎ পীড়িত পশুর নিকটস্থ পশুতে না হইয়া তদপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী স্থানের পশুকে আক্রমণ করিতে পারে। অন্যান্য সংক্রামক রোগ অপেক্ষা ইহার বাহ্যিক লক্ষণ সকল প্রকাশের সময় অনেক দীর্ঘ হওয়ায় ইহা ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্য পশুকে আক্রমণ করে; এজন্য বিলাতের পশুব্যবসায়ীদের এই রোগ

সংক্রামক কি না তদ্বিষয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত সন্দেহ ছিল। কিন্তু ইহা যে খুব সংক্রামক রোগ তাহা ইউরোপ এবং অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বত্র সকলেই এখন স্বীকার করেন।

ভারতবর্ষে এই রোগ যদিও অত্যন্ত ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় তথাপি ইহাতে প্রায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, কারণ যে পর্য্যন্ত না ইহা শরীরে বদ্ধমূল হইয়া বসে তদবধি প্রায় কেহই এই রোগ ঠিক করিতে পারে না।

কোন গরু এই রোগগ্রস্ত হইলে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক গোয়ালে রাখিবে, গোয়ালঘর অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে।

সবুজ তাজা ঘাস, ও অন্যান্য নরম রেচক খাদ্য ও ভাতের কাঁজি এবং পরিষ্কার জল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে, মোটা কিম্বা শুষ্ক ঘাস খাইতে দিবে না।

কোষ্ঠ বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইলে দুই বা তিন আউন্স মাৎগুড়, দুই আউন্স লবণ ও মসিনা সিদ্ধ জলের সহিত দিবসে একবার কি দুইবার খাইতে দিবে। জ্বরকালে নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত হইলে ৫ নং ব্যবস্থামত ঔষধ খাওয়াইবে।

জ্বরের লক্ষণ সকল দূর হইলে ৯ বা ১০ নং ব্যবস্থামত বলকারক ঔষধ ভাতের মাড়ের সহিত দিবসে একবার কি দুইবার খাওয়াইবে।

এই অবস্থায় যাহাতে গরুটীর বলক্ষয় না হয় তজ্জন্য উত্তম খাদ্য ও যথেষ্ট পরিমাণে ভাতের মাড় খাইতে দিবে।

নিশ্বাস গ্রহণে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিলে বুকের দুই পার্শ্বে সরিষা চূর্ণের প্রলেপ দিবে।

এই রোগ হইয়াছে জানিতে পারিবামাত্র রুগ্ন গরুটাকে অন্যান্য গরু হইতে তৎক্ষণাৎ দূরে ও সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে রাখিবে। যে সকল গরু

ঐ রোগাক্রান্ত গরুর সংস্পর্শে আসে তাহাদিগকেও স্বতন্ত্রস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ইউরোপে এই রোগ নিবারক টিকা দেওয়াতে বিশেষ ফল দেখা গিয়াছে। এদেশেও বহুদর্শী বিচক্ষণ চিকিৎসক কর্ত্তৃক নিয়মিত ভাবে টিকা দেওয়াইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

মৃতদেহের লক্ষণ—সুস্থকায় গরুর ফুস্‌ফুস্‌ হাল্কা থাকে এবং আড়াই বা তিন সের অপেক্ষা ওজনে বেশী হয় না; কিন্তু এই রোগে মৃত গরুর ফুস্‌ফুস্‌ অনেক ভারী হইয়া থাকে, এবং কাটিলে ভিতরাংশ যকৃতের মত দেখায়, ফুস্‌ফুস্‌ দেখিতে ঠিক মার্ব্বেলের মত রেখা বিশিষ্ট বোধ হয়, ওজনে ১৫ সের হইতে সাড়ে সাইত্রিশ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং উহ বুকের প্রাচীরে অল্লাধিক সংলগ্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে কেবলমাত্র একটী ফুস্‌ফুসে এই পীড়া হইয়া থাকে।

ভেড়ার বসন্ত।

নাম।—মাতা চিচক (বাঙ্গালা); দেবী (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) মাতা (পঞ্জাব) ইত্যাদি।

রোগের প্রকৃতি—ইহা একপ্রকার গুটি-বিশিষ্ট সংক্রামক রোগ, ইহার লক্ষণ অনেকটা মানুষের বসন্তের ন্যায়। কিন্তু ইহা ভেড়াদিগেরই বিশিষ্ট রোগ, এমন কি ইহা ছাগদিগের হয় বলিয়া মনে হয় না।

রোগ উৎপত্তির কাল—সংক্রামক বীজের সংস্পর্শে আসিবার পর ৬ দিন হইতে ২০ দিনের মধ্যে এই রোগ প্রকাশ পায়। ঋতু ভেদে এই কাল কম বেশী হয়, গ্রীষ্মে অপেক্ষাকৃত অল্প ও শীতে দীর্ঘকাল লাগে।

রোগ লক্ষণ—ভেড়াটীকে নিস্তেজ বলিয়া বোধ হয় ও ইহা দলের অন্যান্য ভেড়া হইতে পৃথক থাকে; ক্ষুধা সামান্য থাকে বা একেবারে থাকে না এবং রোগী জাবর কাটে না। চলিবার সময় পা শক্ত হইয়া থাকে, এবং প্রবল জ্বর হওয়াতে কম্প হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত বহিতে থাকে; বগলে অর্থাৎ পাঁজরার দুই পার্শ্বে, উরুতে এবং পেটের নীচে (যে স্থানে চামড়া পাতলা ও অপেক্ষাকৃত অল্প লোমে আবৃত তথায়) হাত দিলে বেদনা অনুভব করে।

প্রথম লক্ষণ সকল প্রকাশ হইবার চারি দিন পরে গায়ে বিশেষতঃ পাঁজরার দুই পার্শ্বে উরুতে এবং পেটের উপর ছোট ছোট লাল দাগ দেখা যায়। এইরূপ অবস্থায় শারীরিক অন্যান্য লক্ষণ সকল সচরাচর কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয় এবং ক্ষুধার পুনরুদ্রেক হইতে পারে। চক্ষু, নাসারন্ধ্র ও মুখগহ্বরের অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও সেইরূপ গুটী দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে চক্ষু ও নাসিকা হইতে পুঁজযুক্ত

ক্লেদ নির্গত হয় ও অধিক লালা পড়িতে থাকে। এ সকল লাল দাগ ক্রমে বড় হয়, উহার তলা শক্ত এবং উপরিভাগ দেখিতে চেপ্টা রকম হয়। উহাতে বাহিরকার চামড়ার নিম্নে এক প্রকার তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়া ফুস্কুড়ির মত হয়, পরে এই ফুস্কুড়ি গুটিতে পরিণত হইয়া ফাটিয়া যায়, কিছুক্ষণ ধরিয়া ইহা হইতে পুঁয বাহির হইয়া শুষ্ক হয় ও ছাল উঠিয়া যায়। কথন কথন অনেকগুলি গুটি একত্র মিশিয়া যায়, সেরূপ স্থলে রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করে।

শ্বাসনালী, পাকাশয় বা অন্ত্রে গুটি হইলে উহাকে বিশৃঙ্খল গুটি বলে ও উহাতে সচরাচর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

রোগের স্থিতি কাল—এই রোগ তিন চারি সপ্তাহ কাল থাকে।

মৃত্যু সংখ্যা—রোগের আক্রমণের মৃদুত্ব বা গুরুত্বের উপর মৃত্যু সংখ্যা নির্ভর করে।

মৃদু হইলে শতকরা ১০টার অধিক না মরিতে পারে; কিন্তু প্রবল হইলে শতকরা ৯০টা পর্য্যন্ত মরিয়া যায়।

চিকিৎসা—যাহাতে অত্যন্ত রৌদ্র বা বৃষ্টি না লাগে এরূপ ভাবে ভেড়াদিগকে শুষ্ক ও শীতল স্থানে রাখিবে প্রত্যহ এক ড্রাম পর্য্যন্ত ওজনে সোরা খাওয়াইবে, এবং কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে ৩ নং ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ দিবে, ও যাহাতে তাহারা অনায়াসে চাটিতে পারে এরূপ স্থানে সৈন্ধব লবণ রাখিবে।

অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে মলদ্বারে পিচকারী দিবে। বসন্তের গুটিতে ২৭ নং ব্যবস্থামত ঘায়ের ঔষধ দিবে, তাহা হইলে উহাতে মাছি বসিতে পারিবে না।

পথ্য—ভেড়াকে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। জ্বরের লক্ষণ সকল দূর হইলে অর্দ্ধসিক্ত দানা খাইতে দিবে; সবুজ তাজা ঘাস এবং খণ্ড খণ্ড গাজর প্রধান পথ্য রূপে ব্যবহার করিবে, উহার সহিত মসিনার মাড় মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

রোগ নিবারণের উপায়—কোন দল মধ্যে এই পীড়া প্রথম দেখা যাইলে রোগগ্রস্ত পশুদিগকে তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন স্থানে রাখিবে, এবং অবশিষ্টগুলির মধ্যে কোন একটির অল্পমাত্র অসুখ হইলেই উহাকে পৃথক্ করিয়া পীড়িত ভেড়াদিগের স্থানে রাখিবে। রোগের আক্রমণ গুরুতর হইবে বলিয়া সম্ভাবনা ঘটিলে রোগবিস্তৃতি নিবারণের জন্য মৃত ভেড়াদিগকে পুতিয়া ফেলাই সৎপরামর্শ। বস্তুতঃ বড় বড় দলে কোন ভেড়ার সামান্য মাত্র এই পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তাহাকে দল হইতে পৃথক করিয়া স্থানান্তরে রাখা উচিত; ইহাতে রোগ নির্মূল হইবে বলিয়া বোধ হয়। আর সংক্রামণদ্বারা রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। ঐ দল যে মাঠে চরিত বা যে জমিতে থাকিত তথা হইতে সুস্থ ভেড়াগুলিকে স্থানান্তরিত করিবে। নিকটস্থ মেষাধিকারীদিগকেও সাবধান করিয়া দিবে, যেন তাহারা রোগগ্রস্ত দলের নিকটে বা উহা কর্তৃক ব্যবহৃত মাঠে বা অন্য কোন জমিতে তাহাদের পশু না রাখে।

যখন গুটি শুকাইয়া উপরকার ছাল উঠিয়া যায় তখনই বসন্ত রোগ অত্যন্ত সংক্রামক হইয়া উঠে। এই রোগে পীড়িত হইয়া আরোগ্য লাভ করিবার পরও ছয় সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত এই রোগাক্রান্ত পশু হইতে রোগ বিস্তৃত হইতে পারে।

বসন্তের টিকা—প্রকৃত পক্ষে রোগের আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই টিকা দেওয়ায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

টিকা দ্বারা বসন্ত রোগ পশুটীকে সামান্য পরিমাণে আক্রমণ করিলে চিরকালের জন্য এই রোগের হস্ত হইতে পশুটী অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীতে যে কোন বিপদ ঘটে না বা ঘটিতে পারে না তাহা নহে; সুতরাং ইহা সুযোগ্য চিকিৎসক কর্ত্তৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত।

গো-জাতির অন্যান্য পীড়া।

(১)

অন্ননালী বদ্ধ রোগ।

রোগের প্রকৃতি—এই রোগে গরু কোনও বস্তু সহজে গিলিতে পারে না।

কারণ—আকের গাঁইট, আমের আটী খড় প্রভৃতি কঠিন ও বৃহৎ খাদ্য দ্রব্য গলার পশ্চাৎভাগে কিম্বা কণ্ঠ নালীর কোন স্থানে বদ্ধ হইয়া এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি হয়। ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ গাথার কাটা ছুঁচ টিনের টুকরা কখন কখন চামড়া, লৌহ, পেরেক, ধারাল কাঁটা বা ছোট ছোট কঠিন কাষ্ঠ খণ্ড ইত্যাদি খাদ্যের সহিত খাইয়া ফেলে; উহা কণ্ঠ নালীতে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং অত্যন্ত কঠিন ছুচাল বা ধারাল হইলে কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ ক্ষতবিক্ষত করিতে পারে।

রোগ লক্ষণ—মুখের বা গলার পশ্চাৎভাগে বদ্ধ হইলে গরুটী কাসিতে থাকে ও উহার মুখ দিয়া লালা পড়িতে থাকে, তখন জলপান করিতে গেলে নাক দিয়া জল বাহির হইয়া যায়।

যদি অন্ননালীর কোন স্থানে ভুক্তদ্রব্য বদ্ধ হয় তাহা হইলে দুই বা তিন-বার ঢোক গিলিবার পর এবং যে স্থান বদ্ধ হইয়াছে সেই স্থান পর্য্যন্ত জল পূর্ণ হইলে পর মুখ ও নাক দিয়া জল বাহির হইয়া যায়।

গরুটী অত্যন্ত অসুস্থ হয় তাহার আকৃতি দেখিলে কষ্টের চিহ্ন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গলার মাংসপেশী সকল থাকিয়া থাকিয়া সঙ্কুচিত হইতে বা টানিয়া যাইতে দেখা যায়। যে পদার্থ বদ্ধ হইয়া থাকে তাহাকে পাকস্থলীতে নামাইয়া দিবার জন্য কিম্বা মুখ দিয়া তুলিয়া ফেলিবার জন্য গরুটী এরূপ করিতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে শিমলা

রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর শীঘ্রই রুগ্ন পশুর কোন প্রতিকার না করা হইলে উহার পেটের বামদিক অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে।

গলার কোন স্থানে বদ্ধ হইলে মুখের ভিতর পশ্চাৎ অংশে হাত দিলে উহা অনুভব করা যায়।

মুখের পশ্চাৎভাগে বা গলায় ঐরূপ অবরোধ পাওয়া না যাইলে বুঝিতে হইবে যে বুকের মধ্যে অন্ননালীর কোন অংশ রুদ্ধ হইয়াছে। পশুটী জলপান করিলে ঐ জল গলার নিম্নভাগ দিয়া কোনরূপ প্রতিবন্ধক না পাইয়া অন্ননালীর ভিতর প্রবেশ করে, কিন্তু দুই তিনবার জল গিলিবার পর গলার নিম্নস্থ অন্ননালী ক্রমে জল পূর্ণ হয়, অবশেষে জল গলার উপরিভাগ পর্য্যন্ত পূর্ণ হইলে জল বমন করিয়া ফেলে।

চিকিৎসা—একবারে আধ পাঁইট গরম মসিনার তৈল বা ঘৃত খুব সাবধানে ধীরে ধীরে খাওয়াইবে এইরূপ করিলে অন্ননালী বা উহাতে যে খাদ্য দ্রব্য বা অপর পদার্থ আছে তাহা তৈল সিক্ত হইয়া সরল হয় এবং উহা অন্ননালীকে সঙ্কুচিত করিয়া ঐ আবদ্ধ বস্তু সরাইয়া দেয়।

দুই একবার বমি করিয়া ঔষধ ফেলিয়া দিতে পারে কিন্তু তথাপি যত্নপূর্ব্বক বার বার অল্প অল্প করিয়া ঔষধ খাওয়াইবে।

তৈল সেবন করাইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ শ্বাসনালীতে কিছু তৈল প্রবেশ করিলে গরু মরিয়া যাইতে পারে।

গলার পশ্চাৎ ভাগে কোন বস্তু আটকাইয়া গেলে হাত দিয়া তাহা বাহির করিয়া দিবে। গলার ভিতরকার অন্ননালী বদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মসিনা বা ঘৃত খাওয়াইবার পর অঙ্গুলি দিয়া গলার বাহিরের ফুলা আস্তে আস্তে ডলিয়া দিবে এইরূপ করিলে ঐ আবদ্ধ বস্তু একটু একটু সরিয়া যাইবে। তৎপরে আরও কিছু মসিনার তৈল ও মদ খাওয়াইয়া ফুলা স্থানে আরও কিছু অধিক জোরে ডলিয়া দিবে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে আবদ্ধ বস্তু প্রায় নামিয়া যায় ও গরুটী আরোগ্য লাভ করে।

বুকের মধ্যে অন্ননালীর কোন অংশে খাদ্য আটকাইয়া গিয়াছে ইহা যদি লক্ষণদ্বারা অনুমান হয় এবং ক্রমাগত মসিনার তৈল বা ঘৃত খাওয়ানতেও যদি ঐ আবদ্ধ বস্তু সরিয়া না যায় তাহা হইলে একটী দীর্ঘ ফাঁপা রবারের নল মুখের ভিতর দিয়া অন্ন নালীর যেখানে খাদ্য আটকাইয়া গিয়াছে সেই স্থান পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়া পরে সামান্য চাড় দিলে ঐ আবদ্ধ বস্তু প্রায়ই পাকস্থলীতে নামিয়া যায়। আর ঐরূপ রবারের নল পাওয়া না যাইলে একটি লম্বা, অঙ্গুলের মত মোটা বেতের অগ্রভাগে তুলা কিম্বা শোণের এসো ও নেকড়া জড়াইয়া গোল করিয়া একটি ছোট পুঁটুলি করিবে, পরে উহা তৈলাক্ত করিয়া মুখের ভিতর দিয়া আবদ্ধ স্থান পর্য্যন্ত চালাইয়া দিবে এবং আস্তে আস্তে আবদ্ধ বস্তুর উপর ঠেলিয়া দিবে, এইরূপ করিবার সময়ে আর এক ব্যক্তি গরুর মুখ ফাঁক করিয়া ধরিয়া থাকিবে।

কখন কখন এরূপ ঘটিয়াথাকে যে আবদ্ধ বস্তু লাগিয়া বা অধিক জোরে নল চালাইবার জন্য অথবা বেতের অগ্রভাগের পুঁটলী ভাল করিয়া না বাঁধায় অন্ননালী কাটিয়া যায় বা ক্ষত বিক্ষত হয়। সেরূপ হইলে অন্ননালী চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই সম্ভব, এবং এরূপ স্থলে অন্ননালীতে পুনর্ব্বার খাদ্য দ্রব্য আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

এইরূপে গলা রুদ্ধ হইলে কিছু কালের জন্য গলার সেই স্থান দুর্ব্বল থাকে অতএব তিন চারি দিন ধরিয়া কেবল ভাতের মাড় ও ভাত প্রভৃতি নরম খাদ্য খাওয়াইবে পরে ক্রমে ক্রমে নরম তাজা ঘাস ইত্যাদি খাইতে দিবে।

গলার মধ্যকার অন্ননালী বদ্ধ হইয়া যদি ঐ আবদ্ধ বস্তু কিছুতে দূর না হয়, তাহা হইলে সুযোগ্য পশু চিকিৎসককে সংবাদ দিলে তিনি গলার অন্ননালী অস্ত্রদ্বারা ছিদ্র করিয়া ঐ আবদ্ধ বস্তু দূর করিয়া দিবেন।

পেটফুলা রোগ।

সচরাচর প্রচলিত নাম—সিমলা

রোগের প্রকৃতি—এই রোগে গরুর প্রথম পাকস্থলী বা রুমেন ফুলিয়া উঠে।

কারণ—গরুর প্রায়ই এই রোগ হইয়া থাকে এবং ইহা অনিয়মিত খাইবার দোষেই উৎপন্ন হয়। যে খাদ্য খাওয়া গরুর পূর্ব্বে অভ্যাস ছিল না সেই খাদ্য খাইলেই এই রোগ হইতে পারে। গ্রীষ্মের পর, বর্ষার প্রথম বৃষ্টি পড়িলে যখন রসাল ছোট ছোট গাছ গাছড়া অধিক পরিমাণে জন্মে তখন দীর্ঘকালব্যাপী অল্পাহার ক্লিষ্ট গোগণ অতিরিক্ত খাইয়া ফেলে এবং তাহাতেই এই রোগে আক্রান্ত হয়, অথবা অধিক ভিজান, টক ও বাসি, ভূষি, ছোলা, খইল প্রভৃতি অত্যধিক পরিমাণে খাইলেও এই রোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একই দলের অনেক গরু এইরূপ রোগ গ্রস্ত হইতে পারে, এবং রোগটীকে সংক্রামক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

এই রোগ কখন কখন অন্ননালী বদ্ধ হইবার লক্ষণ স্বরূপ দেখা গিয়া থাকে।

রোগের লক্ষণ—এই রোগের লক্ষণ সকল শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়; পেটের বামদিকের পশ্চাৎ ভাগ ফুলিয়া উঠে, আর ঐ ফুলার উপর অঙ্গুলি দিয়া আঘাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রথম পাকস্থলীতে বায়ু জমি য়াছে। শ্বাস প্রশ্বাসে গরুর কষ্ট হয়, মুখটি সামনের দিকে বাড়াইয়া রাখে। গরু গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে এবং গতিশক্তিহীন জীবের ন্যায় শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

পেটের ফোলা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় ও অন্যান্য লক্ষণগুলি গুরুতর

হইয়া উঠে। গরুটি শুইয়া থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে অতি কষ্ট বোধ করে এবং শীঘ্রই উঠিয়া দাঁড়ায়। পাকস্থলীর বায়ু যদি বাহির করিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে প্রতি মুহূর্ত্তে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বৃদ্ধি হয়; অবশেষে পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠাতে গরু দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, তখন পড়িয়া যায় ও দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়।

রোগের স্থিতিকাল—এই রোগটীকে অনেক সময় অন্য রোগ বলিয়া ভুল করা হয় এবং ইহা শীঘ্র বাড়িয়া উঠে বলিয়া ইহা কোন বিষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমনও কখন কখন বিবেচনা করা হয়। এই রোগ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইলে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে; কিন্তু ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইলে গরুটী বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

চিকিৎসা—যত শীঘ্র সম্ভব ৭ নং ব্যবস্থামত ঔষধ খাওয়াইবে। ঐ ঔষধের উত্তমরূপ ফল দর্শিলে গরু শীঘ্র উদ্গার করিতে থাকে; এবং যত উদ্গার করিতে থাকে তত পেটের ফুলা কমিয়া যায় ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট দূর হইয়া যায়। একেবারে এক আউন্স বিশুদ্ধ তারপিন তৈল ও এক পাইট তিসির তৈল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াও। ২ ঘণ্টার মধ্যে উপকার না পাইলে এক দুয়ানী ওজনের হিং, উপরিউক্ত পরিমাণে তারপিন ও তিসির তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে। ৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন উপকার না হইলে, শীঘ্র গো-চিকিৎসককে আনাইতে হইবে।

মলদ্বারে পিচকারী দিলে সুবিধা হয় এবং পাওয়া যাইলে রবারের নল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যে সকল স্থলে বিলম্ব করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে পালক নিজেই নিম্নলিখিত প্রণালীদ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। সকলের শেষ পাঁজর ও উরুর হাড়ের অগ্রভাগ এই দুইটীর মধ্যে বাঁদিকের উপরাংশে এবং সর্ব্বশেষে পাঁজর, উরুর হাড় ও কোমরের

হাড়ের ঠিক মধ্যস্থলে কলমকাটা ছুরির ন্যায় একটী সাধারণ ছুরিদ্বারা চামড়া ভেদ করিয়া স্ফীত পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ছয় ইঞ্চি লম্বা ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় মোটা এক খণ্ড ফাঁপা কঞ্চি প্রবেশ করিতে পারে ছিদ্র এইরূপ বড় হওয়া আবশ্যক।

উক্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়া ফাঁপা কঞ্চি পাক স্থলীতে প্রবেশ করাইলে পর ঐ কঞ্চির ভিতর দিয়া বায়ু শীঘ্র নির্গত হয় এবং গরুটীও শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। ঐ কঞ্চিটী এক ঘণ্টা কাল রাখিবে কিম্বা যে পর্য্যন্ত না ফুলার সমস্ত লক্ষণ দূর হয় সে পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া রাখিবে, এবং প্রয়োজন হইলে ঐ কঞ্চির মধ্য দিয়া ৬০ ফোটা কার্ব্বলিক এসিড এক পাইণ্ট গরম জলের সহিত পেটের মধ্যে ঢালিয়া দিবে তাহাতে বিশেষ উপকার হয়।

পাছে ঐ কঞ্চিটী পেটের ভিতর একেবারে ঢুকিয়া যায় এই জন্য তিন ইঞ্চি লম্বা এক টুকরা কাষ্ঠ ঐ কঞ্চির যে অংশ পেটের বাহিরে থাকে তাহার অগ্রভাগ হইতে প্রায় এক ইঞ্চি দূরে আড়াআড়ি ভাবে বান্ধিয়া দিবে। তাহার পর একটী বিরেচক ঔষধ খাওয়াইবে (১ বা ২ নং ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য)।

রোগ সারিবার সময় কুঁচিলার গুড়া অর্দ্ধ ড্রাম, সোডা বাইকার্ব ২ ড্রাম ও নিমপাতা সিদ্ধ এক পাইণ্ট, এই মাত্রায় আহারের পর প্রত্যহ দিনে দুইবার করিয়া অন্ততঃ এক সপ্তাহ খাওয়াইবে।

সবুজ তাজা ঘাস অল্প অল্প করিয়া খাইতে দিবে, কিন্তু কোন প্রকারে কোন খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইতে দিবে না।

রোগনিবারণের উপায়— কোন দলের একটী গরুর এই পীড়া হইলে, অবশিষ্টগুলি অধিক খাইয়া যাহাতে পীড়িত না হয় এইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

গরুর প্রথম পাকস্থলী বা (রুমেন) খাদ্য-দ্রব্য আবদ্ধ হইয়া ফুলিয়া উঠা।

গরু ও ভেড়া উভয়েরই এই পীড়া হইয়া থাকে।

রোগের প্রকৃতি—অত্যন্ত পাকা উলু ঘাস বা খাগড়ার ন্যায় মোটা শক্ত এবং সহজে হজম হয় না এমন খাদ্য আহার করিলে তদ্দ্বারা বৃহৎ পাকস্থলী ফুলিয়া উঠে; অথবা অনেকদিন ধরিয়া অনাহারের পর পশুকে অধিক পরিমাণে লোভনীয় খাদ্য খাইতে দিলে পশু অধিক পরিমাণে ঐরূপ খাদ্য খাইয়া পাকস্থলী পূর্ণ করে, কিম্বা এক কালে অধিক পরিমাণে শস্য খাওয়া হেতু পশুর কখন কখন এই পীড়া হয়।

কখন কখন পশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে জলপান করিতে না দেওয়াতেও এই পীড়া হয়।

রোগের কারণ—পাকস্থলী খাদ্য দ্রব্যদ্বারা অতিমাত্র পূর্ণ হইলে প্রথমতঃ উহার কার্য্যে ধীরে ধীরে হইতে থাকে, এবং ক্রমাগত ইহার মাংসপেশীকে চাপ দেওয়ায় ও সেই পেশী অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হওয়ায় উহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কার্য্য করিতে অসমর্থ হয় এমনকি উহা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং রোগের উৎপত্তি করে।

রোগের লক্ষণ—ইহার লক্ষণ সকল "শিমলা" রোগের লক্ষণের সহিত ভুল হইতে পারে, যেহেতু "শিমলা" রোগে ও বায়ু বা গ্যাস কর্ত্তৃক পাকস্থলী ফুলিয়া উঠে; কিন্তু এই রোগের লক্ষণ সকল ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ গরুটী নিস্তেজ হয় এবং রোমন্থন করে না, পেটের বামদিক ক্রমে ক্রমে ফুলিতে থাকে এবং অঙ্গুলি দিয়া আঘাত করিলে বা চাপিয়া ধরিলে "শিমলা" রোগে যেরূপ শব্দ হয় ইহাতে সেরূপ ফাঁপা অর্থাৎ ঢাকের মত শব্দ হয় না। কিন্তু খাদ্য পূর্ণ থাকায় কঠিন বোধ হয়

এবং নরম মাটীতে অঙ্গুলি দিয়া টিপিলে যেরূপ অঙ্গুলির দাগ বসে ইহাকে টিপিলেও সেইরূপ দাগ হয়।

ইহাতে কোষ্টবদ্ধও থাকিতে পারে। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে রোগের লক্ষণ সকল হয়, গরুটী সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবার জন্য নাসিকা বাড়াইয়া রাখে, বর্দ্ধিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, ও সেই সময়ে প্রায় গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। গরুটী শয়ন করিয়া থাকিলে প্রায় ডান পাশে ভর দিয়া থাকে; শুইয়া থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে অধিক কষ্ট হয় বলিয়া গরুটী শীঘ্রই উঠিয়া পড়ে, এবং সেই জন্যই প্রায় দাঁড়াইয়া থাকে; নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় গোঁ গোঁ শব্দ হয় এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে; এই অবস্থায় পাকস্থলীর মধ্যস্থিত খাদ্য দ্রব্য গাঁজিয়া উঠায় উহা আরও ফুলিয়া উঠে; নাড়ী অত্যন্ত সরু ও দুর্ব্বল হয়, কষ্টের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস লইতে থাকে; এবং গরুটী শীঘ্র পড়িয়া একেবারে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়।

রোগের স্থিতিকাল—এক দিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত এই রোগ থাকে।

চিকিৎসা—যাহাতে পাকস্থলীর মধ্যস্থিত খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে চিকিৎসা করা আবশ্যক। তৎক্ষণাৎ একটী কড়া জোলাপ দিবে। গরম জলে সাবান গুলিয়া তাহার সহিত উত্তমরূপে তৈল মিশ্রিত করিয়া পনর মিনিট অন্তর মলদ্বারে পিচকারী দিবে।

সমস্ত পেট, বিশেষতঃ বামদিকটী হাত দিয়া উত্তমরূপে ডলিয়া দিবে। এবং সমস্ত পেট বিশেষতঃ ফোলা পাকস্থলীর উপর গরম সেক দিবে। এক বা দুই আউন্স মসিনার তৈলের সহিত ৮ নং ব্যবস্থামত উত্তেজক ঔষধ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। পনর বা কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে মল নির্গত না হইলে এক বা দুই নম্বর ব্যবস্থামত আর একবার জোলাপ খাওয়াইবে ও পূর্ব্বমত পিচকারী দিতে থাকিবে। গরুটী ক্রমে অধিক

নিস্তেজ হইয়া চৈতন্য নাশের লক্ষণ প্রকাশ করিলে কুঁচিলার গুড়া অৰ্দ্ধ ড্রাম ও দেশী মদ ২ আউন্স এক পাইন্ট জলের সহিত মিশাইয়া ৪।৫ বারে খাওয়াইবে। গরম জল ও পাতলা মসিনার মাড় গরুটী যত খাইতে পারে তত খাইতে দিবে।

দাস্ত হইতে আরম্ভ হইলে রোগের লক্ষণ সকল কমিতে থাকে, কিন্তু আরাম হইবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত গরুটীকে প্রত্যহ এক হইতে দুই আউন্স লবণের সহিত কেবল মসিনার মাড় ও ভুষি খাইতে দিবে; এবং রোগের সমস্ত লক্ষণ ও পাকস্থলীর ফোলা দূর হইলে, নরম তাজা কচি ঘাস প্রতিবার অল্প অল্প খাইতে দিবে, কারণ পাকস্থলী অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়াতে উহা কিছুদিনের জন্য দুর্ব্বল থাকে এবং অধিক পরিমাণে খাইতে দিলে উহার কার্য্য আবার স্থগিত হইয়া যাইতে পারে। রোগ সারিলে এক সপ্তাহ কাল সোড়া দুই ড্রাম ও এক পাইন্ট নিমপাতা সিদ্ধ জল দিনে দুইবারে খাওয়াইবে।

পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর কোন ঔষধের ক্রিয়া ভালরূপে না হইলে রোগের লক্ষণ সকল গুরুতর রূপে বৰ্দ্ধিত হয়, ও পাকস্থলীর প্রদাহ উপস্থিত হয়। ফুলা পাকস্থলীর উপর টিপিলে যদি ঐ গরুটী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পাকস্থলীর প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাহা হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক ঘন ঘন হইতে থাকে, এবং গরুটী আরও জোরে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় পাকস্থলী ফুলার কোন উপশম না হইলে গরুটী শীঘ্র মরিয়া যায়। এরূপ স্থলে গরুটী রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় এই যে তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া সর্ব্বশেষের পাঁজর ও উরুর হাড়ের অগ্রভাগের মধ্যে পার্শ্বদিকে অস্ত্র করিয়া দেওয়া; পাছার এড়ো ভাবে স্থিত হাড় হইতে দুই ইঞ্চি পরিমাণে উপর হইতে কাটিতে আরম্ভ করিয়া ছয় হইতে আট ইঞ্চি পরিমাণে লম্বা করিয়া পেটের সমুদয় মাংস ভেদ করিয়া কাটিবে এবং

তৎপরে পাকস্থলী ভেদ করিয়া হাত দিয়া প্রায় সমস্ত খাদ্য দ্রব্য বাহির করিয়া ফেলিবে এবং পাকস্থলীতে দুই বা এক সের মসিনার গাড় ঢালিয়া দিবে। তাহার পর পাকস্থলীর ছিদ্র ও পেটের পার্শ্বের ছিদ্র সেলাই করিয়া দিবে এবং বাহিরের ঘায়ে ২৮ নং ব্যবস্থা মত ঔষধ লেপিয়া দিবে। যাহারা অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী তাহাদের দ্বারাই এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এ কার্য্য অতিশয় গুরুতর বোধ হইলেও পাকস্থলীর প্রদাহ হইবার অনতিবিলম্বে পাকস্থলীর ভাঁজগুলির মধ্যে এইরূপ করিলে গরুটী সচরাচর আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

রোগ নিবারণের উপায়—রোগের পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহ নিবারণ করিলেই রোগ নিবারিত হইবে।

গরুর তৃতীয় পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্য আবদ্ধ হইয়া থাকা।

রোগের প্রকৃতি—তৃতীয় পাকস্থলীতে কঠিন শুষ্ক দুষ্পাচ্য খাদ্য দ্রব্য জমিয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। এই সকল খাদ্য ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া এরূপ কঠিন শুষ্ক ও জমাট বাঁধিয়া যায় যে তদ্দ্বারা পাকস্থলীর কার্য্য অল্পাধিক পরিমাণে স্থগিত্র হয় এবং গুরুতর স্থলে পাকস্থলীর পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

কারণ—গ্রীষ্মকালে এই রোগ অধিক হইয়া থাকে এবং যে সময়ে মাঠে ঘাষ ও জলের অত্যন্ত অনাটন হইয়া থাকে সেই সময়ে এই রোগ সচরাচর ঘটে। সেই সময় গরু ও ভেড়া ক্ষুধার জ্বালায় কঠিন ও আঁশযুক্ত ঘাস, খাকড়া ও গাছগাছড়ার ডাল খাইতে বাধ্য হয়; তাহাতে তৃতীয় পাকস্থলী ঐ প্রকার কঠিন অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ করিতে অপারগ হয় সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য পাকস্থলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া কঠিন হয় ও জমাট বাঁধিয়া যায়।

লক্ষণ—গরুটী জাবর কাটে না, ক্ষুধা থাকে না, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, এবং উহার সহিত গোঁ গোঁ শব্দ হয়। শ্বাসযন্ত্র ও তাহার আবরণের প্রদাহ রোগে যেরূপ শব্দ শুনা যায় এই রোগে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রায় সেইরূপ শব্দ ইইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, কখনও বা রোগের প্রথম অবস্থায় অল্প পেটের অসুখ হয় কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ থাকাই সাধারণ নিয়ম। কখন কখন পাতলা মল অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, এবং উহার সহিত তৃতীয় পাকস্থলী হইতে স্খলিত কঠিন কাল-রঙের জমাট-বাঁধা ভুক্ত দ্রব্যের অংশ সকল নির্গত হয়।

প্রস্রাব ঘোর বর্ণযুক্ত হয় এবং অনেক সময় "পেটফুলা" বা "সিমলা" রোগের লক্ষণ সকল ইহাতে দৃষ্ট হয়।

এই রোগের প্রতিকার না করিলে পাকস্থলীর প্রদাহ জন্মে। এরূপ স্থলে শ্বাস প্রশ্বাস অধিক ঘন ঘন বহিতে থাকে এবং গোঁ গোঁ শব্দ স্পষ্ট শুনা যায়; পীড়িত পশুটী দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এবং উহার মুখের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যে উহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। মুখ, কাণ এবং শিং শীতল হয়; নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও সূতার ন্যায় সরু হয় এবং প্রতি মিনিটে ৮৫ হইতে ১০০ বার গতি অনুভূত হয়, মল ত্যাগ হইলে তাহায় কতকাংশ পাতলা ও কতকাংশ ছোট ছোট গুটুলে বিশিষ্ট দেখা যায় ও উহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। এই সময় গোঁ গোঁ শব্দ গিয়া মৃদু কাতর ধ্বনি হইতে থাকে, কখন কখন রোগের শেষ অবস্থায় গরুটি অচৈতন্য হইয়া পড়ে; কোন কোন স্থলে অত্যন্ত উত্তেজনার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ "এবোমেশম" অর্থাৎ চতুর্থ পাকস্থলীর প্রদাহের জন্য এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে,

রোগের স্থিতিকাল—এই রোগ পাঁচ হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।

চিকিৎসা—যে সকল কঠিন শুষ্ক ও জমাট বাঁধা ভুক্ত দ্রব্য দ্বারা পাকস্থলী অতিরিক্তভাবে পূর্ণ ও আবদ্ধ রহিয়াছে বোধ হয় ঐ সকল পদার্থ দূর করাই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক।

১ বা ২নং ঔষধ শীঘ্র খাওয়াইয়া দিবে।

আধসের পরিমাণ গরম মসিনার মাড়ের সহিত দুই বা তিন আউন্স মদ মিশাইয়া ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর প্রতিবার খাওয়াইবে।

পথ্য—কেবল মসিনা কিম্বা ভাতের পাতলা মাড় প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইবে; ইহা দ্বারা দাস্তও পরিষ্কার হইতে পারে এবং তৃতীয় পাকস্থলীতে যে সকল কঠিন দ্রব্য জমাট বাঁধিয়াছে তাহাও ইহার দ্বারা

নরম হইয়া বহির্গত হইবার সাহার্য্য পাইতে পারে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাস্ত হইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে যে জোলাপ খাওয়ান হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সেই জোলাপ পুনরায় খাওয়াইবে এবং যে পর্য্যন্ত না বাহ্যে হয় সে পর্য্যন্ত ঐ মসিনার মাড় ও মদ ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে থাকিবে। পেটের উপর উত্তমরূপে গরম জলের সেক দেওয়া যাইতে পারে ও ৮ নং ব্যবস্থামত ঔষধ দিবসে দুইবার খাওয়াইবে।

গরুকে প্রচুর পরিমাণে পাতলা মাড় খাওয়ান আবশ্যক। ইহা দ্বারা তৃতীয় পাকস্থলীর উপর ঔষধের কার্য্য হইবার সুবিধা হওয়ায় পাকস্থলীর ক্রিয়া ভাল হইতে পারে এবং পাকস্থলীতে শুষ্ক কঠিন জমাট বাঁধা যে সকল দ্রব্য থাকে, তাহাও বহির্গত হইতে পারে।

প্রচুর পরিমাণে পাতলা মাড় খাইতে দিলে ঐ সকল কঠিন ভুক্তদ্রব্য খুব নরম হইবে, এবং তৃতীয় পাকস্থলীর ভাঁজ হইতে বাহির হইয়া চতুর্থ পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে যাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

এই সকল কঠিন জমাট বাঁধা গুট্‌লে বাহির হইতে প্রায় অনেক দিন লাগিয়া থাকে, সুতরাং মলের সহিত যে পর্য্যন্ত ঐরূপ কঠিন জমাট বাঁধা গুট্‌লে দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত পাতলা মাড়খাইতে দেওয়া আবশ্যক।

গরুটীর আরোগ্য লক্ষণ দেখিলে উহাকে অল্প অল্প করিয়া তাজা নরম ঘাস খাইতে দিবে এবং কয়েক দিবস কোমল ও রেচক খাদ্য দ্রব্য খাইতে দিবে। গরুটিকে কঠিন শুষ্ক ঘাস কিংবা খড় খাইতে দিলে পুনরায় উহার ঐরূপ পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা।

মৃতদেহের লক্ষণ—কোন গরুর এই রোগে মৃত্যু হইলে ইহাতে উহার তৃতীয় পাকস্থলী অতিশয় কঠিন, শুষ্ক জমাট বাঁধা আঁশযুক্ত খাদ্য দ্রব্য কর্ত্তৃক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। উহা এত কঠিন ও শুষ্ক হইয়া থাকে যে মসিনার খোলের ন্যায় দেখায়।

রোগ নিবারণের উপায়—পালের মধ্যে একটী গরুর এই পীড়া হইলে, অবশিষ্ট গরুগুলিকে, সহজে জীর্ণ হয় এমন ঘাস ও প্রচুর পরিমাণে জল খাইতে দেওয়া উচিত।

রোগ সারিবার সময় পূর্ব্বলিখিত টনিক খাওয়াইবে।

যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)।

উৎপত্তি—এই রোগ জীবাণু বিশেষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। একত্র অনেক জীবের বাস, বায়ু গমনাগমনের অসুবিধা, পুনঃ পুনঃ প্রসব, অস্বাভাবিক উপায়ে দুগ্ধ দোহন প্রভৃতি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয়। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসই বহুক্ষেত্রে এই রোগ উৎপাদিত করে। যে কোন কারণে শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া রোগ প্রতিষেধক শক্তির হ্রাস পাইলে ধীরে ধীরে এই রোগ আসিয়া দেখা দেয়। পক্ষী, গো ও মনুষ্য দেহে যে ক্ষয়রোগ দৃষ্ট হয় তাহা একই প্রকারের এবং সাধারণতঃ একই কারণে উৎপত্তি লাভ করে।

গরুর ক্ষেত্রে, অধিকাংশ সময় রোগযুক্ত পরিচারক দূষিত কফ প্রভৃতি গোশালার মধ্যে পরিত্যাগ করে; সেই কফ প্রভৃতি গরুর আহারের সহিত মিশিয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং নীরোগ পশুতেও রোগ সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডে দুগ্ধবতী বা বধের নিমিত্ত পশু গুলিকে Tuberculin দিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাদের দুগ্ধ বা মাংস আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ভাবে সে দেশ হইতে রোগ দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে।

যে সকল পশু মুক্ত বায়ুতে স্বেচ্ছা বিচরণ করিতে পায়, তাহাদের মধ্যে এই রোগ কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানে বহু পশুর একত্রে বাস হেতু ইহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হয়। সেজন্য পশুগুলিকে রৌদ্রে ও মুক্ত বায়ুতে যাহাতে রাখা যায় সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

ক্ষয়রোগ জীবাণু সাধারণতঃ শ্বাসনালী ভোজন নালী বা কোন ক্ষতস্থান দিয়া দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। গোজাতি পরস্পরের গাত্র লেহন করিয়া থাকে এইরূপে, যদি কোন দেহে রোগের বীজ লাগিয়া থাকে তাহা লেহন দ্বারা

দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লয়। দেহের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া এই পীড়া যে কোন অঙ্গকে আক্রমণ করিতে পারে; মাংসপেশী এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

ক্ষয়রোগের গুপ্তাবস্থা অন্যান্য রোগের অপেক্ষা বেশী। কাযেই ইহার আত্ম প্রকাশ করিতে সময়ে সময়ে বহুদিন লাগিয়া যাইতে পারে। ধীরে ধীরে রোগের বীজ অগ্রসর হইলে ও ইহার লক্ষণ কালে নিশ্চিত প্রকাশ পায় এবং অবশেষে আক্রান্ত রোগীকে বিনাশ করে।

বিস্তার ঃ—কাসির সহিত রোগগ্রস্ত পশুর কফ নির্গত হইয়া ধূলির সহিত মিশিয়া যায়। অনেকস্থলে রৌদ্রতাপে রোগের জীবাণুগুলি মরিয়া যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে জীবাণুগুলি ধূলির সহিত মিশিয়া বাতাসে উড়িয়া যাইবার সুবিধা পায় ও অন্য শরীরে প্রবেশ লাভ করে; এইরূপে এক-স্থানে সকল পশুগুলির এই রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তৎপরে ধীরে ধীরে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে ইহা শ্বাস-নালীর মধ্যে tubercle উৎপন্ন করে। ক্রমে ক্রমে দেহের একস্থানের জীবাণুগুলি অন্যস্থানের জীবাণুগুলির সহিত মিশিবার সুযোগ পায় এবং এক প্রকার calcareous বা খাড় জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন করে। কালে এই সকল আভ্যন্তরিক ক্ষতে পূঁয উৎপন্নকারী জীবাণু আসিয়া মিলিত হওয়ায় ও পূঁয উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ—এই রোগ অতি ধীরে এবং কোন প্রকার যন্ত্রণার সৃষ্টি না করিয়া বিস্তার লাভ করে। রোগী বহুদিন পর্য্যন্ত কোন রোগ লক্ষণ বুঝিতে পারে না। যখন রোগ দেহ মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন রোগীর দেহ কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকেই ক্ষীণ হইতে থাকে। প্রাতঃকালে আহার বা পানের পর গরুটী কাসিতে থাকে। এই সময়ে দেহের উত্তাপ সাধারণ অবস্থা হইতে এক বা ততোধিক ডিগ্রী বেশী হয়। রোগের বৃদ্ধির সহিত কাসির বেগের বৃদ্ধি হয় এবং কষ্টদায়ক হয়। দেহ

ত্বকের নিম্নেই গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে। ফুস্‌ফুস বা শ্বাসনালীর অন্য কোন স্থান যখন আক্রান্ত হয় তখন কনুই বাহির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, যেন পাগুলির পক্ষে পশুর দেহের ভার গুরুতর হইয়া পড়িতেছে. পঞ্জরের অস্থি বিশেষ ভাবে উচু হইয়া উঠে এবং দেহ অতি দ্রুত ক্ষীণ হইয়া পড়িতে থাকে। এই অবস্থায় গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায় কিন্তু তখনও তাহার গুণের বিশেষ তারতম্য হয় না।

গাভীর স্তনের এক প্রকার ক্ষয়রোগ দৃষ্ট হয়। ইহাতে পশুটীর দেহের পশ্চাদ্ভাগের কাঠিন্য আনয়ন করে। দেহের গ্রন্থিগুলি শক্ত হয় এবং "দুগ্ধবহা শিরা" তলপেটে বিশেষ ভাবে উদ্গত হইতে দেখা যায়। ক্রমশঃ স্তনের গ্রন্থিগুলি ইটের ন্যায় শক্ত হইয়া যায় ও স্পর্শদ্বারা অনুভব করিলে শীতল বলিয়া মনে হয়। দুগ্ধের গুণের তারতম্য হয় এবং দুগ্ধে মাখনের ভাগ অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়, রং ঈষৎ নীলাভ হয়।

ক্ষয়রোগের শেষ অবস্থায় দেহ অতি দ্রুত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হইলে শ্বাসরোধ হেতু মৃত্যু ঘটে।

গোজাতি সাধারণতঃ কাসির পর ফুস্‌ফুস নির্গত কফ গিলিয়া ফেলে সে কারণে অন্ত্রের গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। রোগের শেষ অবস্থায় উদরাময় আনয়ন করে।

দুগ্ধ এবং মাংস হইতে এই রোগ মনুষ্য দেহে বিস্তৃতি লাভ করে, এবং দেখা গিয়াছে যে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়াও জীবাণু শূন্য করা যায় না।

চিকিৎসা—চিকিৎসা বিশেষ কিছুই নাই। যাহাতে রোগীর দেহের ওজন ও বলক্ষয় না হয় সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত। গোচিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন। একটী পশুর ক্ষয়রোগ হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহাকে দল হইতে পৃথক করিয়া যাহাতে যথাসম্ভব মুক্ত বায়ু সেবন করিতে পারে সেইরূপ

ব্যবস্থা করিবে। লঘু, সহজপাচ্য আহার দেওয়া যুক্তিযুক্ত যথা, ভাতের মাড়, বার্লি বা মসিনা সিদ্ধ মসিনার খৈল, কাঁচা কচিঘাস ইত্যাদি।

বাছুর থাকিলে রোগ ধরা পড়িবামাত্র তাহাকে দূরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিবে, এবং ভিন্ন গাভীর দুগ্ধ পান করাইয়া বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে।

ঠুন্‌কো (Mammites)

কারণ—ইহা বহুদুগ্ধবতী গাভীদিগের মধ্যে হইতে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। রোগের বীজাণু দ্বারা, স্তনে দুগ্ধ থাকা-কালীন শীতল মেজে শয়ন এবং পদদ্বারা পেষণ, বৎসের দন্তের আঘাত প্রভৃতি কারণে বা বহুক্ষণ দোহন বন্ধ থাকা হেতু ও ঠুন্‌কো হইতে পারে। অন্য রোগ হইতে যথা, এঁশো, বসন্ত, রিণ্ডার পেষ্ট, ক্ষয়রোগ ইত্যাদি—স্তন প্রদাহ উপস্থিত করে।

লক্ষণ—জ্বর ও তাহার অন্যান্য লক্ষণ: সকল প্রকাশ পায়, গরুটী রোমন্থন করে না, ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, গাত্রত্বক্ খস্‌খসে হয়। স্তনের কোন এক অংশ বিশেষ ভাবে স্ফীত হইয়া উঠে, উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হয়; হাত দিতে গেলে বিরক্ত হয়। দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং জোরপূর্ব্বক দোহন করিলে জলবৎ তরল প্রায় বর্ণহীন, বা দধির ন্যায় ঈষৎ ঘন ও রক্তবর্ণ দুগ্ধ নির্গত হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্থলে গ্রন্থি পূঁযযুক্ত হয় ও পাকিয়া উঠে এবং ফাটিয়া গিয়া পূঁয নির্গত হইয়া যায়।

ছাগ ও ভেড়ার মধ্যে এক প্রকার মারাত্মক ঠুন্‌কো হইতে দেখা যায়। ইহা Gangrene বিস্তার কারক জীবাণু দ্বারা ঘটিয়া থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে স্তন ভীষণ ভাবে স্ফীত হইয়া উঠে, অঙ্গুলির চাপে বসিয়া যায় এবং স্পর্শানুভব শক্তি প্রায় লোপ পায়।

চিকিৎসা—প্রত্যহ দুই তিনবার একসের গুড় দুই পাইট ঈষদুষ্ণ জলে মিশাইয়া ২ মাস আন্দাজ খাওয়াইতে হইবে। খড়্‌কে বা সরু মসৃণ কাঠি উত্তপ্ত ঘৃতে ডুবাইয়া বাঁটের ছিদ্রের মধ্যে অতি ধীরে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া প্রবিষ্ট করাইয়া দুগ্ধ নির্গমনের পথটী পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়; স্তনে সেঁক দিয়া আস্তে আস্তে ডলিয়া দিবে যাহাতে অল্প অল্প দুগ্ধ বাহির হইয়া যায়।

যদি পাকিয়া উঠে তাহা হইলে চিকিৎসক ডাকাইয়া অস্ত্রোপচার করাইয়া লইবে।

ইনজেক্‌সন্‌ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে,

যদি কোন বিশেষ রোগদ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই রোগের চিকিৎসা দ্বারা স্তন প্রবাহের উপশম ঘটিবে।

রক্ত প্রস্রাব (Pyro Plasmosis)

নাম—লাল পিসাব (হিন্দি) রক্তমূত্র (বাংলা)

রোগের প্রকৃতি—ইহা ম্যালেরিয়া ঘটিত একটী বিশেষ সংক্রামক রোগ। ইহাতে রক্তের লাল কণিকাগুলি নষ্ট হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই রোগ সচরাচর দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে ইহাকে রক্ত প্রস্রাব বলা হয়, কিন্তু এই নাম তেমন যুক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু রক্তবর্ণ প্রস্রাব ইহার সাধারণ লক্ষণ হইলেও সকল ক্ষেত্রে ইহা সর্ব্বদা বিগুমান থাকে না। রক্ত প্রস্রাব বা রক্তের ছিটযুক্ত প্রস্রাব অন্যান্য নানা কারণেও উৎপন্ন হইতে পারে; যেমন মূত্রাশয়ের মূত্রোৎপাদক যন্ত্রের বা জননেন্দ্রিয়ের কোন রোগ বা আঘাত পাইলেও ঐরূপ হইতে পারে। কিন্তু এই পরিচ্ছেদে কেবল এই বিশেষ রোগের বিষয় কথিত হইবে।

রোগের কারণ—এই রোগ এক প্রকার এটুলি নামক ক্ষুদ্র কীট কর্ত্তৃক বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহারা গরুর চর্ম্মে সংলগ্ন হইয়া তাহাতে রোগের বীজ সংযুক্ত করে। তৎপরে ঐ কীটগুলি সংক্রামিত পশুর গাত্র হইতে পড়িয়া যায়, এবং ডিম্ব প্রসব করে ও মরিয়া যায়। কালক্রমে ঐ ডিম্বগুলি ফুটিয়া উঠে, তখন নব প্রসূত কীটাণুগুলি হইতে আবার রোগ বিস্তার হইতে থাকে।

রোগ প্রকাশের পূর্ব্বকাল—এই রোগ প্রকাশের পূর্ব্বকাল এক প্রকার অনিশ্চিত সম্ভবতঃ চারি দিন হইতে অনেক সপ্তাহ পর্য্যন্ত লাগে।

রোগের লক্ষণ—নূতন ও পুরাতন ভেদে এই রোগ দুই প্রকার। প্রবল লক্ষণযুক্ত রোগ সচরাচর গ্রীষ্মকালে এবং মৃদু লক্ষণযুক্ত রোগ শীতকালে হইতে দেখা যায়।

উত্তাপ বৃদ্ধি ইহার প্রথম বিশেষ লক্ষণ, এবং পশুটি নিস্তেজ হয় ও অন্যমনস্কভাব ধারণ করে। মাথা ও কাণ নত হইয়া পড়ে এই রোগের প্রারম্ভে উদরে যাতনা অনুভূত ও রক্তমলযুক্ত পেটের পীড়া হইতে পারে কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতাই এই রোগে উদরের সম্বন্ধে প্রধান লক্ষণ।

কোষ্ঠবদ্ধতার আরম্ভ ও প্রসাবের পরিবর্ত্তন এক কালেই ঘটিয়া থাকে। এই রোগাক্রান্ত জন্তু উদাসভাব ধারণ করে। প্রবল লক্ষণযুক্ত রোগে শরীরের রক্তক্ষয় হেতু এবং পশুটী অতি শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া, উহার দেহের বাহ্যিক বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না; কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে পশুটী রক্ষা পায়, সে স্থলে রোগের আক্রমণ ও যন্ত্রণার ফল স্বরূপ রোগী ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।

মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা প্রথমেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয় এবং ঐ রোগাক্রান্ত পশুটী দাঁড়াইয়া থাকিলে বিশেষতঃ ঘুরিবার সময় তাহার পশ্চাৎভাগ দুলিতে থাকে। প্রবল লক্ষণযুক্ত রোগ হইলে প্রস্রাব গাঢ়তর ও রক্তবর্ণ হইতে তাম্রবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়; কখন বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয় এবং কোন কোন পশুর পীড়ার প্রথম লক্ষণ প্রকাশের পর ১৬ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে। যাহা হউক, প্রবল লক্ষণযুক্ত রোগের স্থিতিকাল সচরাচর চার পাচ দিন। এই রোগ মৃদু ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ঐ গরুটী অল্পে অল্পে ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া মরিয়া যায়। সাধারণতঃ ১৪ দিনে রক্তহীনতার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় এবং উহারা আরো অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অনেক সময়ে রোগের পুনরাক্রমণ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে এই রোগ কএক মাস ধরিয়া থাকে। আক্রান্ত পশুর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৪০টী হইতে ৯০টী পর্য্যন্ত। এই রোগাক্রান্ত দলে প্রায় সর্ব্বদা এঁটুলি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বস্থলেই যে ঐরূপ হইবে তাহা নহে, যেহেতু কীট উৎপন্ন হইয়া উহাদের প্রথমাবস্থায় এই রোগ উৎপাদন করে।

মৃতদেহের লক্ষণ—মাংস, রক্তহীন ও কোমল হয়, গরু অত্যন্ত শীর্ণকায় হয়, অন্ত্র ও চতুর্থ পাকস্থলীর মধ্যকার ঝিল্লীতে রক্তাধিক্যবশতঃ লাল অংশ সকল দৃষ্ট হয়, এবং হৃদযন্ত্রের আভ্যন্তরিক ঝিল্লিতে লাল দাগ থাকে। প্লীহা ও যকৃত প্রধানতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়, প্রথমটী অত্যন্ত বৃহৎ হয় ও উহাতে রক্তাধিক্য প্রকাশ পায়। শেষোক্তটীও আকৃতিতে বৃহৎ হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা উহার রঙ অপেক্ষাকৃত ফিকা দেখায় এবং উহা অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ হয়।

রোগ নির্ণয়—রক্ত চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলে রোগাক্রান্ত পশুতে এই রোগোৎপাদক কীটাণুর উৎপত্তি নির্ণীত হয়। যে স্থলে এ রোগ প্রবলভাব ধারণ করে, তথায় এই রোগের সহিত তড়কা রোগের ভুল হইতে পারে; মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে দৃষ্ট হইবে যে শরীরাভ্যন্তরিক অংশ সকলে রক্তের অভাবই এই রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ

চিকিৎসা—প্রথম লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইলে ৩ বা ৪ নং ব্যবস্থানুসারে রেচক ঔষধ খাওয়াইবে। এই ঔষধের কার্য্য সম্পন্ন হইলে প্রত্যহ ১ ড্রাম পরিমাণে কুইনাইন ব্যবস্থা করা উচিত। রেচক ঔষধ সেবন করাইয়া সর্ব্বদা কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা আবশ্যক এবং প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৮ নং ব্যবস্থানুযায়ী উত্তেজক ঔষধ সেবন করান বিধেয়। উত্তম মণ্ড বা নাড় খাওয়াইয়া রোগাক্রান্ত পশুর বল রক্ষা করা উচিত এবং আরোগ্য হইবার পর ১০ নং ব্যবস্থানুযায়ী বলকারক ঔষধ খাওয়াইবে। চমড়ার নীচে ডাক্তারের সাহায্যে Tripan Blue solution ফুঁড়িয়া দিবে।

রোগ নিবারণের উপায়—অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে এই রোগ মারাত্মক রূপে প্রকাশ হয় বলিয়া এই রোগের টিকা দিবার ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে।

যে সকল জেলায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তথা হইতে গরুগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া উহাদের গাত্রস্থিত কীট মারিয়া ফেলিবার

জন্য ঐ গরুগুলিকে জলে ডোবান হইয়া থাকে। কথিত আছে যে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক খাওয়াইলে গরুদিগের গাত্রে এইরূপ কীট ধরিতে পারে না সুতরাং উহারা আর এই রোগে পীড়িত হয় না।

কোন গোচারণ ক্ষেত্রে চরিবার পর ঐ প্রকার রক্ত প্রস্রাব দৃষ্ট হইলে সে ক্ষেত্রের জল নিকাশের উত্তম ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কীট বা উকুন বর্ত্তমান থাকিলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উহাদের বিনাশ সাধন করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।

মূত্ররোধ।

নানাকারণে গরুর মূত্ররোধ হইতে পারে। মূত্রাশয়ে রক্ত সঞ্চয় বা স্ফীতি বা মূত্রাশয়ের কার্য্য করিবার শক্তিহীনতা হেতু এই রোগ হয়। কখনও কখনও মূত্রাশয় হইতে মূত্র নির্গত হইয়া পথে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যায়। মূত্রাশয়ে বা মূত্রনালীর কোন স্থানে পাথুরী দ্বারা বা মূত্রনালীর গাত্রের আবরক ঝিল্লির প্রদাহ হেতু এই রোগ হইতে পারে।

পুংগো'র মূত্রনালীর আকার অনেকটা ইংরাজি "S" অক্ষরের ন্যায় সেজন্য ক্যাথিটার বা মূত্রনিষ্কাষণ নল ব্যবহার করা উচিত নহে।

স্ফীতি বা পাথুরী হইতে মূত্ররোধ হইলে অস্ত্রোপচার দ্বারা মূত্র নির্গমনের জন্য পথ করিয়া দিতে হয়।

কারণ—উত্তেজক ঔষধ বা লতা পত্র আহারের দ্বারা মূত্র রোধ হয় :— যথা, টারপিন্, cantharides, করবী, ছোট জোয়ার, আকন্দ ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গো-শকট চালক কর্ত্তৃক চাবুকের পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা বা জুতার আঘাত দ্বারা মূত্রনালীতে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় মূত্রনিরোধ হয়। ইহাতে মূত্রনালীতে বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে স্ফীতি হইয়া মূত্ররোধ করে।

লক্ষণ—এককালে মূত্ররোধ ঘটে বা ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়িতে থাকে। জ্বর ও জ্বরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। কোষ্ঠকাঠিন্য হয় এবং মূত্রের রং রক্তবর্ণ হইয়া যায়। ক্ষুধামান্দ্য ঘটে।

মূত্র অল্পে অল্পে (pelvisএর গহ্বরে) বস্তিদেশে জমা হয় এবং মূত্রনালীর গা দিয়া মূত্র নির্গম হইতে থাকে এবং মূত্রাশয়ের tissueর চতুর্দ্দিকে জমা হয়, সেই কারণে তলপেট বক্ষ ও পঞ্জরের নীচে স্ফীতি দৃষ্ট হয়। যখন মূত্র নির্গমনের পথ করিয়া দেওয়া হয় তখন দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র নির্গত হয়।

এই রোগে জন্তুটি অজ্ঞান হইয়া পড়ে, দেহের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং মূত্রবিষ দ্বারা জন্তুটি মারা পড়ে।

চিকিৎসা—পোস্তর ঢেঁড়ী সিদ্ধ করিয়া মূত্রাশয়ের উপরিভাগে সেঁক দিবার ব্যবস্থা করিবে স্ফীত অংশটী ছুরী দ্বারা ফুটা করিয়া দিবে। শীঘ্র জোলাপ দেওয়া প্রয়োজন। তিন ড্রাম ধুতরার রস বা **Ext. hyoscyamus** বা **urotropine** দিয়া চেষ্টা করিতে পারা যায়।

পেটের পীড়া।

নাম—পেটের অসুখ, পেট নাবান, দাস্ত (বাঙ্গালা)।

রোগের প্রকৃতি—এই রোগে বারংবার দাস্ত হয়, জ্বর কিংবা শারীরিক অন্য কোন প্রকার গোলমাল প্রায়ই থাকে না। কিন্তু সময়ে সময়ে তলপেটের উত্তেজনার লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে বলিয়া সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে জলবৎ তরল মল নির্গত হইতে থাকে। কখন কখন, বিশেষতঃ গোবৎসদিগের মধ্যে, এই পীড়া সংক্রামক হইয়া থাকে।

রোগের কারণ—গরু কোনও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কটু, তিক্ত বা তীব্র গাছগাছড়া কিম্বা অপরিষ্কার জল খাইলে সচরাচর এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। গোবৎসগণ জন্মমাত্রে মাতৃদুগ্ধ অধিক পরিমাণে পান করিলে সচরাচর তাহাদের এই রোগ হইতে দেখা যায়। যদি ইহাই রোগের কারণ বলিয়া স্থির নির্দ্ধারণ করা যায় তাহা হইলে এক আউন্স চূণের জল, এক আউন্স Castor Oilএর সহিত মিশ্রিত করিয়া দিনে দুইবার খাইতে দিবে, এবং তাহার মাতার দুগ্ধ বন্ধ করিয়া অপর গাভীর দুগ্ধ পান করিতে দিবে। কোন কোন জমিতে উৎপন্ন গাছগাছড়া খাইয়া গরুর এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার জমি প্রায়ই জলাভূমি, তাহাদের জল নিকাশের উত্তমরূপ ব্যবস্থা থাকে না। যখন তৃণাদি খাদ্য দ্রব্যযুক্ত মাঠের ও জলের অতিশয় অনাটন হয়, ও তজ্জন্য গরুদিগকে অস্বাস্থ্যকর কটু, তিক্ত বা তীব্র গাছ গাছড়া খাইতে এবং অত্যন্ত অপরিষ্কার জল পান করিতে বাধ্য হইতে হয় সেই সময়ে ঐ প্রদেশে গরুর এই পীড়া হইয়া থাকে।

অত্যধিক পরিমাণে জোলাপের ঔষধ খাওয়াইলেও পেটের পীড়া

হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যে স্থলে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্র অধিক মাত্রায় পূর্ণ হয় সে স্থলেও এই পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা।

শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র বা ফুস্ ফুস্ ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ রোগের ও অন্যান্য বলক্ষয়কারক রোগের শেষ অবস্থায় পেটের পীড়া প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে। হিম লাগিয়া বা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া, বিশেষতঃ সেই সময় অন্ত্র সকল অসুস্থ অবস্থায় থাকিলে, এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

কখন কখন অধিক উত্তাপ লাগান ও এই পীড়ার অন্যতম কারণ।

বর্ষাকালে প্রথম বৃষ্টির পর জমিতে যে সকল সবুজ তাজা ঘাস উৎপন্ন হয় সেই সকল ঘাস অত্যধিক পরিমাণে খাওয়ায় পশুগণের সচরাচর পেটের পীড়া হইয়া থাকে।

অন্ত্রমধ্যে কৃমি বর্ত্তমান থাকিলে অনেক সময় এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন গোবৎসগণের যে সংক্রামক পেটের পীড়া হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে জন্ম হইবার কিছু পরে নাভির ক্ষতস্থল সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে ঐ ক্ষত দিয়া এক প্রকার পেটের পীড়া উৎপাদক জীবাণু রক্তে প্রবেশ লাভ করে।

রোগের লক্ষণ—বায়ু নিঃসরণের সহিত বারংবার জলবৎ তরল মল নির্গত হইতে থাকে; প্রথমতঃ মলত্যাগের সময় বেগ দিতে বা কোন বেদনা অনুভব করিতে দেখা যায় না; ক্ষুধা উত্তমরূপ থাকিতে পারে; ভুক্ত দ্রব্যের জাবরকাটার সামান্যরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দুগ্ধ নিঃসরণ কিছু অল্প পরিমাণে হইতে পারে; কিন্তু মোটের উপর গরুটীর স্বাস্থ্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। অনেক দিন বার বার মলত্যাগ হইতে থাকিলে মলত্যাগ কালে বেগ দিতে হয় এবং পীঠের শিরদাঁড়া বক্র হইয়া যায়। ঐ গরুর পার্শ্বদেশ শীর্ণ ও শিথিল হইয়া পড়ে ও উহার চর্ম্মের লোম খাড়া হইয়া থাকে। অত্যধিক

পরিমাণে বেদনা অনুভব করে এবং কখন কখন মলের সহিত রক্ত নির্গত হয়।

অন্ত্রমধ্যস্থ কৃমি বহির্গত হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে উত্তমরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গো-বৎসদিগের এ পীড়া হইলে তাহাদের গ্রন্থিস্থানে উত্তাপ অনুভূত ও বেদনাযুক্ত স্ফীতি দৃষ্ট হইতে পারে। ঐ সকল পশুদিগের উপরোক্ত লক্ষণসমূহ সর্ব্বদা অতিশয় বর্দ্ধিতভাব ধারণ করে এবং সাধারণতঃ উহাদের মল মলিন শ্বেত বর্ণ হয়।

চিকিৎসা—এই রোগৎপত্তির কারণের উপর ইহার চিকিৎসা নির্ভর করে। সাধারণ স্থলে—প্রথমতঃ গরুটী যে জমিতে চরিত এবং যে খাদ্য ও জল খাইত, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে এবং যাহাতে উত্তম ও পরিষ্কার জল খাইতে পায় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। প্রথম অবস্থায় ৪ নং ব্যবস্থামত মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রথমেই প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত এবং ঐ ঔষধের কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর ১৩ নং ব্যবস্থামত ঔষধ খাওয়াইবে, এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ ঔষধ প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে। রোগ গুরুতর হইলে পুষ্টি সাধনোদ্দেশে কেবল ভাতের মণ্ড বা ভূষি খাইতে দিবে। তলপেটে অধিক বেদনা থাকিলে উহার উপর গরম জলের বোতলের সেক দিবে। পীড়িত গরুকে উত্তম সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ান অতিশয় আবশ্যক এবং মল নির্গম বন্ধ হইবার পর কিছুদিন ধরিয়া জলের পরিবর্ত্তে ভাতের, গমিনার ও ময়দার মাড় উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

গরুটি দুর্ব্বল বা অতিশয় শীর্ণ হইলে দিবসে দুই একবার করিয়া ৯ ও ১০ নং ব্যবস্থামত বলকারক ঔষধ খাওয়াইবে।

রোগ পুরাতন হইয়া পড়িলে ১৪ নং ব্যবস্থামত ঔষধ খাওয়াইবে, এবং উহার সহিত উপরোক্ত একটি বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অন্ত্রমধ্যে কৃমি বিদ্যমান থাকিলে যে পেটের পীড়া হয় তাহাতে ঐ গরুকে ২০, ২১ বা ২২ নং ব্যবস্থামত কৃমি নাশক ঔষধ খাইতে দিবে।

গো-বৎসগণ সংক্রামক পেটের পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অধিকাংশস্থলে মরিয়া যায়; তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত, প্রাপ্ত বয়স্ক পশু-গণের জন্য নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে, তবে ঐ সকল ঔষধের সিকিমাত্র প্রযোজ্য। অধিকন্তু নাভি ক্ষত পরিষ্কৃত করিয়া টিংচার বা লিনিমেণ্ট আয়োডিন লাগাইয়া উহা বাঁধিয়া দিতে হইবে।

রোগ নিবারণের উপায়—যাহাতে এই রোগ বিস্তৃত হইতে না পারে এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত এবং সদ্য প্রসূত গো-বৎসদিগকে রোগগ্রস্ত গরুর সন্নিকটে আসিতে দেওয়া উচিত নহে। আরও বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন নাভি প্রদেশ কোন মতে অপরিষ্কৃত না হয় এবং সেইস্থান মাঝে মাঝে বোরিক এসিড দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

রক্ত আমাশয়।

নাম—আমাশা (বাঙ্গালা) পেচিস্ (হিন্দি)।

রোগের প্রকৃতি—ইহা বৃহৎ অন্ত্রের আভ্যন্তরিক আবরক পর্দ্দার এক প্রকার বিশেষ প্রদাহ, কখন কখন উহাতে ক্ষত বিদ্যমান থাকে ; এই রোগে অল্পাধিক পরিমাণে জলবৎ মল নিঃসরণ হয় ও উহাতে রক্ত ও আম থাকে।

রোগের কারণ—অনেকদিন ধরিয়া পেটের পীড়া থাকিলে অবশেষে এই রোগ হইতে পারে ; কিম্বা গরু অস্বাস্থ্যকর গাছগাছড়া খাইলে বা অপরিষ্কার জল পান করিলে, অথবা যে সময়ে দিবাভাগে অত্যন্ত গরম থাকে সেই কালের রাত্রে অত্যধিক হিম লাগিলে বা আর্দ্র স্থানে থাকিলে, বিশেষতঃ জলা ভূমিতে থাকিলে, গো-জাতির এই রোগ হইতে পারে। নানা প্রকার কীটাণু ও কৃমি বিশেষের দ্বারা ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই আমাশয়, "গো-বসন্ত" "তড়কা" অথবা "গলাফুলা" রোগের লক্ষণ স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে।

লক্ষণ—পেটের পীড়া হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইলে পেটের পীড়ার বিষয়ক অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। প্রথমে পেটের পীড়া না থাকিলেও এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং প্রায় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে, এইরূপ হইলে কম্প দিয়া জ্বর আসিতে পারে ; তৎপরে বারংবার মল ত্যাগ হইতে থাকে, উহার কিয়দংশ কঠিন গুটলে ও অবশিষ্ট অংশ জলবৎ হইয়া থাকে ; উহা রক্ত ও আম মিশ্রিত থাকে এই ডিম্ব মধ্যস্থ ঘনীভূত শ্বেতাংশের ন্যায় দেখায়।

তলপেটে শূল বেদনার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, গরুটি পুনঃ

পুনঃ মল ত্যাগের প্রয়াস পায় এবং জোরে বেগদিলে মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে।

এই রোগে যকৃতের কার্য্যে ব্যতিক্রম ঘটে বলিয়া অনেক স্থলে গরুর মুখের আভ্যন্তরিক আবরক চর্ম্ম, চক্ষু-পল্লব ও গাত্রের চর্ম্ম ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ দেখায়।

চিকিৎসা—প্রথম অবস্থায় ৪ নং ব্যবস্থামত তৈল সংযুক্ত মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

পেটের উপর উত্তমরূপে গরম জলের সেক দিবে এবং মধ্যে মধ্যে মলদ্বারে গরম লবণ মিশ্রিত জলের পিচকারী করিবে। লবণের মাত্রা—১ বা দুই ড্রাম ১ পাইটজলে।

গরুটিকে কেবল মাড় খাইতে দিবে। তিন ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধেক মসিনা ও অর্দ্ধেক চাউলের মাড় দিবে এবং প্রত্যেক বার উহার সহিত দুই আউন্স পরিমিত লবণ মিশ্রিত করিয়া দিবে। অধিক দিন ধরিয়া আমাশয় থাকিলে দিবসে দুই একবার করিয়া ১৩ বা ১৪ নং ব্যবস্থামত ধারক ঔষধ খাওয়াইবে।

আমাশয় আরোগ্য হইলে পর কিছুদিন ধরিয়া গরুটিকে কেবল সুমিষ্ট ঘাস ও সহজে জীর্ণ হয় এরূপ খাদ্য খাওয়াইবে নতুবা পুনরায় আমাশয় হইবার সম্ভাবনা।

গরুকে পরিষ্কার শুষ্ক ও উচ্চ মেজেযুক্ত এবং উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে এরূপ গোয়াল ঘরে রাখিবে, শীত কালের রাত্রিতে রুগ্ন পশুকে কম্বল বা চট দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে।

গোবৎসের যকৃৎ-ক্ষয় রোগ।

নাম—জনকাই (পঞ্জাব)।

রোগের প্রকৃতি ও কারণ—যকৃতে "ফ্লুক" নামক এক প্রকার ক্রমি হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। নিম্ন ও জলা ভূমিতে চরিলে ভেড়া ও গরুদিগের এই রোগ হইতে দেখা যায়।

ঐ সকল স্থানে উপরোক্ত ক্রমির ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহারা খাদ্যের সহিত শরীরে প্রবেশ করে।

ঐরূপে যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্‌ ও অন্যান্য যন্ত্রে ক্রমি উৎপন্ন হইয়া অল্প বিস্তর ক্ষতি করে। গোবৎসের মধ্যে উপরোক্ত ক্রমি হইলে গুরুতর লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়, কিন্তু গরুদিগকে কেবল সময় সময় উহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ—এই রোগ অতি ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে আক্রমণ করে। পশুটী ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে থাকে এবং উহার জঙ্ঘার উপর ও পশ্চাৎ ভাগে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে চর্ম্মের নিম্নে এক প্রকার কড় কড় করিয়া শব্দ হইতেছে বলিয়া অনুভব হয়। প্রথমতঃ চর্ম্ম অতিশয় অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত ফ্যাকাসে বর্ণযুক্ত হয়, বৎসের গাত্রের লোম শিথিল হয় এবং টানিলে অতি সহজে উঠিয়া আসে। কিছু দিন পরেই চর্ম্ম বিবর্ণ হইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে হরিদ্রা ও কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত চাকা চাকা চিহ্ন দৃষ্ট হয়। চোয়ালের নিম্নভাগ ফুলিয়া উঠে এবং সমস্ত শরীরেই শোথের বা ফোলার লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নষ্ট হইয়া যায় এবং চক্ষের শুভ্র অংশ হরিদ্রাভ হয়; পৃষ্ঠদেশ কিয়ৎ পরিমাণে বসিয়া যায় এবং উদর বৃহদাকার ধারণ করে; ভেড়াটীর অতিশয় পিপাসা বৃদ্ধি হয়, এবং

সচরাচর উত্তমরূপ আহার করে, বস্তুতঃ অতিশয় ক্ষুধার্ত্তের ন্যায় ব্যগ্র-ভাবে আহার করিয়া থাকে। সর্ব্বদা কাসি হওয়া ইহার আর একটী লক্ষণ।

শীঘ্র বা কিছু বিলম্বে পেটের অসুখ আরম্ভ হয় ও উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, এবং ক্রমশঃ অধিকতর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া অবশেষে মরিয়া যায়।

চিকিৎসা—কোন পালে এই রোগ উপস্থিত হইলে, যে জমির উত্তমরূপ জল নিকাশের বন্দোবস্ত আছে ও যে জমির উপর জলা জমির মোটা ঘাস জন্মায় না এরূপ জমিতে সর্ব্বাগ্রে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। যাহার এই রোগ হইয়াছে তাহাকে শুষ্ক ও আবৃত স্থানে রাখিবে এবং দিবসে দুই একবার করিয়া ৯ নং ব্যবস্থামত ঔষধ খাওয়াইবে।

শুষ্ক, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে যথা—উচ্চ জমির শুষ্ক ঘাস, শস্য, খইল এবং লবণ মিশ্রিত ভাতের মাড়।

রোগ নিবারণের উপায়—যে সকল জমিতে পশুগুলি চরে সেই সকল জমির জল নিকাশের উত্তমরূপ ব্যবস্থা করিবে এবং চুণ, ছাই ও লবণ দিয়া ঐ সকল জমিতে সার দিবে।

মৃতদেহের লক্ষণ—মাংসপেশী সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, চর্ম্ম হরিদ্রা-বর্ণযুক্ত এবং যকৃৎ পীড়াগ্রস্ত হয়, পিত্তনালী, কখন কখন চতুর্থ পাকস্থলী এবং প্রথম অন্ত্রে ফ্লুক নামক কৃমি দৃষ্ট হয়; রক্তের বর্ণ ফ্যাকাসে এবং জলবৎ তরল হয়।

কাস রোগ

গো-বৎস ও গাভীদিগের এই রোগকে ইংরাজী নাম—"হুস্" বা "হাস্ক" বলে, কাস (বাঙ্গালা), খাঁশী (হিন্দি)।

রোগের প্রকৃতি—শ্বাসনালী ও উহার যে সকল শাখা প্রশাখা ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে উহাদের প্রদাহ হয়। গলার বেদনার উত্তমরূপ চিকিৎসা না করিলে পরে কাশ রোগ হইতে পারে।

রোগের কারণ—যখন এই রোগ ভেড়া ও বাছুরদিগের মধ্যে মহামারী আকারে আবির্ভূত হয়, তখন প্রায়ই তাহাদের কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালীর শাখা প্রশাখাতে ছোট ছোট সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম কৃমি হওয়ায় প্রায় এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই সকল কৃমির ডিম্ব খাদ্যের সহিত বা অন্য কোন প্রকারে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, পরে ঐ সকল ডিম্ব হইতে কৃমি জন্মায়।

জলে ভিজিলে হিম বা ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা যে সকল কারণে সর্দ্দি ও গলার বেদনা হয় সেই সকল কারণে অধিক বয়স্ক গরুদিগেরও কাস রোগ উৎপন্ন হয়। কখন কখন গলার বেদনার সহিতও এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

রোগের লক্ষণ—বড় বড় গরুর এই রোগ হইলে গলায় বেদনা বা "গলাফুলা" রোগে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহার লক্ষণগুলিও প্রায় সেই প্রকার ঘটে। প্রথমতঃ কাসি অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন থাকে ও কাসিবার সময় এক প্রকার কর্কশ শব্দ হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে এবং এক প্রকার শন্ শন্ শব্দ শুনা যায়। বিশেষতঃ গলার নিম্নভাগে কাণ দিয়া রাখিলে ঐরূপ শব্দ আরও স্পষ্টরূপে শুনিতে পাওয়া যায়। কিয়ৎকাল পরে শ্বাসনালী ও ইহার শাখা প্রশাখার

মধ্যস্থিত আবরণ হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়াতে কাসি প্রায় সরল হয় এবং তখন কাসিবার সময় ঘড় ঘড় শব্দ হয়। গরুটী কাসিবার পর তাহার নাক ও মুখ দিয়া অত্যধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা ও কফ নির্গত হইতে থাকে। বাছুর ও ভেড়া ছোট ছোট সূতার ন্যায় কৃমি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উহারা বার বার কাসিতে থাকে এবং কাসিবার সময় ঘঙ ঘঙ করিয়া এক প্রকার শুষ্ক শব্দ হয়। পশুটির ঘন ঘন কাসির বেগ হয় এবং ঐ কাসির শব্দ অর্দ্ধেক সাঁই সাঁই ও অর্দ্ধেক সাধারণ কাসির মত হইয়া থাকে। কাসিবার সুবিধার জন্য ঐ পশুগুলি সম্মুখের পা বাড়াইয়া দিয়া পায়ের হাঁটু বাহির দিকে রাখে; গলা ও মাথা ঈষৎ নত করিয়া বাড়াইয়া রাখে; এবং যে সকল কৃমি শ্বাসনালীর শাখা প্রশাখাস্থিত ঘন শ্লেষ্মার মধ্যে আবদ্ধ থাকে সেই সকল যন্ত্রণাদায়ক কৃমিগুলিকে এই প্রকারে কাসিয়া তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ক্রমে ঐ পশুগুলির মাংস ক্ষয় হইয়া আসে ও উহারা শীর্ণকায় হইতে থাকে, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে সচরাচর তাহারা মরিয়া যায়।

পালের একটী পশু পীড়িত হইলে ক্রমে ঐ পালের অন্যান্য অনেক পশু পীড়িত হয়।

চিকিৎসা—বড় গরুদের মধ্যে কাস রোগের লক্ষণ দেখা যাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের চিকিৎসা আরম্ভ করিবে।

গলার নিম্নভাগে ও ঘাড়ের দুই পার্শ্বে সরিষা চূর্ণের প্রলেপ লাগাইয়া ১৬ নং ব্যবস্থামত ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করিবে। এক বালতি উষ্ণ জলে ৬০ ফোঁটা টারপিন তৈল বা দুড্রাম কর্পূর দিয়া ঐ জলের ধোঁয়া গরুর নাকে দিবে।

গরুটীকে গোয়ালের মধ্যে উত্তম স্থানে রাখিবে; যাহাতে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহাকে দূষিত বায়ুপূর্ণ ময়লাযুক্ত গোয়ালে রাখা কোনমতে উচিত নহে; কেবল

মাত্র ভাতের, মবিনার বা ভূষির মাড় ৮ নং ব্যবস্থামত গুঁড়া ঔষধের সহিত মিশাইয়া দিবসে দুইবার খাইতে দিবে; শীত কালের রাত্রে গরুটীকে কম্বল দ্বারা আবৃত করিয়া গরমে রাখিবে এবং ভাল শুষ্ক জমিতে শুইতে দিবে।

বাছুর ও ভেড়াদিগের শ্বাসনালীর শাখা প্রশাখায় ছোট ছোট সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম কৃমি হওয়ায় কাস রোগ উৎপন্ন হইলে উহাদিগকে ১৬ নং ব্যবস্থামত ঔষধ খাওয়াইবে। বাছুরদিগের পক্ষে চারি ভাগের এক ভাগ এবং ভেড়াদিগের পক্ষে ছয় ভাগের এক ভাগই উপযুক্ত মাত্রা। তাহাদের খাদ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে লবণ খাইতে দিবে।

এক সময় অনেকগুলি গরুর এই রোগ হইলে উহাদিগকে প্রত্যহ একটী গোয়ালে রাখিয়া জানালা ও দরজা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়া তন্মধ্যে গন্ধক পোড়াইবে। ঐ গরুগুলি গন্ধকের ধোঁয়ার শ্বাস লইতে থাকিবে, তাহাতে কাশি আরম্ভ হইবে। গরুগুলি অত্যন্ত কাসিতে কাসিতে কষ্টের চিহ্ন সকল প্রকাশ করিলে পর জানালা দরজা খুলিয়া দিয়া গন্ধকের ধোঁয়া দেওয়া বন্ধ করিবে। ধোঁয়া দিবার সময় উহার কি প্রকার ফল হয়, তাহা দেখিবার জন্য গোসেবককেও ঐ গোয়ালের ভিতর থাকিতে হইবে। এক দিবস অন্তর পুনর্ব্বার ঐরূপ ধূম প্রয়োগ করিবে! চিকিৎসকগণ সর্ব্বদা এই রোগের জন্য শ্বাসনালীতে ১০ ফোঁটা ক্রিয়োজোট, ৩০ ফোঁটা টারপিন ও এক আউন্স রেকটিফায়েড স্পিরিট পিচকারী দিয়া প্রবেশ করাইয়া থাকেন; ইহাতে বিশেষ ফল হইতে দেখা গিয়াছে।

সর্দ্দিগর্ম্মি (Sunstroke)

ভারবাহী বৃষ, তাহাদের ঘাড়ের ক্ষুদ্রতা হেতু, এই রোগে বেশী আক্রান্ত হইয়া থাকে।

কারণ—অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকা, অত্যধিক পরিশ্রম এবং সেই জন্য অবসন্নতা অথবা কুয়াসার দিনে বৃষের নিজ শরীরের আভ্যন্তরিক তাপ হেতু এই রোগ হইতে পারে।

লক্ষণ—আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানলোপ পায়। অক্ষি তারকা বিস্তৃত হয়, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অধিক ক্লেদ নির্গমন, পদবিক্ষেপে দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়, কখনও কখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না পড়িয়া যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস ধীর, নাড়ী-ক্ষীণ ও দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। চক্ষু তারকায় হাত দিতে গেলে কোন বিকার প্রকাশ করে না, এবং চতুর্দ্দিকের জিনিষের প্রতি কোনই লক্ষ্য রাখে না।

চিকিৎসা—সমস্ত বন্ধন যথাসম্ভব শীঘ্র দূর করিয়া পশুকে স্বস্তি দিতে চেষ্টা করিবে; নাসিকার নিকটে বাতাস দিবে এবং মস্তকে বরফ অভাবে শীতল জল দিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পশুটী দাঁড়াইতে না পারে, ততক্ষণ এইরূপ করিবে। পশুটীর গিলিবার শক্তি থাকিলে মৃদু জোলাপ দিতে চেষ্টা করিবে। যথা এক আউন্স মোসব্বর ও ঐ পরিমাণ শুঁঠ এক পাইট জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। যদি গিলিবার শক্তি না থাকে তাহা হইলে চামড়া কুঁড়িয়া দেড় গ্রেণ করিয়া Eserine Sulph ও Pilocarpine Sulph বিশ ফোঁটা সিদ্ধ জলে গুলিয়া দিয়া দিবে। জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত নাকের নিকট Amonia বা Liq. Amon fortis ধরিয়া রাখিয়া আঘ্রাণ লওয়াইবে।

বিষ ভক্ষণ।

গো সকল তাহাদের খাদ্যের সহিত দৈবক্রমে বিষ খাইয়া ফেলে ও মরিয়া যায় ; কিম্বা দুষ্ট লোকে কুঅভিসন্ধিতে তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। কখন কখন অবস্থা বিশেষে উত্তম খাদ্য দ্রব্য বা গাছ গাছড়া অত্যধিক পরিমাণে খাইলে ও বিষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিষের প্রকৃতি—গাছগাছড়া ও ধাতুভেদে বিষ দুই প্রকার।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে চামারেরা গরুর চামড়া পাইবার আশায় তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। গরু মরিলেই তাহাদিগকে ভাগাড়ে ফেলিয়া দিবার প্রথা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে, উহাদিগের চামড়া সেই স্থানেরই চামারদিগের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন কোন জেলায় চামারেরা চামড়া পাইবার জন্য জমিদারকে খাজনা ও দিয়া থাকে।

চামারেরা চামড়া ব্যবসায়ীদিগের নিকট এই সকল চামড়ার অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া থাকে এবং অনেক জেলায় এই সকল চর্ম্ম ব্যবসায়ী ও চামারদিগের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত ও লেখাপড়া থাকে যে, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে চামারেরা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চামড়া দিতে পারিলে ঐ সকল চর্ম্মব্যবসায়ী তাহাদিগকে সেইরূপ কোন নির্দ্ধারিত সংখ্যক টাকা দিবে। চর্ম্ম ব্যবসায়ীদের ঐ সকল চামারদিগকে অগ্রিম কিছু টাকা দিবারও প্রথা আছে।

এরূপ বন্দোবস্তের ফলে, নিরূপিত সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক চামড়া পাইবার জন্য চামারেরা প্রায়ই গরুদিগকে বিষ খাওয়াইয়া থাকে।

তাহারা তাহাদের নিজ হস্তে অথবা তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানাদির দ্বারা বিষ খাওয়াইতে অনেক স্থলে ধরা পড়িয়াও যায়।

বিষ প্রয়োগ প্রণালী—সচরাচর নিম্নলিখিত প্রণালীতে বিষ প্রয়োগ করা হয়। যে পরিমাণে বিষ খাওয়াইবে সেই পরিমাণ বিষ লইয়া তাহা অল্প ঘৃত বা ময়দার সহিত মিশাইয়া কলাপাতা বা অন্য কোন পাতায় বাঁধিয়া গরুর মুখে পুরিয়া দেয়; কিম্বা যখন ঐ গরু চরিতে থাকে তখন তাহার মুখের সম্মুখে ফেলিয়া দেয় ও পশুটী তাহা খাইয়া ফেলে।

কেহ কেহ সুমিষ্ট ঘাস যুক্ত গোচারণ মাঠে ঘাসের উপর ঐ বিষ ছড়াইয়া দেয়। কেহ কেহ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা চর্ম্ম মধ্য দিয়া শরীরের কোন অংশে অথবা মলদ্বারে বা যোনিতে ঐ বিষ প্রবেশ করাইয়া দেয়।

সচরাচর সাদা কিম্বা হলদে সেঁকো বিষ ব্যবহার করে, অধিকাংশ স্থলে সাদাই ব্যবহৃত হয়; কখন কখন ধুতুরা, কাট বিষ এবং কুঁচলে প্রভৃতি গাছ গাছড়া ঘটিত বিষও ব্যবহার করিয়া থাকে।

কোন স্থানে গরুদিগের মধ্যে গোবসন্ত প্রভৃতি মড়ক উপস্থিত হইলে চামারেরা সেই উপলক্ষে অধিক চামড়া পাইবার প্রত্যাশায় সম্ভবতঃ অনেক গরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত বসন্তরোগ অতি সংক্রামক ইহা চামারেরা উত্তমরূপে জানে। এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে তাহারা বসন্ত রোগে মৃত গরুর পাকস্থলী ও অন্ত্র মধ্যস্থ পদার্থ সকল লইয়া যে স্থানে মড়ক হয় নাই এরূপ দূরস্থ কোন কোন পল্লী গ্রামের গোচারণ মাঠে ঐ সকল পদার্থ ছড়াইয়া দেয়। এই রূপে সেই পল্লীস্থ গরুদিগেরও ঐ পীড়া হয়। ইহাতে চামারদিগের চামড়া পাইবার আর একটী নূতন উপায় হয়।

কখন কখন ভেরাণ্ডাগাছ ও তাহার বীচি খাইয়া এবং অনাবৃষ্টির সময় খাইবার ঘাস ইত্যাদির অনাটন হইলে, তীব্র গাছগাছড়া ও তৃণাদি খাইয়া গরুরা বিষাক্ত হইয়া থাকে।

লক্ষণ—ষাঁড় কিম্বা গাভী অধিক পরিমাণে বিষ খাইলে বা কোন রূপে ঐ বিষ তাহাদিগকে খাওয়াইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় যথা—গরুটী হঠাৎ পীড়িত হয় তৎপরে কাঁপিতে থাকে এবং তলপেটে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে ; গরুটী পশ্চাতের পা কিম্বা শিং দিয়া পেটে আঘাত করিতে থাকে এবং বারবার দুই পাশের দিকে দেখিতে থাকে, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়। গরুর অত্যন্ত পিপাসা হয়, অনেক সময় ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খেঁচিতে থাকে : শিমলা রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয় ; পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগ করে, পেটের অসুখ উপস্থিত হয় ও মলের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় এবং সচরাচর দুই ঘণ্টা হইতে চারি ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। বিষের পরিমাণ ও প্রকার ভেদের উপর প্রধানতঃ মৃত্যুকাল নির্ভর করিয়া থাকে।

চিকিৎসা—অধিকাংশ স্থলে এত অধিক পরিমাণে বিষ খাওয়ান হইয়া থাকে, যে চিকিৎসায় প্রায় কোন ফল হয় না এবং গো-পালকগণের নিকটও বিষ নাশক ঔষধ সর্ব্বদা সংগৃহীত থাকে না।

যে যে স্থলে অল্প পরিমাণ বিষ খাওয়ান হইয়াছে এবং লক্ষণ সকল বিশেষ গুরুতর হয় নাই, সেই সেই স্থলে ১ বা ২ নং ব্যবস্থামত ঔষধ শীঘ্র খাওয়াইবে। মসিনার মাড় প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে।

কিছু সিদ্ধ কলাইয়ের সহিত ভুষি খাইতে দিবে, এবং দুই এক দিনের মধ্যে তাজা ঘাষ খাইতে দিতে পারা যায়, কিন্তু মোটা রকম ঘাষ খাইতে দিবে না।

বিষ-পরীক্ষা—গরুকে বিষ খাওয়াইছে পশু-পালকেরা যদি এরূপ অনুমান করেন তাহা হইলে ঐ মৃত গরুর চতুর্থ পাকস্থলীর ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম অংশের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকল এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের কিয়দংশ অর্থাৎ যে স্থলে পাকস্থলী ও অন্ত্র মিলিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ, একটী বড় বোতলে অতি সাবধানে পুরিয়া পরে উহাতে তেজস্কর নষ্ট

ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে ছিপিবদ্ধ করতঃ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিবেন।

জেলার সাহেব ডাক্তার বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি প্রকারে ঐ বোতল রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট পাঠাইতে হয়, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন।

ব্যবস্থা পত্র

ভারতবর্ষীয় এবং ইংরাজী ওজন ও পরিমাণের তালিকা ধারাবাহিক রূপে সন্নিবেশিত হইল।

ঔষধাদিতে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাণ, নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারেই লিখিত হইয়াছে।

ওজন সমূহ।

১ স্ক্রুপল	...	আন্দাজ একটী দুয়ানীর সম ওজন।
১ ড্রাম	...	,, তিনটী দুয়ানীর সম ওজন।
৩ ড্রাম	...	১ তোলা অথবা একটি টাকার সমান ওজন।
১ ঔন্স	...	অর্দ্ধ ছটাক কিম্বা ২½ তোলা
১ পৌণ্ড	...	৮ ছটাক কিম্বা অর্দ্ধ সের।

পরিমাণ।

১ মিনিম	...	১ ফোঁটা।
১ ড্রাম (তরল দ্রব্যের ওজন অনুযায়ী)		৬০ ফোঁটা।
৪ ড্রাম	ঐ	½ ছটাক।
১ ঔন্স	ঐ	½ ঐ
১ পাইট	...	১০ ঐ
১ কোয়ার্ট	...	২০ ছটাক অথবা ১¼ সের।
১ গ্যালন	...	৫ সের।

ঔষধের মাত্রা জন্তুদিগের বয়সের তারতম্য অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে। গো মেষাদি জন্তুরা দুই বৎসর বয়সের সময় পূর্ণ মাত্রায় ঔষধ সেবন করিতে পারে।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্রে বর্ণিত ঔষধাদির মাত্রা অন্য কিছু লেখা না থাকিলে শুদ্ধ পূর্ণ বয়স্ক প্রাপ্ত পশুদিগের ব্যবহারার্থ লিখিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ছাগ মেষাদির নিমিত্ত ইহাদের এক ষষ্ঠাংশ পরিমাণ আন্দাজ করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত যে ব্যবস্থার বিষয় নিম্নে লিখিত হইয়াছে; তাহা গরু বা ছাগল সকলের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইতে পারে।

বিরেচক।

(১)

লবণ অথবা আমোনিয়া সলফেট	.	৬ ছটাক।
মুসব্বর	... ..	১/৪ ,,
শুঁঠ	...	৩/৪ ,,
চিটাগুড়	. ...	৪ ,,

১ ১/৪ সের পরিমিত উত্তপ্ত গরম জলে, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া অল্প গরম অবস্থায় পান করাইতে হইবে।

পূর্ণ আয়তন প্রাপ্ত বলদ ও মহিষদিগের নিমিত্ত ঐ মাত্রায় গৃহীত হইবে। তদর্দ্ধ আয়তনের গো, মহিষদিগকে ইহার অর্দ্ধ পরিমাণে; এবং পূর্ণ আয়তনের মেষকে একের ষষ্ঠাংশ পরিমাণে দিতে হইবে।

(২)

তিসির তেল	... ...	৫ ছটাক।
মিঠা তেল	. ...	৫ ঐ
চিটাগুড়	. ...	১ ঐ

একত্র মিশ্রিত করিয়া পূর্ণ আয়তনের পশুদিগের জোলাপের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ইহার এক ষষ্ঠাংশ মেষদিগের জন্য ব্যবহার্য্য।

মৃদু রেচক।

(৩)

লবণ ... . ২ ছটাক।
গন্ধক চূর্ণ . .. ... ১½ ঐ
শুঁঠ চূর্ণ .. .. ১¼ তোলা।
চিটাগুড় . .. ১½ ছটাক।

১½ সের পরিমিত গরম জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, গরম অবস্থায় খাইতে দাও। ভেড়ার পক্ষে ষষ্ঠাংশ।

(৪)

রেড়ির তেল ... ৫ ছটাক।
তিসির তেল ৩ ঐ

মিশ্রিত করিয়া খাইতে দাও। ইহা মৃদু বিরেচক।

তাপ নিবারক।

(৫)

কর্পূর ... .. ৬টা দুয়ানী ভর ওজন।
সোরা . . ১ তোলা।
দেশী মদ . ... ১ ছটাক।

কর্পূর দেশীমদে গুলিয়া লও, এবং তৎপরে সোরা, ১½ সের পরিমিত শীতল জলে দ্রব করিয়া একসঙ্গে মিশ্রিত কর। ইহা এক মাত্রা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য।

(৬)

লবণ (mag sulph) .. ২½ তোলা।
সোরা ... .. ১½ ঐ
চিরাতার গুঁড়া ... ... ২½ ঐ
চিটে গুড় ... ... ২ ছটাক।

১½ সের পরিমিত জলের সহিত দিতে হইবে।

উত্তেজক।

(৭)

দেশী মদ .. ২ ছটাক।

শুঁঠ ১/২ ঐ

মরিচ গুঁড়া . ১/৪ ঐ

একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ১¼ সের পরিমিত জলের সহিত পান করাও।

(৮)

নিসাদল . ১/৪ ছটাক।

শুঁঠ চূর্ণ কিম্বা জোয়ান . ১ তোলা।

১¼ সের পরিমিত শীতল জলের সহিত মিশাইয়া পান করাইতে

বলকারক।

(৯)

হীরেকস ... ... ১ তোলা।

লবণ ... ... ১/২ ছটাক।

গুঁড়া করিয়া প্রতিদিন এইরূপ এক একটী করিয়া পুরিয়া গরম জলে গুলিয়া বা জাবনার সহিত খাইতে দাও। উহার এক ষষ্ঠাংশ ভাগ মেষের নিমিত্ত প্রযোজ্য।

(১০)

মৌরি ... ... ১ তোলা।

চিরাতা ... ... ১/২ ছটাক।

এলাচি .. . ... ১ তোলা।

জোয়ান ... ... ১ ,,

একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন খাদ্যের সহিত খাইতে দাও।

পরিবর্ত্তক।

(১১)

সোরা ...	১	তোলা।
গন্ধক ...	½	ছটাক।
শুঁঠ ...	½	ঐ

ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া দিনে একবার কিম্বা দুইবার পাতলা মাড়ের (কাঁজি) সহিত কিম্বা খাদ্যের সহিত মিশাইয়া খাইতে দাও।

(১২)

মুসব্বর ...	১	তোলা।
লবণ ...	½	ছটাক।
শুঁঠ ...	১/৬	ঐ
গন্ধক ...	½	ঐ

সকলগুলিই ভাল করিয়া গুঁড়া করিতে হইবে। দুই ছটাক পরিমিত ঝোলাগুড় উহাদের সহিত মিশাইয়া দাও। তৎপরে ১½ সের পরিমিত গরম পাতলা ভাতের মাড়ে উত্তমরূপে মিশাইয়া, গরম গরম খাইতে দাও।

এক দিন, দুই দিন অন্তর উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

ধারক (আভ্যন্তরিক)

(১৩)

খড়িমাটী গুঁড়া ...	½	ছটাক।
খয়ের ...	১/৪	ঐ
শুঁঠ ...	১/৪	ঐ
দেশী মদ ...	১	ঐ

ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া ১০ ছটাক পরিমিত ভাতের মাড়ের সহিত

খাইতে দাও। যতদিন পর্য্যন্ত পেটের অসুখ না থামে ততদিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যায় ও প্রাতে দিনে দুইবার খাওয়াইতে পারা যায়। উপরোক্ত মাত্রার ১/৪ অংশ পরিমাণে বাছুরদিগের এবং ১/৬ অংশপরিমাণ মেষদিগের এবং ১/১২ অংশ পরিমাণ মেষ শাবকদিগকে দিতে পারা যায়।

(১৪)

চিরেতা গুঁড়া	...	...	১	তোলা।
সোডা (বাইকার্ব্ব)	...	...	২	ঐ

জাবনার সহিত দিনে দুইবার খাইতে দাও।

বেদনা নিবারক।

(১৫)

ভাঙ্গ	...	..	.. ১	তোলা।
চরস	...	...	.	৩টী দুয়ানীর ওজন
হিঙ্গ	..	...	. ১	তোলা।
দেশী মদ	..	..	.. ২	ছটাক।

১½ সের পরিমিত জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দাও।

(১৬)

তাপিণ তৈল	..	..	১/২	ছটাক।
তিসির তৈল	...	...	১০	ঐ

মিশাইয়া খাওয়াও।

(১৭)

শুঁঠ	...	...	... ১	তোলা।
মরিচ	...	...	... ১	ঐ
দেশী মদ	...	...	... ২	ছটাক।

সকলগুলিই ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া দেশী মদে দ্রব করিতে হইবে তার পর ১½ সের পরিমিত জল মিশাইয়া খাওয়াও।

মুখ শোধন।

(১৮)

ফটকিরি ...	...	...	আধ ছটাক।
জল	...	...	১০ ঐ

দ্রব করিয়া মুখ শোধনের জন্য কিম্বা ক্ষত স্থান ধুইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে।

(১৯)

সোহাগা ...	...	...	আধ ছটাক।
জল ...	...	...	১০ ঐ

পূর্ব্বোক্তরূপে দ্রব করিয়া মুখ শোধনের জন্য কিম্বা ক্ষত স্থান ধুইবার নিমিত্ত ব্যবহার কর।

কৃমি নাশক।

(২০)

তার্পিণ তেল	...	...	১ ছটাক।
তিসির তেল	...	...	১০ ঐ

১২ ঘণ্টা অনাহারে রাখিয়া রোগাক্রান্ত পশুটিকে পান করিবার নিমিত্ত এই ঔষধ দাও।

(২১)

লবণ ...	...	...	১ ছটাক।
হীরেকস চূর্ণ	...	...	½ ঐ
গন্ধক চূর্ণ	...	...	½ ঐ

১½ সের পরিমিত জলের সহিত মিশাইয়া, এক সপ্তাহ কাল দিনে দুইবার করিয়া পান করাও। তার পর ১ নং ব্যবস্থানুযায়ী বিরেচক ঔষধ ব্যবহার কর।

(২২)

হিঙ্গ	...	...	...	½ ছটাক।
গন্ধক চূর্ণ...			...	২ ঐ

পূর্ব্বোক্ত ২১ নং ঔষধের ব্যবস্থানুযায়ী খাওয়াইতে হইবে।

চর্ম্ম রোগের প্রলেপ।

(২৩)

গন্ধক চূর্ণ ...	..	...	১	ছটাক।
কেরোসিন তেল	...	...	১	ঐ
সরিষার তেল	...	...	১০	ঐ

একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছু পরিমাণে হাতে করিয়া লইয়া রোগাক্রান্ত অংশে ঘসিয়া লাগাইয়া দাও।

ক্ষত স্থানে লাগাইবার প্রলেপ।

(২৪)

কর্পূর	...	...	...	১ ভাগ।
মিঠা তেল ...		...	...	৭ ঐ

(২৫)

গন্ধ বিরাজ		...	.	১ ভাগ।
মিঠা তেল ..			..	৮ ঐ

গন্ধ বিরাজ তেল গলাইয়া লইয়া ছাঁকিয়া লও।

(২৬)

কয়লা (কাঠের) গুঁড়া	...		..	½ ছটাক।
ফটকিরি	.	..	.	½ ঐ

গুঁড়া করিয়া একত্র মিশ্রিত কর। ক্ষত শুকাইয়া লইবার জন্ম

এবং বিশেষতঃ এঁসো রোগের পা ও মুখের ক্ষত স্থানে প্রায়ই ব্যবহার করা যায়।

মালিস।

টার্পিণ তৈল	...	}	প্রত্যেকটী সমান ভাগ।
সরিষার তৈল	...		

একত্র মিশাইয়া ঘসিয়া লাগাইতে হইবে

মলদ্বারে পিচকারী দিবার নিয়ম
ও
পিচকারী নির্ম্মাণ প্রণালী।

প্রায় এক ফুট লম্বা ও অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ পরিধি বিশিষ্ট এক খণ্ড ফাঁপা বাঁশ লইতে হইবে। বাঁশটীর মুখের দিকে কোন খোঁচ থাকিবে না বেশ গোলালো হওয়া চাই। ১॥ ফিট লম্বা ৪।৫ ইঞ্চি চওড়া ও অন্যূন দেড় সের জল ধরিতে পারে এমন একটী চামড়ার থলিয়া তৈয়ারী করাইতে হইবে। থলিয়ার তলার দিকে বাঁশটীর একটা মুখ প্রবেশ করিতে পারে এমন একটী ছিদ্র করা চাই। নলটীর ভিতর দিয়া ব্যতীত, যাহাতে বাঁশ ও চামড়ার পাশ দিয়া জল বাহির হইয়া না যাইতে পারে, সে জন্য থলিয়াটী বাশের চারিধারে বেশ করিয়া বাঁধিতে হইবে।

পিচকারী দিবার সময় বাশের নলটী মলদ্বারে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া তেল মাখাইয়া লইতে হইবে। এক হাত দিয়া নলটী সেই ভাবে ধরিয়া অন্য হাত দিয়া চামড়ার থলির মুখটা বিস্তৃত করিয়া ধরিতে হইবে ও অন্য এক জন সাহায্যকারীকে চামড়ার থলিটীর মুখে জল ঢালিতে বলিবে। থলের মুখটি পশুর পিঠ অপেক্ষা উচু করিয়া ধরা চাই এইরূপ করিলে সমস্ত জল অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে।

পিচকারী দিবার জন্য সাধারণতঃ ঈষদুষ্ণ গরম জলই ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত; তাহাতে স্বচ্ছন্দে হাত রাখিতে পারা যায় এরূপ উষ্ণ দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। সাবান গুলিয়া এই জলে ফেনা করিয়া লইতে হইবে।

গবাদি জন্তুদিগকে ঔষধ পান করাইবার নিয়ম।

ইহাদিগকে ঔষধ পান করাইতে গেলে দুই জন লোকের প্রয়োজন। সাহায্যকারী ব্যক্তি, রুগ্ন পশুর বামদিকে দাঁড়াইয়া তাহার মস্তক পৃষ্ঠের

সহিত সমানভাবে ধরিয়া থাকিবে। অপর ব্যক্তি ঔষধের বোতল দক্ষিণ হস্তে লইয়া তাহার ডানদিকে গিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহার বাম হস্তের সম্মুখের দুইটী অঙ্গুলি পশুটীর মুখের দক্ষিণ দিকের কোণের মধ্য দিয়া তাহার ঠোঁট ও গাল অল্প অল্প ফাঁক করিবে। উপযুক্তমত ফাঁক হইলে দক্ষিণ হস্তের ঔষধপূর্ণ বোতলের মুখটী সেই পার্শ্বস্থ ফাঁকের মধ্য দিয়া পশুটীর মুখের মধ্যে সাবধানে প্রবেশ করাইয়া দিবে। তৎপরে বোতলস্থিত ঔষধের অল্পমাত্র মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিবে এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ঔষধই পশুটীর উদরস্থ হইবে।

সকল ক্ষেত্রেই সতর্কতার সহিত ঔষধ খাওয়ান আবশ্যক। বিশেষতঃ যে সকল পশু সর্দ্দি-কাসিতে ভুগিতেছে তাহাদের ঔষধ খাওয়াইবার সময় আরও সতর্ক হওয়া উচিত। খুব ধীরে ধীরে ও অল্প পরিমাণে ঔষধ ঢালিতে হইবে, যদি সেই সময় পশুটী কাসিতে আরম্ভ করে, বা কাসিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সাহায্যকারী ব্যক্তি অমনি তাহার মস্তক ছাড়িয়া দিবে; ইহাতে জন্তুটী মস্তক নামাইয়া স্বচ্ছন্দে কাসিতে পারিবে। এরূপ না করিলে শ্বাস নালীতে পানীয় ঔষধের কিছুই প্রবিষ্ট হইলে পশুটীর শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে।

কাচের বোতল অপেক্ষা সাধারণ ইংরাজী মদের বোতলের আকারের কোন ধাতু নির্ম্মিত বোতল এইরূপ ঔষধ পান করাইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক; ফাঁপা বংশ খণ্ডেও এই উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সংসাধিত হইতে পারে। সাধারণ কাচ নির্ম্মিত মদের বোতলেও চলিতে পারে। কিন্তু সাবধান যেন দাঁতের উপর পড়িয়া তাহার পেষণে বোতলটী ভাঙ্গিয়া না যায়।

গো-দাগা।

গোচিকিৎসক বা গোদাগা নামে এক জাতীয় লোকের, প্রতি বৎসর ভাদ্র মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত চব্বিশ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই, আবির্ভাব হয়। তাহাদের চিকিৎসা, অজ্ঞ পল্লীবাসীকে ভুলাইয়া গোজাতির উপর অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা অর্থোপার্জ্জনেব নামান্তর মাত্র। তাহারা তাহাদের এই ব্যবসায় নির্ব্বিঘ্নে চালাইয়া আসিতেছে, এবং গোজাতিকে নানারূপ কষ্ট দেওয়া ব্যতিরেকে, কত পশুকে যে চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

"গোদাগাও"—বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া তাহারা তাহাদের অবির্ভাব পল্লীবাসীকে জ্ঞাপন করে। যখন পশুগুলি অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাতর হইয়া কৃশ হয়, তাহাবা বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সময় আসিয়া পশুস্বামীকে বাক্যের চতুরতায় বুঝাইয়া দেয়, যে তাহাদের পশু বিষম ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। এইরূপে তাহাদের ছলনায় জাল বিস্তার করিয়া তাহারা উদরপূর্ত্তির সুযোগ করিয়া লয়।

ঐ সকল গোদাগাদিগের গোব্যাধি সম্বন্ধে জ্ঞান কোনরূপ নাই বলিলেই হয়। কতগুলি বিষয়ে যাহাতে তাহা সাধারণের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস জন্মাইতে পারে এই জ্ঞান তাহারা পুরুষানুক্রমে অর্জ্জন করে। তাহাদের অর্থোপার্জ্জনই লক্ষ্য তাহাতে কাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইল, তাহা দেখার কোন প্রয়োজন তাহাদের নাই।

তাহারা প্রথমে আসিয়া অনভিজ্ঞ লোকদিগকে গোজাতির কয়েকটী উৎকট ব্যাধির কথা বলে এবং সেই সঙ্গে বলিয়া দেয় যে তাহারা ঐ সকল রোগের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী এবং চিকিৎসা না করাইয়া ফেলিয়া রাখিলে অনতিকাল মধ্যে গরুটী অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য ঐ সকল রোগের কোন অস্তিত্বই ঐ গরুর শরীরে হয়ত নাই।